কলিকাতা

২৬ নং স্কট্‌স্‌ লেন, ভারতমিহির যন্ত্রে,

সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

লহরী।

সূচীপত্র।

মঙ্গলাচরণ।

মাতঃ!

শ্বেত অম্বুজ, শুভ্র বরণি,
শ্বেত অম্বর ধারিণি,
শান্ত উজ্জ্বল, নেত্র নির্ম্মল,
বিশ্ব অসীম ভাসিনি!
হাস্য বিমল, স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না,
কবি হৃদয় প্লাবিনি;
দশ দিগন্তে, বীণা ঝঙ্কারে,
বেদ সঙ্গীত ঘোষিণি।
চির আনন্দ শীতল সূর্য্য,
শব্দ জগৎ অখিল পূজ্য,
বাক্য বিনোদিনি;

নমঃ

প্রাণ দীপ্ত বাণি, বীণা,
পুস্তক ধারিণি!

লহরী।

সঘন গগন গরজে ঘন,
নিম্নে কন্দর হাঁকে ;
দমকে বিদ্যুত্ ঝলকি যায়,
বক্র নয়নে দেখে।
দূরে শৃঙ্গ মগ্ন ধেয়ানে,
উচ্চ শির ঊর্দ্ধ বিমানে,
নেহারে দূর সিন্ধু পানে,—
অনন্ত গভীর স্থির ;
সুনীল উজ্জ্বল নীর।
ঘুরিয়া গর্জ্জি গিরি তরঙ্গিণী,
পাষাণ চূর্ণি ধাইছে ;

চপলা লম্ফে স্ফুলিঙ্গ ছড়ায়ে,
নীলাম্বু রাশে মিশিছে।
অদূরে অরণ্য প্রসারে,
তমসা রাক্ষসী বিহারে,
নীরবে তরাস হুঙ্কারে,
গভীর নীরদ রাশি ;
গগন ফেলিছে গ্রাসি।
গম্ভীর প্রকৃতি বক্ষ চাপিয়া,
স্তব্ধ মূর্ত্তি দাঁড়ায়ে ;
কে ওই মানব হেন উদাস,
শূন্য আঁথে তাকায়ে ?
ওই ঘর্ঘরে নভে গড়াইয়া,
ধায় বাজ দম্ভে হাঁকিয়া,
এল চারি ধারে ঝঞ্ঝা ছুটিয়া,
ঝর ঝর বরষা ঝরে ;
শত ধারা ধরণী ধরে।
উচ্ছ্বাসে মানব ক্ষিপ্ত নয়ানে,
লহরী পানে চায় ;
ক্ষুব্ধ হৃদয়ে বদ্ধ অঞ্জলি,
নয়নে অশ্রু বায়।
শিরসে কেশ তরঙ্গিত,
মুখে বিন্দু বারি ঝরিত,

সিক্ত বাস তনু কম্পিত,
হেরে, বিকট প্রকৃতি-ভঙ্গি ;
প্রাণে উঠিছে ভাব তরঙ্গি।
আবেগে অধীর চাপিয়া হিয়া,
কহে যুবা উচ্চ স্বরে ;—
নয়নের তারা ঘূর্ণিত হইছে,
মত্তা প্রকৃতি পরে।
"ক্ষণেক স্তব্ধ হও রে, লহরি,
গুটাও বিদ্যুত গতি,
কেশরী লম্ফে আতঙ্ক বিথারি,
ধেও না বিহ্বল মতি !
উদাস মত্ত মানব আমি,
অতৃপ্তি ঘাতে উচ্ছল গামী,
আজি গো অতিথি, প্রকৃতি রাণি,
তোমার পাশে ;
প্রদান শান্তি, অভয় দাও,
নহে উথলি বেগে মোরে ডুবাও,
তরঙ্গ রাশে !
ঘুরিনু সংসার সুখের লাগি,
ফিরি দ্বারে দ্বারে তৃপ্তি চাই ;
আকুল হৃদয়ে প্রণয় মাগি,
ভ্রমি দিবানিশি লক্ষ ঠাঁই।

হায় রে পাগল সদাই বিহ্বল,
অনিশ্চিত গতি মতি সচঞ্চল,
হেরি না কাহার নয়ন সজল,
আমার তরে ;
সকলের আছে স্নেহ করিবার,
আছে আকর্ষণ মায়া মমতার,
আছে পরিজন স্নেহ কারাগার,
অন্তরে পরে।
শুধু মম তরে করুণার রস,
নাহি এ ধরায়, সকলি বিরস,
দিগন্তে বিলীন বিশাল নীরস,
মরুভূ মাঝে ;
যেন আমি ক্ষুদ্র দুরবল তরু,
চৌদিকে উৎক্ষিপ্ত প্রতপ্ত মরু,
গরজি নাচে।
কার(ও) দুঃখ স্রোত নাহি পারিনু ফিরাতে,
সুখ সাধ আশা নারিনু পূরাতে,
ইহ জনমে ;
একে একে ধীরে নীরব হইল
আদর সোহাগ, নব অনুরাগ
স্নেহ বিনিময় সকলি কমিল,
শুধু নয়নে

অবজ্ঞার হাসি সতত নেহারি,
কঠিন কর্কশ বচন ডুচারি
　　　　রদন চাপে
পরশে হৃদয় হলাহল শরে,
দারিদ্র্য দুর্দ্দশা গরজন করে,
　　　　পরাণ কাঁপে।
মম তরে,　প্রণয় চঞ্চল সদা,
　　　　ভালবাসা ক্ষণস্থায়ী,
　　　　　　আমোদের অপাঙ্গ বিকাশ ;
　　　　নয়নে নয়নে প্রেম,
যেন　　রসানে রঞ্জিত হেম,
　　　　　　অদর্শনে অয়স সঙ্কাশ।
　　　　কোথা সত্য নিরমল,
　　　　শ্বেত স্বচ্ছ দরপণ,
　　　　　　হৃদয়ের সুধাংশু সরল !
　　　　অবিশ্বাস নীলাকাশে,
　　　　বিশ্বাস বিদ্যুত্ ভাসে,
　　　　　　ছলনার সুমিষ্ট গরল।
　　　　দহ্যমান দিবানিশি,
　　　　নিরাশা যাতনানলে,
　　　　　　পরিশ্রান্ত করমের ঘোরে ;
দেবি,　আসিয়াছি মুক্ত বায়ে,

দেহ শান্তি দুঃখ ভ্রান্তি,

আঘাতহ আকাঙ্ক্ষার ডোরে।”

এতেক কহিয়া যুবা হইল নীরব,

ঝাপটী শ্বসিল ঝঞ্ঝা করি ভীম রব।

মত্ত প্রকৃতির বক্ষে,

উন্মত্ত যুবার স্বর,

সমীরে তরঙ্গ তুলি ধাইল;

সহসা সুদূর হ’তে,

চৌদিক ধ্বনিত করে,

সান্ত্বনা সঙ্গীত স্বর আইল।

চূর্ণ পাষাণের অঙ্গে,

কল্লোলে হিল্লোলে রঙ্গে,

লহরী মুচকি হেসে গাইল;—

কানন কন্দর গিরি,

নীরেন্দ্র নীরদ নদী,

উৎসাহে লহরী কণ্ঠে মিলিল।

“কেন হে, যুবকবর, বৃথা কালক্ষেপ কর,

সংসারে সরল পথ নাই;

শুন রে নির্ব্বোধ নর, যশঃক্ষুধা পরিহর,

বলোনা বলোনা দুঃখ পাই।

তুলো না তুলো না আর, হৃদিভেদী হাহাকার,

হের না হতাশা বিভীষিকা;

মানবের হিংসা জ্বালা, ক্রূর বিদ্যুতের আলা,
পলা'ও না বলি অগ্নিশিখা।
সংসার সংসর্গে শত, নিরাশা নিশ্বাস কত,
উঠিছে পড়িছে অহর্নিশি ;
তবুও হা দুরাকাঙ্ক্ষা, আয়াসে বাজায়ে ডঙ্কা,
উড়িবারে চায় দিশি দিশি।
দর্প দীপ্ত উল্কা নভে, হায় কতক্ষণ রবে,
নিমেষে কোথায় উবে যায় ;
থাকে না উজল কান্তি, সব ভ্রান্তি সব ভ্রান্তি,
শুধু হেরি স্তব্ধ তমসায়।
পেয়েছ পাবার যাহা— শোক, তাপ, আহা আহা,
জীবনের যথার্থ সম্বল ;
পাইয়াছ পরামর্শ, পাও নাই মৃদুস্পর্শ,
মোহময় নয়ন সজল।
তুষিতে পরের মন, কর সদা প্রাণপণ,
পাবে না পাবে না প্রতিদান ,
করো না আকাঙ্ক্ষা তার, দিয়ে যাও যত পার,
মরমে মেখ না অপমান।
পাও যদি প্রতিদান, সুধা-সিক্ত ফুল্লপ্রাণ,
ভুলও না কর্ত্তব্য আপন ;
উল্লাসে উন্মাদ পারা, হইও না আত্মহারা,
লম্ফে লম্ফে করো না গমন।

কর কার্য্য অবাধায়, যেন তব সাধনায়,
কামগন্ধ কিছু নাহি রয় ;
কোথায় সরল সত্য, সুখের অনন্ত তত্ত্ব,
শান্তি কভু এ ধরার নয়।"
লহরীর সুমহান,
শুনি সান্ত্বনার গান,
আকুল যুবার প্রাণ,
রুদ্ধ স্বর অশ্রুবেগে বহিল ;
দুর্ব্বল সঙ্কীর্ণ হিয়া,
উঠে কাঁপিয়া কাঁপিয়া,
ঊর্দ্ধনেত্রে ভগ্ন স্বরে কহিল।—
"অতি ক্ষীণ দুরবল,
মন্দমতি সচঞ্চল,
সংসার সমরানল,
কিসে রব স্থির ;
বাসনা সংঘর্ষে হায়,
ছিন্নশিরা টুটে যায়,
ছট্‌ফট যাতনায়,
আঁখে ঝরে নীর।
উঃ, সে ভীষণ রণ,
সদা শঙ্কিত মন,
শুখায় শোণিত .

অসহ সে অগ্নিশ্বাসে,
হারাই সম্বিত।
সংসারে সংসারী সাথে,
উদাস বাসনা লয়ে ;
রব আপনার মাঝে,
নিজ ভাবে মগ্ন হ'য়ে।
হে দেবি, করিয়া দয়া,
এ হেন উপায় মোরে কর গো নির্দ্দেশ ;
হর হর অভাগার পাপ তাপ ক্লেশ !"
পুনঃ শুনিয়ে করুণ স্বর,
কোটী বিহঙ্গের স্বরে,
তুলিল লহরী-লীলা ;
নাচায়ে অখিল প্রাণ,
দিগঙ্গনে বীণা তান,
উল্লাসে উড়ায়ে দিলা !—
"তবে রে, মানব, কাট রে বন্ধন,
ভুল রে ভুল রে বিলাস কাঞ্চন,
প্রকৃতির প্রেমে বিভোর হও ;
ভাবে মাতোয়ারা হইয়া রও।
দিবসে নিশীথে,
প্রভাতে সায়াহ্নে,
শুধু মুক্ত হিয়া ভাসায়ে দাও ;—

আমারি মতন উধাও ধাও,
ধরণী-সীমা প্লাবিয়া যাও।
ঝটিকা গর্জ্জনে,
উঠিবে গরজি,
উল্লাসে উথলি আনন্দে ধাবে,
ভাবের তরঙ্গে,
ভাসায়ে চৌধার,
পূরিবে জগত্ আনন্দ রাবে।
ধর রে চন্দ্রমা, মাথ রে জ্যোছনা,
নীলাম্বু নীলিমা ছানিয়া নাও;
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড কিরণমণ্ডলে,
অধীর উৎসাহে ছুটিয়া যাও।
অশনি ঝঞ্ঝারে, চপলা উল্লাসে,
জলধি, জলদ, গর্জ্জনে গাও;
আগ্নেয় গিরির অনল উচ্ছ্বাসে,
মেঘদীর্ণ করি উত্থিত হও।
হিমাদ্রি সুমেরু হৃদয়ে ধরিয়া,
মত্ত প্রভঞ্জন আগেতে বও।
শৃঙ্গ হ'তে শৃঙ্গে আছাড়িয়া পড়,
ধরণী বিদীর্ণ করিয়া ফেল,
ভূকম্পনে পুনঃ উছলি উছলি,
চৌধারে জোয়ারে আনন্দ ঢেল।

দিগন্তে বিস্তৃত মরুভূ মাঝারে,
প্রতপ্ত বালুকা সিঞ্চিয়া বও ;
বিহঙ্গের মত দুঃখ তাপ হত,
নিজেরি সঙ্গীতে মগন রও।”
নীরব হইল লহরীর গান,
যেন বাঁশরীর সুদূরে সুতান,
ধীরে প্রাণে সুধা সিঞ্চিল ;
স্নেহ শোভাময়ী করুণা মাতার,
উদাসীর তৃপ্তি ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডার,
মানস নয়নে উদিল।
বিহ্বল যুবক—বিস্মিত হইয়া,
হেরে জলরাশি যাইছে ছুটিয়া,
অধীর হৃদয় নাচিল ;
কল্পনা দুয়ার খুলিল।
দশ দিক যেন করে আবাহন,
ধায় প্রতিধ্বনি বিদারি কানন,
উঠিল শিখরে কন্দরে ;
গভীর গভীর ছাড়িয়া নিস্বন,
শূন্যে শূন্যে ছুটি হুঙ্কারে ভীষণ,
ঘন ঘন ধ্বনি অম্বরে !
যুবা হেরে চারি ধার লহরী নির্ঝর,

শুধু স্রোতজল কুলু কুলু স্বর,
অবনী অম্বর পূরিছে ;
উত্তাল ফেনিল তরঙ্গ দুর্দ্দম,—
সাহস উল্লাস উৎসাহ বিক্রম,
প্রকৃতির বক্ষে নাচিছে।
পাগল প্রেমিক হায় আত্মহারা,
ঘুরিতে লাগিল যেন দিশেহারা,
সংসার বিশাল পুরে ;
ধূলি কাদা মাখা হাসি উপহাস,
চলে দীন হীন বিহীন বিলাস,
গেয়ে গেয়ে ভাঙ্গা সুরে !-

বীণাপাণি।

উপহার।

ভাই সুরেন,

কি সুধা সিঞ্চিত করি, কি মাধুর্য্যে ভরি,
পাঠালে পত্রিকা তব, পবিত্র হৃদয়,
নাহি জানি কি সে মূর্ত্তি আলোক বিতরি,
পড়িতে পড়িতে লিপি হইল উদয়।
চারিটী বছর গত, ওহে বন্ধুবর,
যে দিন সে জ্যোতি বিন্দু পশিল পরাণে,
লুকায়ে স্বনাম তুমি ইন্দু নাম ধর,
লিখনে দেখালে প্রিয় মানস নয়ানে,—
অপূর্ব্ব ভুবন স্নিগ্ধ স্বপন সুন্দর,
কল্পনা আকাশ তার ত্রিকালব্যাপিনী,
ভাষা ক্ষেত্র, অর্থ ফুল, ছন্দ সরোবর,
রসেন্দ্র শিখর চ্যুত ভাব তরঙ্গিণী।
অক্ষম সে ভাব নিতে, নিনু পঙ্কভার,
ধর ধর, প্রিয়তম, প্রীতি উপহার।

বীণাপাণি।

প্রথম সর্গ।

ব্রহ্মা। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডরাজি করিনু সৃজন,—
অকূল কল্পনা ব্যাপি অনন্ত আকাশ,
অগাধ নীলাম্বু-নিধি—দরপণ তার,
ঘন ঘনঘটা জাল, বিদ্যুৎ বিকাশ,
দাবানলে দীপ্ত তনু অরণ্য আঁধার,
গভীর নিশ্বাস তার ক্ষিপ্ত ঝঞ্ঝাবাত,
উন্মাদিনী দামিনীর ইরম্মদ ভাষ,
উন্নত তুষার শৃঙ্গ, তটিনী প্রপাত,
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড শিখা, সুধাকর হাস,
সকলি সৃজিনু এবে। প্রসূন কোমল,
মূর্ত্তি মনোরম কিবা—মণি বিভূষণ
ফণী, শ্বাপদ ভীষণ, ভীম জলচর
আদি, খেচর, ভূচর; রজনী, দিবস,

মাস, সম্বৎসর, ছয় ঋতু, গ্রহণাদি,
দেব, দৈত্য, নাগ, নর, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর,
রমণী হৃদয় তার সুবর্ণ বন্ধন,
প্রফুল্ল অনঙ্গ রঙ্গরসান রঞ্জন,
ক্রোধাদি রিপুগণ, ভক্তিরস আদি,
রচিনু আনন্দে ; কিন্তু, ক্ষোভ নাহি মিটে-
প্রকৃতির উৎস কোথা হৃদয়ের মাঝে ?
কোথা সে আসক্তি সুধা মৃদু ঘুম ঘোর ?
ভাবের প্রবাহ কোথা কল্পনা সাগরে ?
নিথর নিশীথে কোথা তড়িত তরঙ্গ ?
জলধি-কল্লোল ক্ষুব্ধ তুঙ্গ গিরি শির,
অনলে সলিল তাপে মলয় অনিল,
মরুভূমে নির্ঝরিণী লহরী হিল্লোল,
হৃদয়ের শুষ্ক বৃন্তে প্রসূন কোমল,
আকাশ ভাসান দূর বিহঙ্গের গান,
অমায় সুধাংশু হাসি জ্যোছনা তরল ?
এ কি শুনি—আচম্বিতে সকরুণ তান,
পবনের স্তরে স্তরে কাঁপিতে কাঁপিতে
উড়ে উড়ে মুক্ত স্বর মিলাল আকাশে—
পুনঃ ওই ভেসে এল সুগম্ভীর ধ্বনি !
জলধি জলদ গানে পবন স্বননে,
অবনী অম্বর যেন উঠিছে কাঁপিয়া—

ও কি হোথা শূন্য ভেদি পঞ্চদীপছটা,
আকাশের দিকে দিকে হইল উদয়!
ধীরে ধীরে দীপমালা আসিছে নিকটে,
বাজিছে করুণ তান মরমের তারে।—

ক্ষিতি। অচল সিন্ধু হৃদে
শয়ান অনন্ত শিরে;
সমীর ধীর দাপে,
গভীর নীর কাঁপে,
হৃদয়ে ভীম তাপে
অনল উচ্ছ্বাসে ধীরে।
গহন ঘন হাঁকে,
নগেন্দ্র হিয়া ডাকে,
তরাসে শত পাকে
ভাসি গো তমোন্ধ নীরে;
অচল সিন্ধু হৃদে
শয়ান অনন্ত শিরে!

অপ্। সমীর হিল্লোলে,
নীলোর্ম্মি দোলে,
গভীর রোলে গড়ায়ে যাই—
অনন্ত কোলে,
আঁধার টলে,
ধরণী সীমা ভাসায়ে ধাই।

অসীম আকাশ,
সবিতা বিভাস,
তরল উরসে ঝলকে যেই—
নীলাম্বু রাশে,
শশাঙ্ক হাসে,
প্রকৃতি প্রতিমা দেখায়ে দেই।
পবন ঘন স্বনে গগনে ধাই,
তরঙ্গে বাহু তুলে অধীরে গাই।

তেজ। দীপ্ত ব্যোমে,
সবিতা সোমে,
বহ্নি কমল ফুটে রে,
প্রলয় উল্কা লুটে রে,
কপালে অনল,
জ্বলে ঝলমল,
আলোকে উজল অবনীতল ;
ঝলকে দামিনী,
ধমকে অশনি,
বাড়ব অনলে জলধি জল !
ধিকি-ধিকি-ধিকি,
দাব দহন রক্ত শমন,

তড়িত রঙ্গে অট্ট হাসে—
তমস্ ছুটে ক্ষিপ্ত ত্রাসে !

ধরণী অঙ্গে,
ব্যোম সঙ্গে,
অনল উর্ম্মি খেলে রে—

ধূ—ধূ—দপ্ দপ্,
রক্ত রশনা,
দশন দীপ্ত দাপে রে—
অনল উর্ম্মি খেলে রে !

দীপ্ত ব্যোমে,
সবিতা সোমে,
বহ্নি কমল ফুটে রে—
প্রলয় উল্কা লুটে রে !

মরুত্। গভীর শ্বাসে,
নীলাম্বু ভাসে,
আকাশে ঘন আঁধারি ধায়—

অনন্ত তীরে,
অরণ্য শিরে,
শ্যামল উর্ম্মি দুলিয়া যায় !

কম্পে হিমগিরি,
ত্রাসে ধীরি ধীরি,

তুলে দলমল,
তারকা সকল,
চন্দ্র সূর্য্য কাঁপিয়া যায়—
টলে টলমল নীলিমা তায়!

ব্যোম। (কিবা) উধাও উধাও উড়িয়া যাই—
উদাস হৃদয় উদাস প্রাণ!
দূরে—দূরে—আঁধারে—আঁধারে—
অসীম অনন্ত বিহরে তান!—
ভাসিছে, ফুটিছে, নিভিছে, দীপিছে,
খেলিছে, লুটিছে, তারকা হার—
হাসিছে দামিনী, ছুটিছে অশনি,
গরজে জলদ ঘন আঁধার!—
ঝটিকা কম্পনে, প্রলয় প্লাবনে,
অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড রে!—
কত শশী লুটে, ছায়া পথ টুটে,
ভাঙ্গে লণ্ড ভণ্ড মার্ত্তণ্ড রে!—
ছুটে ধূমকেতু, দীপে উল্কা-জ্যোতি,
নিকষে যেন বা স্বর্ণ-রেখা—
মাধব-হৃদয়ে কৌস্তুভ-লেখা!
অনাদি কাল—শূন্য বাস—
মুক্ত কেশ—অট্ট হাস,
ঘোর রঙ্গে ব্যোম সঙ্গে ভাসি ভাসি যায় রে!—

বম্ বম্ বম্ তান
হর-হর-হর-গান
মহেশ ঈশান রঙ্গে বিষাণ বাজায় রে !
(ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুত্, ব্যোম।)
আমরা অনাদি কাল,
ভীম ভয়াল,
আঁধার সিন্ধু ঘুরিয়া যাই—
গভীর শ্বাসে,
নীল আকাশে,
অসীম শূন্য ভেদিয়া ধাই।—
জ্বলন্ত তালে,
দীপ্তি করালে,
অশনি উল্কা উড়ায়ে দেই—
প্রশান্ত শান্ত,
অনন্ত বুকে,
বিশাল লীলা তরঙ্গে বাই,
বল কোথা গেলে তৃপ্তি পাই !
চল চল সবে যাই,—
আঁধারে আঁধারে ধাই !—
দেখি ঘুরে ঘুরে,
নিকটে, সুদূরে,
জুড়াবার ঠাঁই পাই কি না পাই—

প্রাণের বেদনা কার কাছে গাই—
কেই বা শুনিবে কারে বা শুনাই !—
চল চল চল যাই,—
গভীর আঁধারে,
নীলাম্বর পারে,
গেয়ে গেয়ে চলে যাই !
বিধির বিধানে,
সুখ শান্তি ঠাঁই,
কোথাও নাই—কোথাও নাই—

কেহ আমাদের সনে বিভোর হইয়া,
আনন্দে উদার হৃদয় খুলিয়া,
আশা মোহ মায়া মরমে মাখিয়া
গাবে না গাবে না গাবে না গান—
ববে না ববে না অধীর তান !—

ব্রহ্মা। অদম্য আগ্রহে কিবা ওই ভূতকুল,
অধীর আকাঙ্ক্ষানলে উন্মত্তের প্রায়
ঘুরিছে অবনী শূন্যে আকুলিয়া দিশ !
অসীম শকতি দানে, অতুল ঐশ্বর্য্যে,
তুষিয়াছি সবাকারে ; এবে কি বাসনা
সহসা উদিল প্রাণে ! যেন উদাসীন
সবে, বিহীন আশ্রয়—শূন্য দৃষ্টিময় !—
অহো, বুঝিলাম এতক্ষণে ! স্রজিয়াছি সব—

সৃজি নাই মায়া-বাঁধ সমবেদনায় ;—
প্রকৃতির ছিন্ন আশা যাহে মিশে যায়,
অশ্রান্তি নিরাশা ক্লান্তি ধীরে নিভে যায় ;
তাই ও বাসনা সিন্ধু আকুল কল্লোলে—
ত্বলে যায় হিয়া মাঝে, তাই ক্ষিপ্তপ্রায়
আগ্নেয় উচ্ছ্বাসে শ্বসি, ধায় চারি ধারে
অবনী আকাশ দূর তিমির গহ্বরে
ধরিতে হেরিতে শান্তি মানস বিহঙ্গ !
যাই যথা হৃষীকেশ শম্ভু ব্যোমকেশ
নিমগ্ন অনন্ত ধ্যানে ; জানিব কেমনে,
কিবা শক্তি করে শান্ত দান্ত ভূতগণে !

দ্বিতীয় সর্গ।

মেঘরাজ বজ্রবুক দর্পে ভেদ করি,
অম্বরে উঠায়ে শির, কৈলাস-শিখর
হেরিছে ধরণী সীমা আনন্দিত মনে।
ধূ-ধূ করে চারি ধারে সুশুভ্র তুষার,
ঘর্ঘরে গড়ায়ে পড়ে হিম-পারাবার;
অনম্বরে প্রতিধ্বনি বাজে অনিবার।
ধূম্রাকৃতি শৈলমালা অনন্তের পারে
কত দূরে শ্রান্ত কায় মেঘেতে মিশায়।
বক্ষ ভেদি তরঙ্গিণী, উন্মাদ নর্ত্তনে,
সহস্র কেশরী লম্ফে আছাড়ি পড়ি'ছে
ফাটিছে পাষাণ-স্তূপ, উপাড়ি কানন,
ঘূর্ণাবর্ত্তে জলরাশি ধাইছে সবেগে।
মুহুর্মুহু বসুন্ধরা উঠি'ছে কাঁপিয়া,
ঘুরিছে জলদদল ঘন কৃষ্ণ কায়,
গজ-যূথ দল যেন মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর।
শ্বেতদন্তরাজিশোভা করিয়া বিস্তার,
অগ্নিমূর্ত্তি প্রকৃতির জ্বলন্ত দামিনী,
জ্বালাইয়া জলস্তম্ভ উঠি'ছে জ্বলিয়া;
অনল স্ফুলিঙ্গ-মালা, উড়ে জলকণা।

বিভীষণ গিরিকায় ঘোর দরশন,
উচ্চতর শিরপরে শোভিছে অম্বর,
হিমস্তূপ সংহর্ষণ, জলদ-গর্জ্জন,
উন্মাদিনী তটিনীর উন্মত্ত নর্ত্তন,
বম্ বম্ মহাশব্দ করে অবিরাম
বিষাণে ধ্বনিত যেন প্রলয়-তুফান।
প্রাণিহীন প্রকৃতির হুহুঙ্কার মাঝে
শূলী শম্ভু ব্যোমকেশ ধেয়ানে মগন ;
অচল আকার স্থির বাহ্যজ্ঞানহীন।
সহসা টলিল গুরু কৈলাস-আসন,
মস্তকে নড়িল জটা, ফণীন্দ্র-শ্বসনে
কটিতটে বাঘাম্বর হইল শিথিল,
নিদ্রা ত্যজি বৃষরাজ উঠিল দাঁড়ায়ে,
অম্বরে ভীষণ শৃঙ্গ করিল স্থাপন।
বিস্ময়ে আবিষ্ট আঁখি ঘূর্ণিত করিয়া
তুলিলা প্রলয় শূল চকিতে ঈশান।
কহিলা গম্ভীরে ;—"এ কি শব্দ আচম্বিতে
পশিল শ্রবণে মোর ? ঘোর কোলাহলে,
বিদারে নগেন্দ্র গর্ভ, জাগিছে অম্বর ;
যেন প্রলয়ের আবাহন শুনিবারে পাই !
তবে কি ব্রহ্মার সৃষ্টি র'বে নাক আর ?
তাই একি ঘোষিতেছে অনর্থ উৎপাত ?

তবে কি সংহার-শূল গর্জ্জিবে আবার ?
মিশাইবে ধরাকার জলবিম্বপ্রায় ?
অনন্ত প্রকৃতি গ্রন্থি ছিন্ন হ'য়ে যাবে ?
রেণু রেণু ভূমণ্ডল, প্রলয় বাত্যায়
উড়ে উড়ে দিগন্তরে যাইবে ভাসিয়া ?
সৃষ্টির উদ্দেশ্য তবে ছিল নাকি আর ?
ছিল নাকি বিধাতার ধ্যানের আকার ?
শুধুই কি ধ্বংশ তবে করি একাকার,
ভয়াল ভ্রূকুটীভঙ্গে রহিবে চাহিয়া ?
উপরে ত্রিশূল তার রুদ্র রোষভার
জ্বলি জ্বলি ধূম সহ করিবে উদ্গার !"
এত কহি মহেশ্বর শূল দণ্ড ধরি
দুর্নিরীক্ষ্য ভীমমূর্ত্তি করিলা প্রকাশ।
রুদ্র রবি প্রতিবিম্ব ভাসিল অম্বরে,
তুষার মণ্ডিত তুঙ্গ নগেন্দ্র শিরসে
দাঁড়ায়ে জ্বলন্ত অক্ষি হানিলা শূন্যেতে,
ছুটিল সে নেত্রদ্যুতি বিদ্যুল্লতা ধরি ;
জ্বলন্ত শিখায় যেন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড
পড়িল ঝাঁপায়ে, মেরুদণ্ড পরে
দুরু দুরু কেঁপে গেল মেদিনীমণ্ডল,
একেবারে স্তব্ধভাব অবনী অম্বর ;
নিস্তব্ধ সমীর সিন্ধু গম্ভীরপ্রকৃতি,

শুধু কোটী উল্কামূর্ত্তি, জ্বলিতে জ্বলিতে
শূন্য যুড়ি ধীরে ধীরে লাগিল বর্দ্ধিতে।

হেনকালে উপনীত কমণ্ডলুধারী ;
হেরিলা সভয়ে ভীমে সংহার আকার,
ভাবিলা প্রলয়ে বিশ্ব হবে ছারখার।
কহিলেন উচ্চে ;—

সম্বর সম্বর দেব সংহার মূরতি,
হও শান্ত কৃতান্তহারি,
ত্যজ ত্রিশূল জ্বালা, মুদ লোচন করালা,
তার ত্রস্তে ত্রিলোকধারি।
শুন মহেশ ভোলা, গলে ভুজঙ্গ দোলা,
কেন বরষে বহ্নি বিষ ;
প্রমথ লম্ফে, ধরণী কম্পে,
হের কাঁপি'ছে সর্ব্ব দিশ।
সিন্ধু উথলে, নগেন্দ্র টলে,
জলদ ঝঞ্ঝা উড়িল ;
আঁধার অম্বর, ইন্দু দিবাকর,
ধীরে ধীরে ধীরে নিভিল।
আরক্ত আঁখির, জ্বলন্ত উলকা,
কেবলি শূন্যে ছুটি'ছে,
সংহার উল্লাসে, অট্ট অট্ট হাসে,
আতঙ্কে পৃথ্বী কাঁপি'ছে।

সম্বর সম্বর, দেব, সংহার মূরতি
হও শান্ত কৃতান্তহারি,
ত্যজ ত্রিশূল জ্বালা, মুদ লোচন করালা,
তার ত্রস্তে ত্রিলোকধারি।
ব্রহ্মার প্রবোধ বাণী শুনিয়া তখন,
সরায়ে বিশাল জটা, চাহিলা মহেশ।
তড়িৎ প্রদীপ্ত অক্ষি, ধীরে ধীরে ধীরে,
ধরিলা প্রশান্ত ছটা শশাঙ্ক শোভার।
কহিলা গম্ভীরে তবে,—"ওহে পিতামহ!
কেন মম ধ্যান ভঙ্গ হ'ল অকস্মাৎ?
সহসা মস্তকে জটা উঠিল কাঁপিয়া?
ত্রিশূলের সর্পমুখ উঠিল জ্বলিয়া?
চৌদিকে অগণ্য কণ্ঠে শুনিলাম যেন,—
অপূর্ণ প্রকৃতি কায়, কর পূর্ণ তায়,
নতুবা অশান্ত ধরা কর চূর্ণ ত্বরা।
প্রলয়ের কোলাহল অশরীরী বাণী,
আকাশের প্রান্তে প্রান্তে লাগিল ছুটিতে,
অমনি সরোষে শীঘ্র উঠি শৃঙ্গোপরে,
সংহার মানসে চিন্তি হেতু কি ইহার।
বল বল পিতামহ কেন এ উৎপাত;
সুন্দর ধরণী একি মনের মতন
হয়নি তোমার? তাই বুঝি ধ্বংস এর

করিছ কামনা ? বল তবে, এইক্ষণে
ভস্মরাশি করি এই উদ্যত ত্রিশূলে
উড়াই ব্রহ্মাণ্ড রাজি। পারি না সহিতে,
নিতি নিতি এই জ্বালা ধ্বংস করিবার।
বার বার স্বজি পুনঃ আদেশ নাশিতে,
একি লীলা তব, ওহে দেব পদ্মযোনি।"

ব্রহ্মা। যা কহিলে সত্য ওহে মৃত্যুজয়ী দেব।
কিন্তু,—
কি সুন্দর মূর্ত্তিমতী নবীনা ধরণী,
হের এই দৃশ্যমান দৃশ্য মনোহর ;
চন্দ্র সূর্য্য আঁখি যার, ঘন কেশ জাল
চলন্ত মেঘের ঘটা বিস্তৃত বিশাল,
বনশ্রেণী করাশ্রয়ে রক্ষিত যতনে,
উন্নত উরজ ফুল্ল শিখরী সুন্দর ;
দুগ্ধধারা রূপে তায়, তরঙ্গিনী বয়
জুড়াইয়া জগতের তৃষিত অন্তর ;
ব্যথিবে হৃদয় এরে করিলে বিনাশ।
কিন্তু,—
ব্যাকুলিত চিত্ত মম হেরিয়া এখন
স্ফূর্ত্তি হীন স্নেহ শূন্য প্রকৃতি বন্ধন।
বিচঞ্চল ভূতকুল, উন্মত্তের প্রায়
ঘুরিছে অবনী শূন্যে আকুলিয়া দিশ ;

পীড়িত অন্তর মম তাই সর্ব্বক্ষণ।
জানিতে বাসনা এবে হেতু কি ইহার ;
কি উপায় এ উৎপাত হবে নিবারণ।
সুন্দর মালিকা গ্রন্থি, বিচ্ছিন্ন হইয়া
ইতস্ততঃ ফুলকুল বিক্ষিপ্ত হইলে,
অচিরে মলিন ভাব করয় ধারণ।
তেমতি এ বিশ্বগ্রন্থি হ'য়েছে শিথিল ;
সলিল, অনল, বায়ু পৃথিবী আকাশ
বিপর্য্যস্ত অনন্তের অসীম উরসে।
যোগীশ্বর,—
গাঁথিতে এ ফুলকুলে করহ উপায়,
নচেত অচিরে ধ্বংস হইবে সকল।

এতেক শুনিয়া তবে যোগেশ ঈশান-
ধরণী-হৃদয়ে শূল করায়ে প্রবেশ,
বসি পদ্মাসনে স্থির, অনন্ত ভুবন
হৃদয়ের মাঝে দেব করিলা ধারণ।
স্থির শান্ত দেহ যেন রজত শিখর।
নিস্তব্ধ পবন বেগ নিরুদ্ধ শবদ,
ব্রহ্মাণ্ডের রুদ্রবেগ হইল শিথিল,
সূর্য্য চন্দ্রমার গতি থামিল সহসা,
বিস্মিত নয়নে ব্রহ্মা কমণ্ডলু পাণি
অনিমেষ নেত্রদ্বয়ে রহিল চাহিয়া।

কতক্ষণে, ধীরে ধীরে মস্তকের জটা
উঠিল কাঁপিয়া। ঢুলু ঢুলু আরক্তিম
মেলিয়া নয়নদ্বয়, মৃদু হাস্য মুখে
কহিলা সম্ভাষি উচ্চে ব্রহ্মা কমলজে।

"যবে চণ্ডী মহাকালী দিলা, তিনজনে
তিন অধিকার ; সৃজন পালন আর
সংহার করণ।—দিলা ক্ষমতা তোমায়
সৃজিতে অনল ইন্দু দিকপাল যত,
হয় কি স্মরণ দেব, সেকালে তখন
বলিলেন মহাদেবী আর কোন্ শক্তি বিধি
হবে প্রয়োজন কহ বাঁধিতে ব্রহ্মাণ্ড ?
কহিলে তখন, সন্তুষ্ট জননী আমি
সকলি পেয়েছি দেবী চরণ কৃপায়।
মনে মনে হাসি দেবী হৈলা অন্তর্দ্ধান ;
এবে,
সেই শক্তি পিতামহ হ'বে প্রয়োজন ;
নতুবা ব্রহ্মাণ্ডে শান্তি নহিবে কখন,
চল যাই, যথা বিষ্ণু ক্ষীর সিন্ধুপরে
অযুত ফণীন্দ্র ছত্রে শোভেন সুন্দর,
তিন শক্তি সম্মিলিত না হ'লে, কখন
লভিবে না কৃপাবিন্দু জগত মাতার।"

তৃতীয় সর্গ।

জয় ক্ষিরোদ সায়রে অনন্ত শয়ন,
নবীন নীরদ শ্যাম ;
জয় কৌস্তভ ভূষণে, কমলা লাবণ্যে,
অখিল সুন্দর ধাম !
জাগ-জাগ-জাগ,
জগত জীবন রাম—
চাহ দীন জনে, কর অপাঙ্গে,
করুণা কণা দান !
প্রভু ডাকিছে চন্দ্রমা—তারকা, ব্যোম,
ডাকিছে সূর্য্য, ধরণী, সিন্ধু,
হাঁকিছে পবন, গাহে নবঘন,
নিঝরে ঝরিছে বরিষা বিন্দু।
জলদে ইন্দু সঞ্চারি—
ক্ষিরোদ-তরঙ্গে, জ্যোছনা খেলায়ে,
নয়ন মেল মুরারি !

শিব। শুন শুন কি মধুর গান ; কেবা ওই
ত্রিলোক সুন্দরী, যেন জগতের যত
শান্ত স্নিগ্ধ মৃদু হাস্যে রচিত কিশোরী।

নয়নে বয়ানে কিবা আলোক লহরী,
খেলিতেছে ঝলঝলে শীতল উজ্জল।
বিদ্যুত তরঙ্গে বিভা অকূল অপার,
জলধির জলরাশি করিছে প্রকাশ ;
ফণীন্দ্রের শতশিরে দীপ্ত মণিমালা,
উল্কাপ্রায় জ্ব'লে জ্ব'লে উঠিছে কেমন ;
অমনি চৌদিকে তার ঊর্ম্মিরাশি শিরে,
একেবারে কোটী কোটী জ্বলিছে মাণিক।
বল বল পিতামহ বিষ্ণু পদতলে,
কে গায় বিজলি বিভা ত্রিলোক-সুন্দরী ?

ব্রহ্মা। অসীম ব্রহ্মাণ্ড যবে হইল সৃজন,
অখিল পালন হরি—রক্ষিতে জগতে
নিত্য নব শোভা, পাদপ প্রসূন কান্তি,
সলিল অনল ছবি, রাখিতে অক্ষুণ্ণ ;
প্রকৃতির সুবিশাল অক্ষয় ভাণ্ডার,
করিতে রক্ষণ সদা—নবীন শোভায় ;
জড়জীবে সদানন্দ করিতে প্রদান,
সৃজিলা হৃদয় হ'তে সুবর্ণ আকার,
ও সুন্দর চারু মূর্ত্তি। কমলা বলিয়া
ডাকেন শ্রীহরি তাঁরে—আদরে সতত।
হৃদি পদ্মাশনে স্থান দিয়াছেন ওঁরে,
উনি কেশব রমণী।

শিব। প্রকৃতির কান্তি যদি অক্ষুণ্ণ শোভায়,
বিরাজে ব্রহ্মাণ্ড মাঝে—তবে কি কারণে
জগতের নিত্য গতি হইল শিথিল ?
হেন শক্তীশ্বরী যদি ওই মহাদেবী ;
কি শঙ্কা উদিল ওঁর কমল হৃদয়ে ?
করুণা করিয়া কেন ডাকেন কেশবে ?

ব্রহ্মা। সত্য বটে কমলার চিরহাসিরাশে,
প্রকৃতির শ্যামকায় নিত্য শোভাময় ;
কিন্তু
নাহিক সামর্থ্য তাঁর অচ্ছেদ্য বন্ধনে,
বাঁধিতে জীবের চিত্ত জড়ের হৃদয়ে।
হের ওই—
প্রসূনের প্রেমকান্তি চির শোভাময়,
নয়ন আনন্দময় কমলার ধন ;
কিন্তু—
শুধুই কি রূপ ওর সম্পত্তির সার
হইবে ধরণী মাঝে ? ওচারু বরণ
হইত অতুল্য, যদি থাকিত উহায়,
মানস প্রশান্তকারী কোন গুণ আর।
ফুটিবে না সেই গুণ কমলার বরে।
রবে না আদর ওর চিরদিন তরে।
তাই হের মহালক্ষ্মী চিন্তান্বিতা অতি,

স্তবে তুষ্ট করি দেব শ্রীবৎসলাঞ্ছনে,
বুঝি মাগিবেন বর, যাহে মিশে যাবে
প্রকৃতির প্রেমকান্তি পরাণীর প্রাণে।
হের পুনঃ কমলার নিত্য সহচরী,
সুচারু অঞ্জলি করি বেদনা জানান ;
প্রকৃতি উঁহার নাম, অসীম সৌন্দর্য্যে
ভূষিত ও বর বপু, ঐশ্বর্য্য আধার,
অনন্ত রূপিনী দেবী, সুমধুর স্বরে,
কমলার দুঃখে দুঃখী—ডাকেন কেশবে—
"আমি শূন্য প্রাণে শূন্য তানে,
আকাশে আকাশে ধাই ;
জানিতে বাসনা বিজন মরুতে,
মুকুতা কেন ছড়াই।
দূর দূর দূর, আঁধার—আঁধার—
অনন্ত কটাহ সীমা ;
অনন্ত তারা, অগণ্য প্রাণী
প্রকাশে তব মহিমা।
বল-বল-বল-শ্যাম—
এমন প্রাণী কেন না পাই ;
আমার গানে, ফুল্ল প্রাণে,
বিভোর রবে সদাই।
মোর নয়ন ধারে—তার হৃদয় সাথে,

তটিনী যাবে বাই।
এ প্রাণে সে প্রাণে,
মিলন হবে ;
নর নারী প্রাণে,
বাঁধন র'বে ;
ব্যাকুল বিরহ,
মলয় ববে ;
ছুটিবে আকুল তান।
বহিবে অনন্ত টান।
মধুর—মধুর—মধুর গান,
ঢালিব মন ঢালিব প্রাণ ;
চির রাত্রিদিবা—ববে প্রেম তুফান।
দূর নীলাকাশে যেন বিহঙ্গের গান,
গভীর কন্দরে যেন নির্ঝরিণী স্বর ;
তেমনি সে কমলার, শ্যাম প্রকৃতির,
উষার সমীর স্নিগ্ধ মৃদু মধু স্বরে,
হরষে বিহ্বল বিধি মৃত্যুঞ্জয় হর।
ধীরে ধীরে চতুর্ম্মুখ পঞ্চমুখ তবে,
উপনীত হইলেন শ্রীহরির পাশে।
তাঁহাদের আগমনে, কমলার স্তবে,
মেলিয়া সুপদ্ম আঁখি বসিলেন হরি।
মৃদুহাস্যে সম্ভাষিয়া বিধি মহেশ্বরে,

পরে কমলার পানে দৃষ্টি সুধা ঢালি,
কহিলেন সুধাস্বরে পিতাম্বর ধারী—
"কমলে—
আনন্দে তব কে দিল ব্যাঘাত ?
চিরানন্দময়ী তুমি—তোমার কিরণে,
ধরণী আনন্দময়ী মানস রঞ্জিনী।
কি হেতু কমল নেত্রে ঝরে নিরঝর ?
কাতর ও মুখ হেরি আকুল অন্তর।"

লক্ষ্মী। প্রভো—
দিয়াছ দাসীরে তব অতুল্য বৈভব ;
বিশাল ব্রহ্মাণ্ড এই ভাণ্ডার আমার,
সাজায়েছি থরে থরে যত দ্রব্য চয়ে ;
রঞ্জিয়াছি মনোহর বরণ বিমলে ;
হেরিলে নয়নে যেন জ্যোছনা খেলায়।—
কিন্তু দেব—
কিবা কার্য্যে এই সব হইল সৃজন ?
দেখিবার তরে শুধু জনম এদের ?
হেরিনা জীবের সনে জড়ের বন্ধন !
মনোহর ফুলকরে আঁখি বিনোদন,
ধেয়ে যায় জীবকুল, তুলে লয় তায়,
মুখে রাখে, চেয়ে দেখে, শির-শোভা করে,
ক্ষণপরে মুখ ভারে দূরে ফেলে দেয়।

নৃত্য করে তরঙ্গিনী পাহাড় প্রান্তরে,
নিরমল স্বচ্ছজল হেরি প্রাণীগণ,
ডুব দেয়, শিরে ঢালে, পিয়ে কতখানি ;
পুনঃ,
বিকৃত করিয়া মুখ উগারয় পানি।
সূর্য্য করে ধরা দেহ দগ্ধ হয়ে যায়,
চন্দ্রকরে জীবকুল শীতে জমে যায়,
আগুন সতত উগ্র-শিখা তুলে ধায়,
সুবর্ণ বিহঙ্গ করে কর্কশ চীৎকার,
নারী চায় পতি পানে ঘোর অবজ্ঞায়,
পিতা পুত্র, ভগ্নী ভ্রাতা, আত্মীয় স্বজন,
কেহ নাহি কারে চায় সবে মুগ্ধ মন ;
শুধু চায় চলে যায় যেন কেবা কার।
ক্ষুধায় আকুল শিশু করিছে ক্রন্দন,
জননী বিস্মিত আঁখি চেয়ে শুধু রন।
প্রভু—
সকলি জগতে আছে নাই যেন কি,
তাহারি অভাবে যেন সকলি অলিক।
আছে রবি, শশধর, দিবা, অন্ধকার,
তবু কিছু নাই যেন সব একাকার।
দূর দিগন্তের পানে হেরি চারিধার,
কি এক নীরব রব করে হাহাকার।

হে দেব, দাসীরে দেছ সকল সম্পদ,
কি অভাবে ভাবি সব বালাই আপদ ?
দয়াময়, কর দয়া দুঃখিনীর প্রতি,
ঘুচাও বিশ্বের, প্রভু, দুরন্ত দুর্গতি।
শুনি কমলার বাণী চিন্তিত শ্রীহরি।
হেনকালে বিদারিয়া নীল নভস্তল,
পঞ্চ জ্যোতিরেখা, দ্রুত উন্মাদের প্রায়,
কাঁপাইয়া কোটী কোটী প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড,
দীর্ণ কণ্ঠে, তীব্র স্বরে, চীৎকারিয়া ধায়—
"ভেঙ্গে চুরে ওরে চারে হৃদয়,
রেণু রেণু হ'য়ে মিশাও শূণ্যে ;
জ্বলরে জ্বলরে জ্বলরে শিখা,
কাট বিভীষণ তপ্ত পরিখা,
ধূ-ধূ-ধূ-শব্দে ব্যাপরে নভঃ ;
কর ভস্ম ত্বরা কররে সব।
ধাওরে ধাওরে বধিরিয়া কান,
প্রলয় হুঙ্কারে বহরে তুফান,
যেখানে যা আছে উড়ায়ে ফেল ;
ভাঙ্গিয়া ব্রহ্মাণ্ড খেলরে খেল।
দূর দূরন্ত ব্যাপিয়া থাক,
হৃদয়ে কার না চিহ্ন রাখ ;
শূন্য শূন্য—কেবলি রহিবে,

কিছুরি রেখা কোথা না দেখিবে।
নাই—নাই—নাই—কিছুই নাই,
নাই রে বাসনা নাই রে কামনা ;
যাই—যাই—যাই—চলরে যাই
যা মনে করেছি পূরাব তাই,
দেখি তায় শান্তি পাই কি না পাই।"
ছুটিল ভূতের দল,
গর্জ্জিল জলধি জল,
খসিল তারকা ভাতি চারি দিক যুড়িয়া ;
হুড় হুড়ে হিমগিরি পড়িল রে খসিয়া।
বহিল বায়ুর দল,
টলিল ধরণী তল,
ছুটিল অশনি অগ্নি কড় কড়ে ডাকিয়া ;
বিদ্যুতে বিশাল বিশ্ব উঠিল রে জ্বলিয়া।
কি এক প্রকাণ্ড কাণ্ড,
করি বিশ্ব লণ্ড ভণ্ড,
নৃত্য করে এলোচুলে ঘন ডাক ডাকিয়া,
যায় যায় রসাতলে যায় বিশ্ব ডুবিয়া।

চতুর্থ সর্গ।

ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রে বসি, বিধি হরি হর,
চৌদিকে প্রলয় নৃত্য করে ভয়ঙ্কর,
বিস্মিত স্তম্ভিত তিন মূর্ত্তি মনোহর,
রাখিতে সুচারু সৃষ্টি হইলা তৎপর ;
গাড়িলা প্রলয় শূল দেব মহেশ্বর,
কম্প বিরহিত ধরা হইল সত্বর।
ঊর্দ্ধ মুখে পাঞ্চজন্য বাজাইলা হরি,
নিরবিল মহাশঙ্খ দিক স্তব্ধ করি।
তুলিয়া দক্ষিণ কর কমণ্ডলু পাণি,
নিজ কক্ষে গ্রহগণে রাখিলেন আনি ;
প্রকৃতির উল্কা বুক করিতে শীতল,
আরম্ভিলা ঘোর তপ দেবেন্দ্র সকল।

অনন্তের দীপ্ত শিরে, দেব নারায়ণ,
বসিলেন যোগাসনে। জ্বালি হুতাশন,
পশিলা তাহার মাঝে বিধি পদ্মাসন ;
চারিদিকে অগ্নিশিখা পরশে ললাট,
সর্পমুখ শূলপরে, শূন্যে ভর করি,
যোগেশ ঈশাণ যোগে হইলা তৎপর।

প্রলয়ের স্তব্ধ মূর্ত্তি হেরিল প্রকৃতি,
ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রে হয় ঘন প্রতিধ্বনি,
নীরব নিস্পন্দ ভীত যত চরাচর।
ছুটিতে উন্মত্ত বেগে, ভীম প্রভঞ্জন
থামিল সহসা। অর্দ্ধপথে গ্রহকুল,
গতিহীন হয়ে সবে লাগিল ঘুরিতে।
ধূমকেতু ভীমগতি হইল সিথিল।
সমুদ্র মেঘের কণ্ঠ হইল নিরব
অর্দ্ধপথে বরিষার বিন্দু শুখাইল
কলরবে কল্লোলিনী ছুটিতে ছুটিতে,
উজানে প্রবাহ তার ভাসাল দুকুল
লুকাইল নির্ঝরিণী পাষাণ প্রাকারে।
বিহঙ্গ গুটায়ে পাখা বসিল শিখরে।
ভীষণ বারণ, ব্যাঘ্র, কেশরী, গণ্ডার,
দাবানল ভাবি সবে বনান্তরে যায়।
মহেশের জটাজাল উঠিল ফুলিয়া,
আচ্ছাদিয়া দিকদশ করিল আঁধার।
ব্রহ্মার তপাগ্নিশিখা ভেদি ভীম জটা,
প্রদীপ্ত ছটায় ছুটে গগনমণ্ডলে ;
অরণ্য আঁধারে যেন দাবাগ্নি জলিল।
নারায়ণ পদতলে দ্রব হুতাশন,
অগ্নি তরঙ্গিণী গঙ্গা গরজি বহিল,

থেকে থেকে দপ্ দপ্ জলে শূল দণ্ড,
ধূমরাশি উগারিয়া ব্যাপিল ব্রহ্মাণ্ড ;
মুহুর্ম্মুহু গর্জ্জি উঠে প্রলয়-বিষাণ,
পাঞ্চজন্য ঘোর ধ্বনি হয় সাথে সাথে,
ব্রহ্মা-কমণ্ডলু-বারি ফুটিয়া উঠিল,
শত-সূর্য্য-দীপ্তি ধরি ঝরে জলকণা।
আচম্বিতে—

অগণিত অশনির জিনি ঝন্‌ঝনি
বিদীর্ণ বিমান পথে জ্বলিল আলোক ;
মহাতেজে তমোরাশি অনন্তে ঠেলিয়া
স্নিগ্ধোজ্জ্বল প্রভাময়ী উদিল মূরতি।
ম্রিয়মাণ ব্রহ্মাণ্ডের জ্যোতিষ্ক মণ্ডল,
প্রদীপের বিন্দু যথা মার্ত্তণ্ড ছটায় ;
রাজরাজেশ্বরী-ছবি শোভিল অম্বরে।
শুভ্রকায় চারি করি ঢালে দুগ্ধনীর,
ক্ষীরোদ সমুদ্র যেন ঢালিতেছে ক্ষীর ;
উজ্জ্বল মুকুটে শিরে চমকে বিদ্যুত্,
শতকোটী চন্দ্রমার জ্যোছনা ছানিয়া
অমল ধবল বিভা প্রকাশে আকাশে ;
চরাচর সুধাধারে হইল বিকল।

সচকিতে তিন জন তুলিলা বদন,
ভক্তিতে নিস্তব্ধ স্থির দেবী মুখ চাহি

রহিলা অঞ্জলি করি। দেখিতে দেখিতে
তিনটি ললাটে দীপ উঠিল জ্বলিয়া,
ছুটিল ত্রিশক্তি ভেদি ত্রিমূর্ত্তি ললাট,
দেবীর ললাট নেত্রে হইল মিলিত।
অমনি অসীম শূন্য হ'ল জ্যোতির্ম্ময়,
মার্ত্তণ্ডমণ্ডল প্রায় ভাতিল ব্রহ্মাণ্ড।
দেখিতে দেখিতে জ্যোতি ক্রমে ক্ষুদ্রকায়।
হেরিলেন বিধি, বিষ্ণু, ভোলা মহেশ্বর,
দেবীর ললাটে শোভে অপূর্ব্ব প্রতিমা ;
শুভ্র তুষারের যেন মূর্ত্তি মনোরম,
ভানুতেজে ঝলকিছে দরপণ সম।
কহিলা ঈশ্বরী,
"হের মূর্ত্তি মহিমার ত্রিলোকধারিণী।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের ত্রিশক্তি মিলনে,
বিরচিত পূতছবি ;—উহাঁরি ইঙ্গিতে
এবে ব্রহ্মাণ্ডের নিত্যগতি হইবে চালিত।
কমলার স্নিগ্ধ আঁখি দৃষ্টি সুধাধারে,
বিরাজিবে সৃষ্টিমাঝে নিত্য নব শোভা ;
অক্ষয় ভাণ্ডারে পূর্ণ রহিবে সকল।
বীণাপাণি বীণাগানে মোহিয়া অখিল,
স্বকার্য্য সাধনে সবে প্রবৃত্ত করিবে,
ধরণীর শোক তাপ ঘুচিয়া যাইবে ;

মিলিবে অজড় জড় প্রাণের বন্ধনে।
পূর্ণ মনস্কাম,—পূজ মূর্ত্তি মহিমার।”
এত কহি মহাদেবী হৈলা অন্তর্দ্ধান,
বিদ্যুত্ চমকি যেন লুকাইল মেঘে।
বিধি বিষ্ণু মহেশ্বর হরষে বিহ্বল,
হেরিছেন দূর শূন্য নির্ম্মল উজ্জ্বল।
ফুটিতেছে থরে থরে শত শতদল,
বীণা হাতে বীণাপাণি শোভিছেন তায় ;
ঝলকিছে দেহপ্রভা গগনের গায়।
ধীরে ধীরে প্রভাময়ী নিম্নে অবতরি,
ত্রিমূর্ত্তি সকাশে আসি হইলেন স্থির ;
বিনম্র বদনশশী, ঈষত্ গম্ভীর।
আশীষিলা তিনজনে প্রফুল্ল অন্তরে।
তবে পদ্মাসন ললাট বিদারি,
প্রকাশিলা বেদ অনুপম চারি,
বীণাপাণি-করে দিলা ;
পবিত্র সুষমা বিশ্বে নিরুপমা,
জ্ঞানী মুখশোভা লাবণ্য গরিমা,
জগত মাতান সুমধুর স্বর,
অতুল্য ভাবের মাধুরী নির্ঝর,
নারায়ণ সমর্পিলা।
বিষাণে আকাশ করিয়া ধ্বনিত,

হর্ষে মহাকাল হ'য়ে আন্দোলিত,
করিলেন বরদান ;—
"ভূত ভবিষ্যত্ আর বর্ত্তমান,
তব সেবকের সকলি সমান,
কালের প্রভাব হবে তিরোধান,
ব্রহ্মাণ্ড বিজয়ী সহ কীর্ত্তি গান
উড়িবে তব নিশান।"

পুনঃ,
মনেতে বিচারি কমণ্ডলুধারী,
দীর্ণ করিলা হৃদয়তল ;
উঠিল নারদ প্রেমেতে পাগল,
করে ত্রিতন্ত্রী শোভিত ;—
কি শান্ত মূরতি, শ্বেত শ্মশ্রু দোলে,
হেরে বীণাপাণি গগনের কোলে,
ভক্ত হৃদয় মোহিত।
ঊর্দ্ধ নেত্রে ঝরিছে নীর,
স্বর্ণ কায় মূরতি ধীর,
ভাবে হিয়া স্তম্ভিত।
কহিলেন চতুর্মুখ মানস তনয়ে,
"ওই তব মহাদেবী—ওঁরি আজ্ঞা ল'য়ে,
গভীর ত্রিতন্ত্রী তানে মোহিয়া সংসার,
জগতে বাণীর পূজা করহ প্রচার।"

এত কহি বিধি বিষ্ণু ভোলা মহেশ্বর,
আশীষি দুজনে শূন্যে হইলা মগন।
থেকে থেকে শুনা যায় মহাশঙ্খ স্বর,
ত্রিশূলের অগ্নিশিখা ভাতিছে গগন।
ব্রহ্মার বিশাল শ্মশ্রু শুভ্র ঘনবর,
অসীমের অন্ধকারে হ'ল নিমগন।

পঞ্চম সর্গ।

সুদূর নীলিম গগন বিদারি,
জ্যোতির মণ্ডল উঠিল ফুটে ;
ঘুরিতে ঘুরিতে শত শতদল,
নভ নীল কোলে হাসিয়া ওঠে।
আহা মরি ওই ত্রিদিব জ্যোছনা,
তুষার কুসুম বিশদবরণা,
বীণা করে ধরি প্রফুল্ল নয়না,
ধীরে ধীরে ধীরে ভাসিয়া চলে।
ঢল ঢল ঢল আঁখি নীলোত্পল,
বিশদ আভায় বদন বিমল,
ভাসে শ্বেতাঞ্চল, আলোক উজ্জ্বল
দিগন্তের কোলে পড়িছে টলে ;
ধীরে ধীরে ধীরে শোভাময়ী বালা,
মেঘে মেঘে মেঘে ছড়াইছে আলা,
শতদল দল চরণ যুগল
মধ্য শতদলে হইল স্থির,—
অমনি চৌদিকে নলিনীর দল,
ঢল ঢল ঢল ঘুরে অবিরল,

গুন গুন রবে উড়ে অলিদল,
হাসিয়া উঠিল হিমাদ্রি-শির।
আহা মরি মরি—
কিবা শোভা ধরি,
নীলাম্বু অপার উরস উপরি,
ঢলিয়া পড়িল উজল ছবি—
নীল জলে যেন উদয় রবি!
স্তব্ধ দশদিক বায়ু পারাবার,
কেবলি নীরবে ধ্বনিছে ওঙ্কার,
হেনকালে উঠে মৃদুল ঝঙ্কার,
বাজিল বীণা বীণাপাণি-করে—
অমনি শূন্যে সুধারাশি ঝরে।—
ক্রমে ঘন ঘন কাঁপিল সুতার,
উথলি উঠিল সুর পারাবার;
লহরে লহরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া,
ছুটিয়া যায় মধুর তান—
বীণাপাণি সুখে গাহিল গান।
শিহরি উঠিল অনন্ত ভুবন,
বিস্মিত প্রকৃতি উর্দ্ধ নয়ন!
নাচিতে লাগিল উন্মত্ত নারদ,
দেহ থর থর ভাবে গদ গদ;
আনন্দে আঁখি মুদে ধরিল গান,

তরঙ্গে বাণীকণ্ঠে ছুটিল তান।
থর থর থর কাঁপিছে সুতার,—
দূর দূর অনন্ত পথে
ছুটিয়া যায় মধুর গান—
গ্রহের মণ্ডল পরশি সবেগে,
আরও দূরে অধীর তান—
উথলি উঠিছে কাঁপায়ে বিমান।
হের হেন কালে,
নেচে তালে তালে,
হরষে ষড়্ঋতু দাঁড়াল আসি,
সতত নব ভাব দামিনী হাসি ;
এল নবীন নব রস রাগিণী আদি,
ভুবন সুন্দরী প্রকৃতি প্রতিমা,
ঘেরিল চৌদিকে নয়ন ধাঁধি।
সহসা উজল অবনী বিমল
হইল পবিত্র আলোকে,
তড়িত লহরী নব রস রঙ্গে
নাচিল ভূলোক দ্যুলোকে।
উন্নত তুষার অমিয় ভাণ্ডার,
বীণাপাণি হিয়া হইল বিদার,
প্রকাশিল এক ছবি করুণার,
হেরিয়া সকলে চমকি চায় ;

শ্রীবাল্মীকি কবি জগতে বিখ্যাত,
আদরে সারদা বসা'ল তায়।
দেখিতে দেখিতে পুনঃ আচম্বিতে—
করে করে ধরি,
দ্বৈপায়ন সঙ্গে,
দাঁড়াল সম্মুখে বীরত্ব ছবি ;
বক্ষ সুবিশাল অন্ধ কবি।
তখনি বিস্ময়ে বিস্ফারি নয়ন,
হেরিলা প্রকৃতি মোহেতে মগন ;
বীণাপাণি কোলে,
দুটি শিশু দোলে।
আদরে চুম্ব বরষে বাণী,
হরষে ফুল্ল শিশুর প্রাণী ;
যমজ দুটি কুসুম রতন,
হেসে কুটি কুটি মায়ের কোলে ;
মুখে মুখে চেয়ে তালি দিয়ে দোলে।
কাড়াকাড়ি করে উরজ ক্ষীর,
পিয়িছে দুজনে হর্ষে অধীর ,
শিশু দুটি কোলে হাত বাড়ায়ে,
মায়ের বীণাটি কাড়িয়া নিল ;
দুইটি কমল হাসে খল খল,
হেরিয়া মোহিত ভুবন সকল।

সহসা নিস্তব্ধ হইল প্রকৃতি,
প্রকাশিল দুই গম্ভীর আকৃতি ;
আতঙ্কে ভুবন কাঁপিছে প্রাণে,
জোহনা মিণ্টন ডান্‌টি নামে।
আবার আহ্লাদে শুনিলা সকলে,
মধুর মধুর সুরব উছলে,
যমুনা কুঞ্জ ভরিয়া ;
কবি বিদ্যাপতি বড়ু চণ্ডীদাস
জয়দেব সাথে হাসে মধু হাস,
হৃদয় প্রাণ খুলিয়া।
তুলসীর মালা গলে দলমল,
আসে কবি তুলসীদাস ;
ভক্তি-প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে,
আসে প্রসাদ কাশীদাস।
পাপিয়ার স্বরে সুধা বরষিয়া,
উদিল ভারত চাঁদ ;
শ্রীকবিকঙ্কণ মধুর সুছন্দে,
ছাইল করুণা-ফাঁদ।
গভীর ঝঙ্কারে গাইতে গাইতে,
আইল মধুসূদন ;
নব রস রঙ্গে তরঙ্গ তুলিয়া,
হের বঙ্কিমে হাস্ত বদন।

সারি সারি সবে বাণীরে ঘেরিয়া,
ধীরে চারি ধারে দাঁড়াল আসিয়া।
হেরি পুত্রগণে আনন্দে বাণীর,
গণ্ড বাহি ধীরে ঝরে আঁখিনীর ;
স্নেহেতে সবার মু’খানি তুলিয়া,
আদরে চুমিয়া রহে নিরখিয়া।
অপরূপ শোভা গগনে হেরিয়া,
উল্লাসে প্রকৃতি উঠিল নাচিয়া ;
ঋতুকুলরাজ বসন্ত আপনি,
পল্লব প্রসূন দুলাল তখনি ।
বাণীরে ঘেরিয়া শুভ্রফেনা ভঙ্গে,
ফুলকুলমালা দুলে কত রঙ্গে,
কুহু কুহু রবে কোকিলা গায়,
ভ্রমর ভ্রমরী ঝঙ্কারে ধায়,
খঞ্জন খঞ্জনী নাচিয়া যায়,
কুলু কুলু রবে বাহিনী বায়,
হইল অপূর্ব্ব দেখিতে ;
হেরিছে ব্রহ্মাণ্ড চকিতে ;
নিমেষে আকাশে নিকুঞ্জ দোলে,
কবি বিহঙ্গ মধুরে বোলে।
মৃদুল পবন প্রমোদে মাতিয়া,
সুরভি নিশ্বাসে যাইছে বহিয়া

ভরিয়া চিত্ত পুলকে ;
সুবিমল বিভা ঝলকে বদনে,
আনন্দ চপলা সদাই চঞ্চলা,
নাচায় বিশ্বে পলকে।
চন্দ্রমাশালিনী মধুরহাসিনী,
যামিনী সেথা শোভিত ;
শীতল উজ্জ্বল সবিতা-কিরণ,
হয়েছে তায় মিলিত।
তবে আনন্দে অধীর প্রাণী,
উন্মত্ত নারদ জ্ঞানী,
ধরিল তুম্ব হেলায়ে শির ;
মহাব্যোম-পথ,
করিয়া জাগ্রত,
গায় সুগম্ভীর।
"নিনাদি অম্বর চূর্ণি ভূধর,
কেন হে ধাইছ, ভূতেশগণ—
নিবার নিবার উল্কা আবেগ,
আদিকবি-গান কর শ্রবণ।
জাগ ছয় ঋতু জগত জুড়িয়া,
সাজ রে প্রকৃতি ফুল্ল ফুলে ;
গাও ভূতগণ, বহ্নি পবন,
অবনী অম্বর নীলাম্বু-কূলে।

তটিনী তরঙ্গে, কবি রস ভঙ্গে,
নব রস রঙ্গে ভাসিয়া চল ;
বম্ বম্ বম্ হর হর তান,
শুন শুন সবে বাণী-গুণ গান।
এস রে এস রে, ভূতেশদল,
হৃদয়ের জ্বালা ঘুচিয়া যাবে ;
বিমল আনন্দ পরাণে পাবে।
নিনাদি অম্বর চূর্ণি ভূধর,
কেন হে ধাইছ, ভূতেশগণ,—
নিবার নিবার উল্কা আবেগ,
আদিকবি গান কর শ্রবণ।”
তবে
বাণীর আদেশে শ্রীবাল্মীকি কবি,
ধরিলা গান হইয়া থির ;
রোমাঞ্চ কায় নয়নে নীর।
যবে
লক্ষ্মণ ত্যজি অযোধ্যা পুরী,
সরযু কিনারে চলিয়া যায় ;
রামহারা হ’য়ে উদাস হৃদয়ে,
রাম রাম স্বরে কাঁদিয়া গায় ;
সে গান কবি গাইতে লাগিল,
অসাড় ধরণী নীরবে শুনিল।—

গীত।

বহ বহ প্রবাহিণি অনন্ত প্রবাহে—
কলরবে রাম রাম,
গাও ভরি মন প্রাণ—
গাও গাও যত কাল র'বে সূর্য্য শশী ;
ফেল ধুয়ে মানবের হৃদয়ের মসী !
বিহঙ্গ, মধুর স্বরে,
আকাশ প্লাবিত করে,
গাও গাও রাম নাম—
ঢাল ঢাল সুধা স্বর ;
ছুটে ছুটে গাও গান,
ঝর শূন্যে নিরঝর ;
সিক্ত কর মরু প্রাণ,
পতিত প্রান্তরে !
রাম রাম ধ্বনি উঠ,
অন্তরে অন্তরে !
ধরণি, বিদায় দাও সুমিত্রা-নন্দনে,
পবন, বহ না আর এ পাপ জীবনে ;—
গোমতি, করিয়া কোলে,
লক্ষ্মণেরে লহ তুলে ;
রামহারা আত্মহারা আমি যে এখন,
এসেছি তোমার জলে জুড়াতে জীবন !

সীতারাম সুধানাম,
বিনা নাহি জানিলাম—
এবে অন্তকালে সেই নাম,
গাও গাও প্রবাহিণি!
আহা শুনে নাম সীতারাম,
ভেসে যাব তরঙ্গিণি।
ভেসে যাব নেচে নেচে সীতারাম কোলে,
পড়ে রব মহানন্দে সে চরণ-তলে!

ধীরে ধীরে বয় সে গীতধারা,
হইল ভুবন শোকেতে হারা,
শত নেত্রে নীর ঝরিল;
উচ্ছ্বাসে তুফান ধরণী-সীমায়,
পাগলের পারা করে হায় হায়,
হৃদয়ের শ্বাস রুধিতে নারিয়া,
ঘন শ্বাসে সিন্ধু উঠিছে ফুলিয়া,
হিমাদ্রি হিয়া ফাটিল।
করুণা ধারায় ধরণী প্লাবিয়া,
করুণার গান ছুটিল—
দ্রবিল পাষাণ, নিভিল অনল,
টলমল ধরা ঢুলিল।
সে মর্ম্ম রাগিণী শূন্যবাহিনী,

পশিল বৈকুণ্ঠ-ধামে ;
দ্রব ভগবান ঝরিল নয়ান,
কৈলাসে চঞ্চল যোগীন্দ্র ঈশান,
থর থর কম্প প্রাণে ;
ধীরে স্বয়ম্ভূ মুছিলা আসার,
জানিয়া সকল ধ্যানে।
রাজরাজেশ্বরী আকাশে—
উদিয়া সহসা আশীষে কবিরে,
ধরা চায় ঊর্দ্ধশ্বাসে।
কহে "ধন্য, কবি, করুণার ছবি
দেখালে, শুনালে মরম রোল ;
তব, সুস্বর তরঙ্গে, হের গো কি রঙ্গে,
জাগে ধরা-অঙ্গে কি কল্লোল।
যতকাল রবে মানবের জাতি,
যতকাল রবে রবি শশী ভাতি,
তত কাল, কবি, র'বে তব খ্যাতি ;
তোমারি কণ্ঠে কণ্ঠ মিলায়ে,
কবিকুল ভবে রহিবে মাতি।—
তব কণ্ঠ ধ্বনি সীতারাম,
গাবে দেব নর অবিরাম।
হের, অখিল ভুবন হ'ল উতরোল,
বহিছে ব্রহ্মাণ্ডে করুণা-হিল্লোল।

ধরণী ধন্য,
তোমারি জন্য
হইবে—
অতি পবিত্র ;
কবিতা-উৎস,
খুলিবে।"
এত কহি দেবী হইল মগন।
প্রতিধ্বনি বালা,
শুনাতে বারতা,
দিকে দিকে, বেগে, করিল গমন।

ক্রমে ধীরে ধীরে আদিকবি গান,
হৃদয়ের মাঝে হ'তে সমাধান,
গরজি উঠিল কাদম্বিনী ;
হাসিল উল্কা দামিনী।
কোদণ্ড টঙ্কারে, অসি ঝন্ ঝনে,
গায় দ্বৈপায়ন, অন্ধ কবি ;
দুটি মূর্ত্তি যেন জ্বলন্ত রবি।
হেরে আতঙ্কে ত্রিলোক, মানস-নয়নে
গভীর গভীর কেশরী গর্জ্জনে
বলীন্দ্র পাবনী ধরি দুঃশাসনে,
নখে দীর্ণ তার করিছে হিয়া ,

বিকট বদনে বিদ্যুত্‌ হানিয়া,
পিয়িছে রুধির অঞ্জলি করিয়া,
রক্তে রাঙ্গা ধরা উঠে শিহরিয়া।
হোথায় ভীষণ ক্রুদ্ধ অকিলিস্‌,
দম্ভোলি হুঙ্কারে কাঁপাইয়া দিশ,
ত্রিদশ রবির পদ বিদ্ধ করে ;
ভ্রমিছে আকর্ষি প্রভঞ্জন বেগে,
ছিন্ন মাংস রহে ধরা-অঙ্গে লেগে,
পূরিছে ত্রিলোক ঘন হাহা স্বরে।

আচম্বিতে বয় শীতোষ্ণ পবন,
উঠে মৃদু মন্দ গুরু গুরু গরজন,
সকলে বিস্ময়ে তুলিয়ে নয়ন,
হেরে ঘনঘটা অম্বরে ;
আসে প্রশান্ত গভীর ছায়া,
ঢাকে বিশাল ধরণী কায়া,
নেচে ময়ূরিণী বিহরে।
ঘন মেঘমন্দ্রে ধরণী কাঁপে,
হুহু হুহু বায় সঘনে দাপে,
জগতের আঁখি উর্দ্ধে উঠিছে,
ধীরে বিন্দু বারি ঝরে ;
গুরু গুরু মেঘ ডাকিয়া উঠিছে,

প্রাণে প্রতিধ্বনি অমনি জাগিছে,
সঘনে নিশ্বাস নীরবে উঠিছে,
উচ্ছ্বাসে সমীর মরমে পশিছে,
বিরহ বিষাদ-স্বরে।
নিরখি নিরখি সে বর্ষাছবি,
শুনিলা সকলে অধীর সুর ;
শিশু-করে এক বাজিছে বীণা,
তাই শুনে মেঘ গগনে দূর।
জলদ-নিনাদে হৃদয়ের গান,
উথলি উঠিছে ব্যাপিয়া বিমান ;
শত মেঘমন্দ্রে শূন্যে যেন,
ঝম্ ঝম্ বর্ষা বর্ষে যেন।
গভীর গভীর শুনি আবাহন,
দ্রুতগামী মেঘ দাঁড়ায়ে নভে ;
শুনিছে আগ্রহে প্রাণের বেদন,
শিখরী শৃঙ্গ অধীর সে রবে।
আষাঢ়ে অম্বরে বিরহের গান,
শুনি মেঘদূত তুলিল তুফান,
সাথে সাথে উঠে জগতের প্রাণ,
বিরহিণী কাছে ধাইল ;
সুর নরাঙ্গনা জাগিল।
ঘন কণ্ঠে স্নিগ্ধ হৃদয়ের গান,

শুনি যক্ষবালা সজল নয়ান,
চমকি ঊর্দ্ধে চাহিল ;
প্রাণেশের কণ্ঠ বিরহ বিধুর,
শুনি বালা স্থির স্নিগ্ধ মধুর,
উদ্দেশে দূতে নমিল।
পুনঃ কাদম্বিনী অধীর হ'য়ে,
সে গভীর গান হৃদয়ে লয়ে,
গম্ভীরে অম্বরে গাইল ;
নভে বিরহ তরঙ্গ তুলে,
দূর ব্রহ্মাণ্ডে হৃদয় খুলে,
দশ দিক অন্ত পূরিল।
ত্রিকাল ব্যাপিয়া ত্রিলোক মিলি,
সে মহারাগিণী গায় ;
সে ধ্বনি শুনিয়া মুগ্ধ সকলে,
ওই বিরহিণী প্রায়।

(হের শিশু অন্য ধরিল বীণা,
অহো নিদ্রামগ্না ডিস্‌ডেমিনা,
আঁধার গৃহ করিয়া আলা ;
যোড়শী রূপসী মাধুরীমালা,
নিমীলিত আঁখি মদিরা ঢালা,
তুষার শুভ্র সরলা বালা।

মিটি মিটি দীপ জ্বলিছে কেমন,
পার্শ্বে হের পতি উন্মত্ত ভীষণ,
করে ঝক্ মক্ জ্বলন্ত অসি ,
প্রেয়সী-প্রণয়ে হ’য়ে সন্দিহান,
ঘূর্ণিত নয়ন কৃশানু সমান,
হেরে শয্যাশায়ী গরল শশী।
সন্দেহ-দোলায় ঢুলিছে মন,
কভু বা চুমিছে শান্ত বদন,
হেরি মূরতিমতী সরলতা ছবি ;
কভুবা গরলে ভরিছে চিত্ত,
ছাড়ে কালশ্বাস ভীষণ ক্ষিপ্ত,
দগ্ধ করিছে শশাঙ্ক সবি।
আতঙ্কে বিবর্ণ হেরিছে বালা,
পতির নয়নে অনল জ্বালা,
কাতরে ভিক্ষা মাগিছে প্রাণ ;
অহো! নাহি দয়া মায়া কঠিন আত্মা,
গরজি উঠিল ভীষণ বাত্যা,
আতঙ্ক নদে ডাকিল বান—
শিরায় রক্ত বহে উজান।
হায় রে প্রলয় গরজে ভীষণ,
চকিতে দীপ্ত বিদ্যুত্ বরণ,
কঠিন মৃত্যু উল্লাসে ছুটে ;

আহা চকিতে ছিন্ন শতদল হার,
কঠিন হ'ল আঁখিজলধার,
রক্ত শতদল ফুটিয়া উঠে,
অট্টহাসে প্রেত হুঙ্কারি উঠে।

ওকি! হের হের ওই ভীষণ কম্প,
সাগরে মেদিনী দিতেছে লম্ফ,
মেঘে তড়িল্লতা নাচিল ;
নিরাশা—নিরাশা—নিরাশা ভীষণ,
ঘুরে ওথেলোর উন্মত্ত নয়ন,
অনুতাপনল জ্বলিল।

মেঘ হ'তে বজ্র ছিঁড়িয়া আনিছে,
সবলে স্ববক্ষে হুঙ্কারি হানিছে,
চিরি চিরি অঙ্গ তপ্ত বৈতরণী
মিশায় রুধিরে, ফাটিছে ধমনী,
নাসায় গন্ধক শ্বসিছে ;

শত সাঁড়াসির তীক্ষ্ণ টানাটানি,
মরমের মাঝে করে হানাহানি,
কোটী খণ্ডে দীর্ণ হৃৎপিণ্ড করে,
জ্বলন্ত নরক জড়াইয়া ধরে,
তপ্ত সিন্ধু মাঝে ডুবিছে।

উঠে ঘন হাহা-শ্বাস বাসুকি নিশ্বাস,

শুষ্ক জলদের অশনি উচ্ছ্বাস,
ওই—ওই—বক্ষ ফাটিয়া গেল ;
উদ্ভ্রান্ত হৃদয় উদ্বৃত্ত নয়ন,
ঘুরিয়া ওথেলো হইল পতন ;
"হা দিস্‌ডেমিনা কোথা প্রেমাধার !—
লও দীর্ণ বক্ষ দিনু উপহার !"
বলিতে নয়নে আঁধার এল।
দম্ভোলি রব নীরব হইল ;
সংসারের এক নিঠুর দুর্ব্বার,
প্রকাণ্ড উর্ম্মি গড়ায়ে চলিল ;
আতঙ্কে বিশ্ব কাঁপিতে লাগিল।

হের পুন ও কি—
হ'ল অগ্নিময় অবনী আকাশ ;
ধূধূ—ধূধূ—শিখা পবন বাহনে,
তড়িত্ তরঙ্গে হাঁকিয়া সঘনে,
ব্যোমমার্গে উঠি হাসে অট্টহাস।
কানন ভূধর,
সরসী নির্ঝর,
তরঙ্গিণী ধার,
নীলোর্ম্মির হার,
নীলবর্ণ ধূম উগারে কেবল ;

নাহিক আঁধার, নাহিক আলোক,
বিবর্ণ সকলি ভূলোক দ্যুলোক,
শুধু নরকের গরজে গরল।
অজগর কায় উদ্ধত সতান,
মাখি ভীম অঙ্গে জ্বলন্ত তুফান,
অনল পুরীতে আছে দাঁড়াইয়া ;
ধরিয়া কৃপাণ ভ্রূকুটী করিয়া,
হেরি ঊর্দ্ধ অধঃ উঠিছে গর্জ্জিয়া,
অনল-উর্ম্মি আসিছে ছুটিয়া,
পদঘায় সিন্ধু উঠিছে কাঁপিয়া।
পুনঃ ভাসে দৃশ্য অতি ভয়ঙ্কর ;
যেন কতদূরে কল্লোলে সাগর—
গড়ায় শবদ ঘোর হাহাকার,
অগণ্য নরক ব্যাপিছে চৌধার,
কোটী কোটী প্রাণী ভাসিছে তায়
মসীবর্ণ জল দীপ্ত হলাহল,
কোটী কৃমিকীট ভাসিছে কেবল,
পূতিগন্ধ তার উঠে অনর্গল,
আকাশ পাতাল পীড়িত তায়।
দেব নরাতঙ্ক বিকট বদন,
যমদূতগণ করিছে ভ্রমণ,
ভ্রূভঙ্গে চায় কাঁপে ত্রিভুবন,

রোষেতে ঘরষে রদনে রদন,
ত্রাসে পাপ-আত্মা শুখায়ে যায় ;
যেন তূলারাশি বায়ে, পলায়ে যায়।
ত্রাসে শুষ্ককণ্ঠ বিবর্ণ সকলে,
হেরিলা মিল্টন ডান্‌টি শূরে ;
অগ্নিময় বীণা করেতে ধারণ,
উগারে অগ্নি দামিনী স্বরে।

সহসা আকাশ হইল নির্ম্মল,
শীতল সুবাসে উড়ে ঘনদল,
টলে টল টল সরঃ সুবিমল,
দুলে ঢল ঢল ফুল শতদল,
গায় গুন গুন ঘুরে অলিদল,
কুহু কুহু তানে কোকিলা বিকল।
অখিল ভুবন হরষে মগন,
আনন্দ কানন দুলিল ;
নব প্রেম অনুরাগী, ঢুলু ঢুলু আঁখি,
গোপিনী কুঞ্জে গায়িল।
বাঁশরীর তান কলকণ্ঠ গান,
জল স্থল ব্যোম পূরিল ;
শারদ শশাঙ্ক শীতল সুধায়,
নর নারী প্রাণ ভাসিল।

বেণুয়া তালে গোপিনী কণ্ঠে,
যমুনা উজানে বহিল ;
জয়দেব সাথে মধুর ছন্দে,
বিদ্যাপতি সুখে গাইল।
গোবিন্দ, চণ্ডী, ধরিল তান,—
আনন্দে সুধা ঢালিল ;
রাস পূর্ণিমা উজ্জ্বল ভাতি,
অখিল জগত ব্যাপিল।

গীত।

ওলো বাজিল বাঁশরী, সই, নিকুঞ্জ কাননে রে,
বহিল যুমনা ওই, উজান প্রবাহে রে,
ওলো চল লো ডাকিল কালা ;
গাথ লো ত্বরা করি, পরাণ মন ভরি,
সুরভি সুন্দর মালা।
আবার আবার ওই, বাঁশরী বাজে,
ধৈরয ধরিতে, সই, পারি না কাজে।
আকাশ পাতাল পূরে সুধা তান,
ফুকারে ত্রিলোক রাধা রাধা নাম ;
অন্তরে বাহিরে বাজে বাঁশী স্বর,
হেরি শুধু, সখি, অমিয় নিঝর,
আহা সে মূরতি কাল ;

পরা পীত ধড়া, শিরে বাঁধা চূড়া,
মানস মোহন আলো।
ওলো চল লো ডাকিল কালা—
গাঁথ লো ত্বরা করি, পরাণ মন ভরি,
সুরভি সুন্দর মালা ;
তমাল তলে কানু, বাজে মোহন বেণু,
চল লো যথায় কালা !

আবার আবার ধনুক-টঙ্কার,
সবাকার চিত্তে লাগে চমৎকার,
সহস্র অক্ষি মেলিয়া চাহিল ;
হেরে অসীম ক্ষুব্ধ লবণাম্বু পারে,
নিস্তব্ধ ঘন নৈশ অন্ধকারে,
ঝলসি শত বিদ্যুত্‌ নাচিল।
রতনসম্ভবা বিভায় উজলি,
ঘন শব্দরবে ঘোড়া দড়বড়ি,
দম্ভে বীরাঙ্গনা সাজিল ;
অসি ঝন্‌ঝনি অনল জ্বলে
কাল কুণ্ডলিনী বিননী দোলে
ঘন মেঘমালা উঠিল ;
চলে অশ্বারূঢ়া নৃমুণ্ডমালিনী,
রণরঙ্গে রামা যেন উন্মাদিনী,

অট্ট অট্ট হাস হাসিল।
অতুল্য বিভায় ভুবন-সুন্দরী,
ইন্দ্রজিত্ জায়া খর অসি ধরি,
বাধা বিঘ্ন পথে খণ্ড খণ্ড করি,
পতি পদ সতী পূজিতে যায় ;
চৌদিকে রমণী তরঙ্গ বায়।
কাতারে কাতারে চলে বীরাঙ্গনা,
অদূরে হনু বিস্ময়ে উন্মনা,
নীরব নিস্পন্দ প্রকাণ্ড কায় ;
হেরিছে দামিনী গগনে ধায়।

লুকাল চপলা ঢালি অন্ধকার,
পুন হের দৃশ্য মাধুরিমাময় ;
চারি ধারে ঘন বিশাল কানন,
মাঝে কল্লোলিনী কুলু কুলু বয়।
হোথায় ভীষণ শিখরী শিখরে,
দপ্ দপ্ শিখা রক্তবরণ ;
বিশাল শ্মশ্রু দৃঢ় কৃষ্ণকায়,
বৃদ্ধ কাপালিক বহ্নি নয়ন।
সদ্য ছিন্ন তুণ্ড হি—হি—হি—হাসে,
ক্রোধে কাপালিক ভ্রূভঙ্গে চায় ;
অদূরে কুমার শিহরে ত্রাসে,

হেরি হাড়কাঠ আরক্ত কায়।
ওকি—ওকি পুন লইয়া কুমারে,
কে ওই অমরী,
মানস-সুন্দরী,
ঘন অরণ্য আঁধারে ;
দেখাইয়া পথ ছুটে আগুসরি,
পাছে ঘন কেশ দোলে ;
মুগ্ধ মানসে নিরজন বন,
অনুভবে যেন একটী স্বপন,
হিয়া মাঝে যায় চলে
ক্ষণপরে হের অতুল্য ছবি,
অরণ্য আঁধারে আঁকা ;
উদাস-বাসনা-মাখা।
নিস্তব্ধ আকাশে ঘন মেঘমালা,
বিশাল বিটপে অন্ধকার ঢালা,
কপালকুণ্ডলা একাকিনী বালা,
উর্দ্ধ নয়নে চায় ;
গম্ভীর মূরতি উদ্ভ্রান্ত নয়ন,
হায় রে ক্ষুব্ধ বিষাদিত মন,
কি যেন হেরিছে কি যেন চাহিছে,
বাসনা জাগিছে উড়িতে নারিছে,
বদ্ধ চরণে ধায়।

ভাসিতে ভাসিতে চলিছে বালা,
আইলা তটিনী-তীরে ;
পিছনে ঊর্ম্মি উথলি বহিছে,
কপালকুণ্ডলা ঢলিয়া পড়িছে,
অঞ্চল উড়িছে চিকুর দুলিছে,
আকুল কুমার ধরিতে যাইছে,
কুয়াসা নয়নে ফিরে।
ভীষণ শব্দ ভাসিল চকিতে,
নীরব প্রকৃতি দেখিতে দেখিতে,
রহে স্তম্ভিত হইয়া ;
আকুল নয়নে চাহিয়া।

নীরব হইল কবির গান,
শিহরে ত্রিলোক শুনিয়া তান ;
বিস্ময়ে বিস্ফারি অনন্ত আঁখি,
হেরে কবিগণে ভরিয়া প্রাণ।
সহসা বাণীর আসন কমল,
উঠিল কাঁপিয়া, হেরে দেবদল,
ডাকি কবিগণে আশীষে বাণী ;
"যাও ধরাধামে বিভুগুণ গাও,
শোকের সংসারে কুসুম ছড়াও,
পাষাণ হৃদয় দ্রব করে দাও"

বলি মহাশূন্যে মিশাল বাণী।
নভে তারা যথা ছুটিয়া যায়,
কবিগণ দূর গগন গায়,
ফুটি ফুটি ফুটি, গুটি গুটি গুটি,
কিরণ ছড়ায়ে লুকাল হায় ;
ধীরে ধীরে শূন্যে, কবি নিকুঞ্জ
ছুলিতে ছুলিতে অদৃশ্য হয় ;
নিমেষে বিমান নীরবে বয়।
স্তব্ধ দশদিশে সমীরে রঙ্গে,
শূন্য বহায় বহিছে তান ;
পঞ্চ ভূত চিত প্রফুল্ল কায়,
জাগিল অসাড় অহ্লদি প্রাণ।
ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুত্ ব্যোম,
ধূমকেতু তারা সবিতা সোম,
আনন্দ-নীরে ভাসিল ;
কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলায়ে,
উন্মাদ হর্ষে গায়িল—
চল চল সবে যাই
আলোকে আঁধারে ধাই,
গাই ঘুরে ঘুরে
নিকটে সদূরে
জুড়াবার ঠাঁই পেয়েছি ভাই।

আর প্রাণের বেদনা নাই রে নাই!
বাণীর প্রসাদে জগতপ্রাণ
হ'য়ে গেছে যেন একটী গান;
মোরা প্রাণে প্রাণে বাঁধা আজিকে ভাই!
হের ফুল শর লয়ে
অনঙ্গ ধায়
শিহরি প্রকৃতি হাসিয়া ভায়,
মলয় পবন পাছে পাছে ধায়,
হরষে বিহঙ্গ গায় রে;
সুরভি কুসুম বিলায় বাস,
গগনে শীতল সুধাংশু হাস,
পাষাণে নির্ঝর ঝরে রে!
গাও রে অখিল অবনী অম্বর,
নাচ জগজন বিহ্বলিত প্রাণ।
গাও রে সিন্ধু শত বাহু তুলে
গাও প্রভঞ্জন বাণীগুণগান।

গীতি।

মাতঃ—

শ্বেত-অম্বুজ, শুভ্র-বরণি,
শ্বেত-অম্বর-ধারিণি;
শান্ত উজ্জ্বল, নেত্র নির্ম্মল,
বিশ্ব-অসীম-ভাসিনি!

হাস্ত বিমল, স্নিগ্ধ জ্যোত্স্না,

কবিহৃদয়প্লাবিনি ;

দশ দিগন্তে, বীণা ঝঙ্কারে,

বেদ-সঙ্গীত-ঘোষিণি !

চির আনন্দ শীতল সূর্য্য,

শব্দ জগত অখিল পূজ্য,

বাক্য-বিনোদিনি ;

নমঃ নমঃ—

প্রাণ দীপ্ত, বাণী, বীণা,

পুস্তকধারিণি !—

সাগর-উচ্ছ্বাস।

ভক্তিভাজন

শ্রীযুক্ত যদুনাথ চৌধুরী মহাশয়কে

উৎসর্গীকৃত হইল।

১

ভক্তি বিহ্বলিত অহো হইয়াছে প্রাণ!

আজি বুঝিলাম নহে এই স্বার্থের সংসার।

নরের নরক বাসে দেবতা মহান্

অবতীর্ণ ঘুচাইতে পাপের আঁধার।

ওই শুনা যায় অনাথার মর্ম্ম হাহাকার,

বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে বালা একাকিনী হায়;

হের গো অদূরে ওই মূর্ত্তি মমতার,

মা ভৈঃ মা ভৈঃ শব্দে অভয় জানায়।

জ্বলিছে প্রচণ্ড চিতা, উন্মত্ত শিখায়

ভয়ঙ্কর ভবিষ্যত উঠিছে ভাতিয়া;

স্নেহময়ী মাতৃবক্ষে কি বুঝিয়া, হায়,

ক্ষুদ্র শিশু চিতাপানে রয়েছে চাহিয়া।

শঙ্কায় বিবর্ণ মাতা উঠে শিহরিয়া,

ধূ ধূ ধূ হৃদয়ে চিতা উঠিছে জ্বলিয়া।

বিদারি প্রান্তর ছুটে করুণার তান;

ফুলিছে তটিনী দূরে স্বনিছে পাষাণ।

২

নিঠুর এ বঙ্গমরু, ফুটেছিল তায়
স্বর্গীয় কুসুম শ্রেষ্ঠ সে বিদ্যাসাগর ;
হ'ত স্নিগ্ধ তপ্তবাত সৌরভে, শোভায়
হাসাইত শোক শুষ্ক প্রখর প্রান্তর।
হা অদৃষ্ট, শুকায়েছে সে তরু সুন্দর !
ভাঙ্গিয়াছে দরিদ্রের সুখের স্বপন !
মানবের প্রেমকার্য্যে ল'য়ে অবসর
আজি সেই মহাযোগী যোগীন্দ্রে মগন !
গাইতে সে মহাত্মার মহিমা মহান্
ক্ষীণতম কণ্ঠ এক হইছে উত্থান ;
কে শুনিবে ভেক-মুখে জলদের গান,
মগ্ন নিজানন্দে ছাড়ি কোলাহল তান।
পরদুঃখ-মুগ্ধ দেব উদার পরাণ,
আনন্দে অধীর মম হৃদয়ের গান
ভক্তিভরে ও চরণে লইছে আশ্রয় ;
করুণা কটাক্ষে তারে কর গো নির্ভয় !

সাগর-উচ্ছ্বাস।

প্রথম উচ্ছ্বাস।

[অদৃশ্যে সঙ্গীত]

জয় করুণা নির্ঝর,
মহত্ত্ব ভূধর,
অনন্ত উদার প্রাণ!

জয় ধন্য ঋষিবর,
ধন্য গুণাকর,
পাতকী মোচন প্রাণ!

জয় দারিদ্র্য দলন,
দরিদ্র পালন,
শোক-বিমোচন প্রাণ!

জয় শান্ত সুধাকর,
বিদ্যা বিভাকর,
পবিত্র প্রেমিক প্রাণ!

সহসা প্রকৃতি সকরুণ স্বনে,
কেন রে গাহিল গান!

ভাসিল আকাশ, ভাসিল অবনী,
ভাসিল মানব-প্রাণ!
বরিষা ধারায় দেবতা বালায়,
হাহাকার রবে গায়!
সুদীর্ঘ নিশ্বাসে শ্বসিয়া শ্বসিয়া,
পাগলিনীপ্রায় ছুটিয়া ছুটিয়া,
ধাইছে ঝটিকা আকুলা হইয়া,
সান্ত্বনা কোথায় পায়!
হায় হায় হায় চপলা জ্বালায়,
হৃদয় জ্বলিয়া যায়!
দারুণ দুঃখের অশনি হুঙ্কারে,
ধরণী হৃদয়ে ত্রাস;
সুধীর ভূধর প্রাণের আবেগে
ছাড়িছে গভীর শ্বাস।
অরণ্য আলোড়ি ক্রন্দনের রোল
উঠিল ভীষণ স্বনে;
ঘন করাঘাত আছাড়ে ধরায়
গলাগলি তরুগণে।
কুসুম কুমারী মলিনবদনা
হায় রে নয়নে ঝরিছে ঝরণা,
ব্রততী বালিকা বিষাদ-মগনা,
ধরায় লুটায় হায়;

নয়ন ধারায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
জাহ্নবী বহিয়া যায়।

কেন রে প্রকৃতি আকুল পরাণ?
থেকে থেকে কেন বিষাদের তান,
আকুলি হৃদয় ভাসায় নয়ান?
গভীর আঁধার ধীরে ধীরে কেন,
জগত্ করিছে ম্লান?
অহো থর থর করি কাঁপিছে হৃদয়,
কাঁদিয়া উঠিছে প্রাণ!

সহসা প্রকৃতি সকরুণ স্বনে,
কেন রে গাহিল গান;
ভাসিল আকাশ, ভাসিল অবনী,
ভাসিল মানব প্রাণ!

[শূন্যে সহসা বঙ্গমাতার আবির্ভাব]

আচম্বিতে নীলাকাশ ঘন ঘন ঢুলিল।
জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি এক প্রকাশিত হইল॥
নীল জলে যেন আহা নিরুপমা নলিনী।
বিকাশিয়া হাসিরাশি প্রকাশিছে দামিনী॥
দীপ্ত ছটা মেঘে মেঘে খেলাইতে লাগিল!

ঢল ঢল নভস্তল ঝলকিত হইল ॥
ধীরে ধীরে প্রভাজাল শান্তভাব ধরিল।
ধীরে ধীরে চারুমূর্ত্তি আকাশেতে ভাসিল ॥
মৃদু মৃদু ধীর বায়ে তরলিত অঞ্চল।
বিলম্বিত মণিহার এলায়িত কুন্তল ॥
আলু থালু কেশবাস বিগলিতনয়না।
আহা মরি বিষাদিনী কেবা ওই ললনা ॥
দেখ দেখ এ কি আর চমৎকার হায়রে।
গিরি তরঙ্গিণী আদি শূন্যোপরি ধায় রে ॥
নিজ নিজ মূর্ত্তি ধরি করযোড় করিয়া।
চারিদিকে প্রভাময়ী দাঁড়াইল ঘিরিয়া ॥
ঝল মল তারাদল ঝিকিমিকি করে রে।
পৌর্ণমাসী শশধর মাঝে যেন শোভে রে ॥
একে একে দুঃখগাথা নিবেদিল চরণে।
ঝর ঝর অবিরল জলধারা নয়নে ॥

শুন সবে হায় কি মধুর গায়,
কাকলি করিয়া করুণ ভাষায়,
তরঙ্গবাহিনী রে;
"হায় হায় হায়—নয়নধারায়
মেদিনী ভাসায়ে—পাষাণ গলায়
ভ্রমিব কতই রে

দয়ার নির্ঝর শুকায়ে গিয়াছে,
ভারত অমৃত অস্থুরে হ'রেছে,
হৃদয়ের বল টুটিয়া গিয়াছে,
বহিতে পারি না রে ;

ওই দেখ হায় অনাথিনীগণ,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া করিছে ভ্রমণ,
অনাথ বালক বালিকা বদন
বিষাদে মলিন রে।

তাদের নয়ন-নির্ঝর-সলিল,
ভাসায় আমার প্রাণ ;
অশ্রুর প্রবাহে বহিয়া বহিয়া,
গাহিছি বিলাপ গান !

দুঃখের তরঙ্গ নাচিছে হৃদয়ে,
উলটি পালটি ধায় ,
সে আঘাতে হায় পরাণ-পুলিন
ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া যায় !'

নীরদ নির্ঘোষে ধরণীধর,
সঘনে নিনাদে তুলিয়া কর—
"কুলিশ কঠোর কেন বাজিল হৃদয়ে হেন ?
প্রলয় হুঙ্কারে যেন রোধিছে শ্রবণ !

মহত্ত্বের উচ্চ চূড়া দারুণ প্রহারে হায়,
চূর্ণ চূর্ণ হয়ে ওকি হইল পতন ?
প্লাবিয়া গগনাঙ্গন দাঁড়ায়ে সদর্পে আমি,
হেরিয়াছি ভূমণ্ডল চিত্রপট প্রায় ;
মানবের দুঃখে হায়, দ্রবিল হৃদয় মোর,
ঢেলেছি করুণাধারা নয়নধারায় !
আজি রে পরাণ মোর বিষম কুলিশাঘাতে,
টলিছে ভূকম্প প্রায় হিল্লোলে হিল্লোলে ;
অধীর উদার হিয়া নিরুদ্ধ করুণাধারা,—
আকুলি বিকুলি করে সকরুণ রোলে !
আমার সর্ব্বস্ব ধন হারায়ে মহত্ত্ব হায়,
হয়েছি শবের প্রায় নাহি কোন জ্ঞান ;
শীতল রুধির উষ্ণ তুষার মণ্ডিত কায়,
চলিতে শকতি নাই হয়েছি পাষাণ !
গিয়াছে মহত্ত্ব যদি, কেন তবে বজ্রধর,
রাখিয়াছ জড়স্তূপ এই মহাকায় ?
গভীর ঘর্ঘর রবে আঘাতিয়া কোটি বজ্র—
উড়াও বিচূর্ণ করি রেণু রেণু প্রায় !”

[বঙ্গভাষার বিলাপ।]

ওই শুন হায় বাঁশরী বাজায়ে,
কেবা ওই গায় প্রাণের জ্বালায় ;
বিমল বদনা মলিন বসনা,

আভরণহীনা পাগলিনী প্রায় !
নয়নধারায় উরস বহায়,
বিহগ বিহগী ব্রততীবালায়,
মুরলী স্বননে সুকণ্ঠ মিলায়ে,
মৃদুল মধুর শুন ওই গায়—

গীতি।

"কাঁদ তরুলতা কাঁদ বনফুল,
কাঁদরে সুচারু প্রকৃতি বালা ;
ভাগীরথী-বুকে আয় সবে আয়,
ভাসাই নয়ন নীরের মালা।
কল কল তানে বাঁশরী স্বননে,
ওলো সহচরি সকলে গাও ;
হায় হায় ওকি থেকে থেকে কেন,
ওরে রে কণ্ঠ রুধিয়া যাও !
শোন্ সহচরি শোনলো তোরা,
নীরব আমার প্রাণের ভাষা ;
আয় তবে আয় গলে গলে মিলি
নয়ন ধারায় মিটাই আশা !"

অই দেখ অই বিধবা বালিকা,
হায় রে নিদাঘে কুসুম কলিকা,
পরিয়া উরসে আসার মালিকা,
ঘুরিছে তটিনী-তীরে ;

বিষম জ্বালায় জ্বলিয়া জ্বলিয়া,
হৃদয়েতে হায় গুমিয়া গুমিয়া,
শুন কিবা গায় ধীরে-

"বুঝি সাধের স্বপন মধুর লহরী,
ভাঙ্গিল সুখের ঘোর ;
ওরে পারি না পারি না সহিতে দহন,
নয়নে ঝরিছে লোর !
কেন বিহগ বিহগি আকাশ ভাসায়ে,
তুলেছ অমিয় তান ?
আর ও মধুর স্বরে ভিজে না ভিজে না,
দগধ হৃদয় প্রাণ !
কেন মলয় পবন সর্ সর্ স্বরে,
হরষে চলেছ ছুটে।
ওতে হতাশের শিখা নেবে না নেবে না,
দ্বিগুণ জ্বলিয়া ওঠে।
আর ওহে সুধাকর ঢেলো না ঢেলো না
তরল জ্যোছনা মালা ;
ওগো হবে না হবে না ও আলোকে হায়,
অনাথা নয়ন আলা।
তোরা লতা পাতা ঢাকা কুসুম কলিকা
হেস না হেস না আর,

সেই সরস করুণা আর তো বহেনা,
ধরণী হৃদয় সার!
ওগো জান না জান না অভাগীর হায়,
পুড়েছে কপাল রে;
ওরে চির-জীবনের সব সুখ সাধ
মিটিয়া গিয়াছে রে।
আহা আপন বলিয়া কেহ নাই আর,
বিশাল ধরণী মাঝে!
ওগো আঁখির কোলোতে কেহ নাহি চায়,
আসে না কেহ গো কাছে!
ওগো জগতের প্রাণ কাঁদে না কাঁদে না,
আশার ছিঁড়েছে ডোর!
ওরে নয়নে নিবিড় খেলিছে আঁধার,
হৃদয়ে কালিমা ঘোর।
কেন কাঁদ লো, সজনি, এ জীবনে আর,
কাহার করুণা পাব।
মোরা গরল জ্বালায় জ্বলিয়া জ্বলিয়া,
জীবন খোয়ায়ে যাব!
ওমা কেন কেন আর নাচিয়া নাচিয়া,
চলেছ লহরী তুলে।
ওগো দুঃখিনী কন্যায় কোলেতে লও মা
চল মা হরষে দুলে।”

আতপে জ্বলিয়া রকত বয়ানে
রাজধানী পথে ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া ;
অনাথ বালক কাতর-নয়নে;
বলে রে বলে রে কাঁদিয়া কাঁদিয়া

"মোরা শৈশব সময়ে জনক জননী
ফেলেছি হারায়ে রে !

জনমের তরে হইনু নিরাশ,
হৃদয়ের তলে স্নেহের পিয়াস,
জড়ায়ে রহিল রে !
আর না ছাড়িল রে !

প্রদীপ্ত প্রভাত রবি, জনক বদন ছবি,
অনন্ত অকাশে,
মিশাল নিমেষে,
আর না উদিত হ'ল ;

জ্ঞানের আলোক জনমের তরে,
হায় রে নিভিয়া গেল !

দেব-বিনিন্দিত মহিমা-মণ্ডিত,
গাম্ভীর্য্য-পূরিত ঈষৎ হসিত,
পবিত্র বদনে সেই ;
সাধু উপদেশ—প্রভাকর জাল,
সবিতা শোভায় বিমণ্ডিত ভাল,

(ধরম স্ফুরিত)

করিয়া কুঞ্চিত

আলোকি হৃদয় এই—

ভাতিল না আর;

জগত্ সংসার,

দেখিনু আঁধার!

নীরবে নিশ্বাস হৃদয় শুষিল,

ঝরিল নয়নধার!

বলিব কি হায় আর—

দেখিতে দেখিতে জননী আমার,

অসার সংসার পাপের সংসার,

ত্যজিলা গো হায় আসিল না আর,

চিরদুঃখী ব'লে চাহিলা না আর,

মুছিলা না আর নয়ন-ধার!

ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া আকুল হইয়া,

কতই ডাকিনু রে!

কতই কাঁদিনু রে!

মাতৃহারা আহা বালকের মুখ,

নিরখি কতই ফেটে গেল বুক!

(তার) করুণ ক্রন্দনে,

কতই পরাণ কাঁদিয়া উঠিল যে!

কিন্তু— জননী আমার ক্রোড়েতে লইয়া,
বাছা রে বলিয়া আদর করিয়া,
নয়নের জল মুছিয়া মুছিয়া,
আর তো চুমিল না!
অতৃপ্ত নয়নে স্নেহ দরশনে,
অভাগার মুখ
আর তো দেখিল না!
ছিল গো আমার একটি ভগিনী,
শিশিরে জড়িত ফুল!
কালের তুফানে তাহাও ঝরিল,
হৃদয়ে বিঁধিল শূল!
হায় হায় হায় স্নেহের আকাশে,
শশাঙ্ক সবিতা তারা,
কালের জলদে ঢাকিল ঢাকিল,
নয়নে উরসে বহিল বহিল,
দর বিগলিত ধারা!
অনাথ হইয়া কঠিন ধরায়,
ভ্রমি হাহাশ্বাসে আশ্রয় আশায়,
হল রে মন আকুল!
হইলাম আমি শোকের তটিনী,
ঘুরিয়া ঘুরিয়া দিবস যামিনী,
করি সদা কুল কুল!

শুনিনু সহসা "সাগরের" তান,
আকুল হইয়া ছুটিল পরাণ,
আশ্রয় পাবার তরে ;
"সাগর" অমনি আদরে ডাকিল,
উদার হৃদয় মাঝারে রাখিল,
হরষে হৃদয় ভরে !
হায় সে "সাগর" কাল প্রভাকর,
শুষিয়া লয়েছে রে ;
গভীর দুঃখের আঁধার গহ্বর,
(তায়) পড়িয়া যেতেছি রে !
অসীম উৎসাহ অম্বু অনাশ্রয়ে,
জীবন লহরী লীলা—
শুখাবে শুখাবে থাকিবে না আর,
আশার নির্ঝর নাহিক রে আর,
নিরুদ্ধ গোমুখী করুণার-দ্বার,
সকলি কঠিন শিলা !
হারাইয়া হায় জনক জননী,
পেয়েছিনু পুনঃ জনক জননী,
ফুটেছিল ফুল সাজায়ে ধরণী
এখন কোথায় গেল !
ওরে ধরিত্রী হৃদয় বিদরি ত্বরায়,
(মোরে) বিলীন করিয়া ফেল !

হায় করুণা-আধার সাগর সাকার,
আজি নিরাকার হ'ল !
কাঁদিব না আর কাঁদিয়া কি ফল,
এস সখা সবে মিলি
অনাথ-পালক গুরু গুণাধার,
পরম মঙ্গল চিন্তি বারে বার,
হৃদি দুঃখ-ভার আঁখি নীর-ধার,
মোচন করিয়া ফেলি—
ধীর সমীর ধীরে বাও রে,
গাও বিহগ-কুল ;
ফুল ছড়ায়ে বাস উড়ায়ে,
নাচ লতিকাকুল !
নীল পল্লব দেও দুলায়ে,
সারি সারি সারি ;
ধূপ সৌরভে দীপ উজালে,
আও সতী নারি !
শ্বেত শশাঙ্ক হাস আকাশে,
ঢাল মৃদুল আলা ;
দেও ছিটায়ে গঙ্গা-জীবন,
দেও দুলায়ে মালা !
যথা ধরম জয় তথায়,
দেও নিশান তুলে ;

ভক্তি-সমীর উর্ম্মি-হিল্লোলে,
দেখ কেমন দুলে !
শুভ্র বসনে বিপ্র মূরতি,
"ঈশ" আওয়ে ওই ;
দীর্ঘ ললাটে দীর্ঘ তিলক,
অঙ্গে উত্তরি হই !
খোল বাজায়ে তালে তালে,
হরি হরি গাও !
ধীর নর্ত্তনে ভক্তি উছালি,
আগে আগে ধাও !
যথা সহস্র দীপ্ত শশাঙ্ক,
নিত্য বিথারে হাস,
(যথা) নিত্য বসন্তে শ্যাম নিকুঞ্জে
দোলে মর্ম্মর ভাষ ;
শোক আতপ চিন্তা গরল,
হিংসা যথায় নাই ;
ভক্তি সুধায় পূর্ণ সরসী,
আছে সকল ঠাঁই ;
প্রেম পরাণে সুধা সুতানে,
গায় বিহগ গান ;
ঈশ-মহিমা বেণুয়া স্বননে,
দুলে আকুল প্রাণ ;

যথা দীন-শরণ যোগী-জীবন,
হাস্য বয়ানে ভায়;
দেব যাও তথায় ভাস হরষে
বিলীন হইয়া তায়!"
কোন খানে ওই কুলীন ললনা,
অনূঢ়া অবলা স্থচারু বরণা,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া মুমূর্ষুর গলে—
মালিকা দুলায় রে।
যেই করে হায় দুলাল গলায়,
প্রণয় কুসুম মালা;
অমনি তখনি সেই করে হায়,
পতির বদনে খসিয়া খসিয়া,
ধরিছে অনল জ্বালা।
মুছিয়া সিন্দূর বিশদ বসনা,
চলিলা বিধবা বালা;
নিভিল শ্মশানে চিতার জ্বলন,
হৃদয় শ্মশানে হায় রে ভীষণ,
দেখিল আঁধার ঢালা।
হের পুনঃ ওই কোনও ললনা,
মালিকা লইয়া করে;
বর চেয়ে চেয়ে জীবন খোয়াল,
নয়নে নিঝর ঝরে।

কেহ বা আবার মরিয়া মরমে,
ঘুচাতে অনূঢ়া নাম ;
তরু শির পরে দুলায় মালিকা,
হাতে হাতে ধরি ঘিরি ঘিরি ঘিরি,
গাহিয়া গাহিয়া গান—
"আয় লো সজনি আয় তোরা আয়,
গাহি রে দুঃখের গান !
ওই শুন নব ঘন,
গুরু গুরু গরজন,
কাঁপিছে শিখিনী-মন,
শুনে সে প্রাণের তান !
আয় লো সজনি, আয় তোরা আয়,
গাহিবি দুঃখের গান !
ঝর ঝর বারি ঝরে,
মন দুঃখে আঁখি সরে,
হৃদয় আকুল করে,
ভাসে লো ভাসে লো প্রাণ !
আয় লো সজনি আয় তোরা আয়,
গাই লো দুঃখের গান !
প্রাণেশ প্রণয় আশা,
চকিত চপলা ভাসা,
হায় সুখ-সাধ নাশা

আঁধার ঢালা!
ওলো সখি, আয় আয়,
ওই তরু দেখা যায়,
(ওর) গলায় তুলাই আয়,
মিলন-মালা!
ঝরিবে কুসুম-কুল,
সাজাবে বাসর ঘর,
মল্লিকা মালতী বেলা,
হেসে দিক ক'রে আলা,
দেখিতে আসিবে বর;
কোকিলা কুহরি, ভ্রমরী গুঞ্জরি,
তুলিবে প্রেমের তান,
সমীর সঞ্চারে দুলি দুলি দুলি,
প্রেম-রসে হায় ঢুলি ঢুলি ঢুলি,
তুষিবে প্রেয়সী-প্রাণ!
হায় দেশাচার, দেখেও দেখ না,
করুণ ক্রন্দন শুনেও শুন না,
দুঃখিনী তাপিনী কুলীন ললনা
সহে দিবানিশি কি ঘোর যাতনা,
কেমনে পাইবে ত্রাণ?
স্নেহের আধার জনক জননী,
নিদয় যখন হ'ল;

(তখন) মনের বেদনা কারে কব আর,
কেই বা শুনিবে দুঃখ সমাচার,
মুছিবে নয়ন-জল !
সেই দয়ার সাগর গুণের আধার,
মোদের জনক ছিল—
হায়, দেশাচার তায় পীড়িয়া পীড়িয়া,
বিদায় করিয়া দিল !
চল চল চল সই—
কাঁদিয়া কি আর হ'বে !
শ্মশানে শ্মশানে কাঁদিয়া বেড়ালে,
জাগে কি কেহ লো কবে ?
আয় আয় আয় সহচরি !
দূরে চলে যাই !
তটিনী সাথে কুলু কুলু
প্রাণ ভরে গাই !—
হায়, স্নেহের আধার জনক জননী,
নিদয় যখন হ'ল—
তখন মনের বেদনা কারে কব আর,
কেইবা শুনিবে দুঃখ-সমাচার,
মুছিবে নয়ন-জল।"
ওই শুন ওই কাননে কাননে,
শিক্ত স্বেদ ধারে কাতর বচনে,

সন্তাল নিবাসী দুঃখী পুত্রগণে,
তুলেছে বিলাপ-তান ;
মিশাইয়া কণ্ঠ নিঝর স্বননে,
ওই শুন গায় গান—
"আমরা অকৃতী প্রকৃতি-সন্তান,
দুঃখে তাপে জ্বলে ধরিতাম প্রাণ,
কভু অনশনে অতি দীনমনে,
ক্ষুধায় তাপিত হেরি পুত্রগণে,
প্রাণে— গরল জ্বলিত রে !
হায়—মরম ফাটিয়া হৃদয় শুষিয়া,
বহিত নিশ্বাস রে !
হায়—দয়ার সাগর যেই মহাজন,
দুঃখীর ক্রন্দনে বিগলিত মন,
হইয়া অমনি রে—
ধাইয়া আসিলা ক্রোড়েতে করিয়া,
যতনে তুষিয়া নয়ন মুছিয়া,
পালন করিলা রে !
হায় সেই আজি স্নেহের আধার,
জনক জননী আমা সবাকার,
ছেড়েছে অবনীতল !
তাই আমাদের
হৃদি দুরু দুরু,

তাই আমাদের যাতনা ভূধরে,
হৃদয় হয়েছে গুরু!
পিতা গো তোমারে বহু পুণ্যফলে,
পেয়েছিনু দেখিবারে;
পাইয়া রতন মনের মতন,
হারাইনু একেবারে!
আমরা অধম জানি না ভজন,
কেমনে ও পদ করিব পূজন,
তাই ভাবে মন;
আমাদের এই আছে গো সম্বল,
নয়নে অজস্র তপ্ত অশ্রুজল,
(তায়) ভাসাব চরণ;
আয় সবে আয় ঢালি অশ্রুজল,
সরসী সুন্দর রচি সুবিমল,
ভাসাই চরণ চারু শতদল,
ভকতি-সৌরভে মাতি দলে দল,
মানস-ভৃঙ্গ ধাইবে!
মুকতি মধুর মধু সুবিমল,
পিয়িয়ে পরাণ হইবে বিকল,
হেরিতে "ঈশে" পাইবে!
তবে মোরা সবে কাঁদি কেন বল,
বলিয়া "ঈশ্বর" নাই—

হরষ অন্তরে সে মধুর নাম
(আয় রে সবে) নাচিয়া নাচিয়া গাই।"

শুনিয়া দুঃখ-গাথা আকুলা বঙ্গমাতা,
থর থর কলেবর কম্পিত সঘনে।
হৃদয় বিচলিত নিশ্বাস প্রবাহিত,
ঝর ঝর নীর ধারা সরিল নয়নে॥
করুণে উছাসিয়া কাঁদিলা বিলাপিয়া,
সকরুণ কল-রোল চলিল উড়িয়া।
কাঁদিল গিরিবর, কাঁদিল জলধর,
বিলাপিলা তরঙ্গিণী কল কল করিয়া॥
ছুটিল সমীরণ শ্বসিল ঘন ঘন,
বিষাদের আবরণে ধরণী ঢাকিল।
অনন্ত মহাম্বরে প্রকৃতি বীণা করে,
হৃদয়ের তারে তারে ঝঙ্কার তুলিল॥

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস।

স্নধীরে উষার বিমল বদন,
পূরব আকাশ ঝলকি চায়,
মৃদুল মৃদুল উজল বসন,
পরিছে প্রকৃতি ললনা গায়।

বিমল আলার উজল অঞ্চল,
দুলিতে লাগিল গগন গায়;
চকিতে হাসিল জলধর দল,
উল্লাসে জগত্ ভাসিয়া যায়।

ওকি! ওকি! কেন উষা স্নলোচনা,
ও রাঙ্গা বদন মলিন হল!
বিভূতি ভূষণা যোগিনী সমানা,
নিথর নয়নে দাঁড়ায়ে র'ল!

হের হের ওই, জলন্ত জ্বলন,
নারায়ণ করে ছুটিয়া এল;
করি প্রদক্ষিণ ধরিয়া দহন
হায় রে পিতার বদনে দিল।

বিভাসিয়া দূর মন্দাকিনী জল,
নগর কানন মানব-বদন ;
বিভাসিয়া ঘোর আকাশ মণ্ডল,
ঝলকি ঝলকি জলিল জ্বলন।

জ্বলন্ত শিখায় খেলিল পবন,
ভীষণ স্বননে কাঁপে থর থর ;
উড়িল স্ফুলিঙ্গ মালা অগণন,
ছেয়ে দশদিক পরশে অম্বর।

চমকি আঁধার শিখার দশন,
প্রতি রোমকূপে হানিল ভীষণ ;
অট্ট অট্ট ঘোর বিকট হসনে,
তরাসে প্রকৃতি মুদিল নয়ন।

ধূমময় ঘোর জলদ ভীষণ,
উড়িয়া চলিল দিকে দিকে দিকে ;
যেন সে কালিম ভারত বদন,
ঢাকিবারে হায় ধায় অনিমিখে।

সধূম কুজ্ঝটি মণ্ডিত আকাশ,
ভেদিয়া সবিতা হইল প্রকাশ ;
যেন, দেখিবারে কেন, শিখার বিভাস
সহসা তিমির করিছে বিনাশ।

অমনি হুতাশ, চমকে সবিতা আলোকে,
অনন্ত প্রকৃতি হল অগ্নিময় ;
হাসিল সে ছটা ভূলোকে দ্যুলোকে,
হেরিল চমকি ভুবনত্রয়।

[শূন্যে দেব ঋষিগণের আবির্ভাব]

প্রজ্বলিত প্রভাকর, উজলিয়া অনম্বর,
জবা পুষ্প রকত বয়ান ;
পূরব গগনে ভায়, সহস্র কিরণ তায়
চমকায় প্রকৃতি নয়ান।

জ্বলন্ত কিরণমালা, নীরদে খেলায়ে আলা,
বিভাসিল হিমাদ্রি শিখর ;
ঝকিল তুষার রাশ, খেলিল উজল হাস,
ঝলকিল অনন্ত অম্বর।

ধাইল প্রদীপ্ত আলা, জলধি তরঙ্গমালা,
ঝকমকে হইল প্রকাশ ;
শত রবি হৃদে ধরি, অনন্ত আকুল করি,
ঊর্ম্মিরাশি বিথারিল হাস।

সহস্র প্রদীপ্ত ছবি, জ্বলন্ত অনল রবি
ভাসে যেন জলরাশি পরে,
নীলিম গগন অঙ্গে, উছলি উছলি রঙ্গে,
সুরবালা অঙ্গ আভা সরে।

সহসা গম্ভীর তান, সুমহান বেদগান,
দূর শূন্যে উড়িল পবনে ;
সিন্ধুর ভৈরব রব, নিমেষে নিস্তব্ধ সব,
প্রতিধ্বনি জাগিল গগনে।

নীরব বিহঙ্গ-স্বর, নীরব নির্ঝর ঝর,
স্রোতস্বতী বহিল উজান ;
মন্দ্রিল ভূধরবর, আকর্ণি গভীর স্বর,
ঘন ঘন দুলিল বিমান !

নিরখি চিতার পর, অগণ্য তাপসবর,
আচ্ছাদিয়া আকাশমণ্ডল ;
শত সূর্য্য মূর্ত্তি প্রায় দীপ্ত জ্যোতি খণ্ড প্রায়,
দাঁড়াইল ভাতি নভস্তল।

দ্বিবাহু অম্বরে ধায়, জটা শ্মশ্রু দোলে বায়ে,
ধীর হাসি বদনে প্রকাশ ;
প্রদীপ্ত অরুণ-বিভা, খেলিছে বদনে কিবা,
হুতাশন লোচনে বিকাশ !

প্রশান্ত জলধি কায়ে, সুবিশাল নীলিমায়,
ভাসে ছবি মহিমা মহান ;
শত ভাবে মহাতান, উঠিল, মঙ্গলগান
ভাসাইল প্রকৃতি বয়ান।

ধাইল গম্ভীর স্বর, নিনাদে ধরণীধর,
বিঘোষিত স্থাবর জঙ্গমে ;
বহিল সে মহাতান, পবন আকুল প্রাণ,
ব্রহ্মলোক দুলিল সঘনে।
অমনি গগন-গায়, দেখিতে দেখিতে হায়,
শত শত বিমান ভাসিল ;
কনক কলস তায়, চকিত চমকে ভায়,
স্বর্ণকান্তি পতাকা দুলিল।
রবি শশী উপহাসি, সুরবালা হাসি রাশি,
ক্ষণপ্রভা নাচাল উল্লাসে ;
স্বয়ম্ভূ দেবতা সনে, মৃদুল গম্ভীর স্বনে,
গাহিলেন হৃদয় উচ্ছ্বাসে।
'ঈশ্বর' মঙ্গলগান, সুললিত সুর তানে,
মহাছন্দে গাইল পবন ;
ব্যাপিয়া প্রকৃতি-কায়, অনাদি আত্মার প্রায়,
ভাসাইল অনন্ত অয়ন।
ভূধরের ভীমোচ্ছ্বাসে, ঝটিকার হাহাশ্বাসে,
জলধির উন্মত্ত নর্ত্তনে ;
হৃদয়ের হতাশ্বাসে, কুসুম সুরভি বাসে,
কল্লোলিনী কুলু কুলু স্বনে।
অনন্ত কালের তরে, প্রকৃতি করুণ স্বরে,
উচ্চারিলা সে বিলাপ-তান ;

সেই তানে হ'য়ে হারা, সবিতা শশাঙ্ক তারা,
ঘুরিল সে অনন্ত বিমান।

হেরে অপরূপ, বিচিত্র দর্শন,
আত্মীয় স্বজন, পুত্র মিত্রগণ,
ভকতি উল্লাসে গায়,
সমবেত ওই মানব-হৃদয়ে,
বিঁধিয়া বিঁধিয়া যায়!

"ওরে জ্বলুক জ্বলুক, মনের আগুন,
মরম জ্বালায়ে রে,
ওরে সে আগুনে হায়, চিতার আগুন,
জ্বলিয়া উঠুক রে!

ওই ধূ ধূ, দপ্ দপ্, জ্বলিল জ্বলন,
ঝলকে হুতাশ জ্বালা;
দেখ সলিলে, নয়নে, আকাশে, পবনে,
খেলিছে আলোকমালা।

হুতাশ চমকে, থমকে থমকে,
ধর রে বিষাদ তান;
নিবার নিবার, প্রাণের যাতনা,
গেয়ে হরিগুণ-গান।

এস বঙ্গবাসি, সাঁ'তাল নিবাসি,
আয় রে বিধবা বালা,

অনাথা রমণি, দুঃখিনী তাপিনী,
উরসে আসার মালা।
আয় তোরা আয়, সবে মিলি হায়,
করিয়া মানস স্থির,
নিবাই নিবাই চিতার আগুন,
ঢালিয়া নয়ননীর।
তটিনী তরঙ্গে, ভাসাই ভাসাই,
জ্ঞানের মূরতি ধীর।
ওরে কি হল কি হল, আঁধারের চাপ,
চাপিছে হৃদয়তল ;
হৃদয়ের শ্বাস, পারি না ফেলিতে,
মরম শুখায়ে গেল !
ওমা বসুন্ধরে, হারালে হারালে,
তনয় রতনমণি।
ধরণী গরভে, বিলীন হইল,
উজ্জ্বল বিদ্যার খনি ;
এত দিন পরে, ভারত-নিবাসী,
পিতা প্রিয়তম হারা !
দীনবন্ধু দেব, দয়ার আধার,
ভারত-নয়ন-তারা,
কোথায় চলিলে, দেখ ফিরে দেখ,
অনাথা রমণী কত।

ক্রোড়েতে লইয়া, শিশু সুকুমার,
ধায় পাগলিনী মত ;
এত দিন তারা, জানিত না দুঃখ,
জনক নিকটে হায় !
(এবে) দুটি অন্ন বিনা, পরাণ যাইবে,
ভারত শ্মশানে, কেহ না দেখিবে ;
মুখ তুলে হায়, কেহ না চাহিবে,
(তাই) ভাবিয়া মরিয়া যায় !
দরিদ্র বালক, "অনাথ-পালক,"
বলিয়া ডাকিছে ওই।
ধাইছে বলিছে, "কই আমাদের,
জনক জননী কই ?"
দেখ দেব দেখ, কিবা ভয়ঙ্কর,
জলধি-তরঙ্গ-প্রায়,—
মানবের কুল, আসিছে ছুটিয়া,
শুন কি কল্লোল তায় !
ঘন হা হা ধ্বনি, দারুণ উচ্ছ্বাস,
পূরিল ভুবন স্থল ;
নয়নের ধারে, তটিনী বহিল,
উথলে জাহ্নবী-জল।
না, কাঁদিব না আর, ভাঙ্গিব না তব,
সুখের স্বপন খেলা ;

চিরকাল হায়, জ্বালায়েছি তোমা,
আর না জ্বালাব জ্বালা।
থাক প্রভু থাক, ঘুমাও ঘুমাও,
ইন্দিরা কমল কোলে;
কিন্তু, ভুল না ভুল না, দয়াল ঈশ্বর,
দুঃখী বঙ্গবাসী ব'লে।
হায়, অধম বলিয়া, ত্যজি আমাদের,
হরষ অন্তর হল;
কিন্তু, হৃদয়ের মাঝে, রেখেছি তোমারে,
কেমনে পালাবে বল?
ওই, শোকদীপ্ত চিতা, জ্বলিবে হৃদয়ে,
যত কাল বেঁচে র'ব,
যাতনা জ্বালায়ে, বিরহ জড়ায়ে,
মরণ অবধি র'ব।
আয় বঙ্গবাসি, আয় আয় সবে,
গাই "ঈশ"-গুণ-গান,
চল চল সবে, মানস মিটায়ে,
ভকতি জীবন, সে চরণে হায়!
মন-সুখে করি দান,
খুলে সবে মন প্রাণ,
গাও রে মঙ্গল গান,
তোল হরি হরি তান।

ওরে জীবন অন্তে, দেখিবি দেখিবি,
ঈশ্বর প্রসাদে পাইবি পাইবি,
অনন্ত অপূর্ব্ব ত্রাণ"।

দেখিতে দেখিতে, অনন্ত উরধে,
সহস্র জ্যোতিষ্ককায়,
ধাঁধিয়া আকাশ, উজলি জলধি,
জ্বলন্ত নয়নে চায়।
দুলিল বৈকুণ্ঠ, সুনীল অম্বরে,
ছুটিল অপ্সরা তান,
জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি, লইয়া সহসা,
ঝকিল স্থবর্ণ যান।
সহসা অমনি, ঘন শঙ্খধ্বনি,
খুলিল বৈকুণ্ঠ-দ্বার;
ভাতিল নয়নে, অপূর্ব্ব জগৎ,
হাসিল আলোক তার।
পবিত্র কৌমুদী, ঢালিল হৃদয়ে,
উজল আলোক রাশ,
দুলিল গলায়, আলোকের হার,
ঝকিল তাহার ভাস।
খুলিল দুয়ার, নন্দন কাননে,
বহিল মলয় বায়;

ছুটিল সুবাস, চারিদিক যুড়ি,
ধাইল মধুপ তায়।
মৃদু মধু হাস, কুসুম বিলাস,
উছলি উছলি গেল ;
ফুলের সুবাস, ফুলের সুষমা,
হৃদয় ভাসায়ে দেল।
বিদ্যার সাগর, মূরতি উদার,
অপূর্ব্ব কিরণ ধরি।
রতন-বেদিতে, শোভিতে লাগিল,
আহা, কিবা শোভা মরি !
স্বরগ বিভায়, মাধুরী মালায়,
হাসিল নয়ন হায়।
বীণার ঝঙ্কারে, হরি হরি বোলে,
উন্মত্ত নারদ গায় ;
শ্রীহরি শশাঙ্ক, ভাসিল হৃদয়ে,
হাসায়ে বিমল আলা।
প্রেম পারাবার, উছলি উছলি,
তুলিল লহরী-মালা ;
দেখিতে দেখিতে, নীলিম আকাশে,
মিশাল পবিত্র ছবি।
নিবিড় আঁধারে, ঢাকিল গগন,
নিভিল শশাঙ্ক সবি !

ও কি ও কি ! !—

লুক্কাল পবিত্র মূর্ত্তি ! হায় বঙ্গবাসি
হলে দীন হীন ;
শোন্ রে সাঁতাল ভাই, বিদ্যার সাগর নাই,
হায় তোরা এত দিনে হলি পিতৃহীন !

অহো,—

সুপবিত্র দেব আত্মা, শাণ্ডিল্য মহর্ষি,
সেই বংশাকাশে ;
যে শেষ তারকা বিন্দু, হাসাত সে ঋষি-ইন্দু,
আজি রে বিলীন, তাও কাল-নীলাকাশে।

গেলে তবে ওহে দেব, কাঁদায়ে ভারত,
হানি উগ্রতর,
শোকের শাণিত বাণ, আকুলি বঙ্গের প্রাণ,
প্রজ্বালিয়া বহ্নি তাপে হৃদয়ের স্তর।

প্রদীপ্ত ভাস্কর প্রায়, ভারত অম্বরে,
ভাতিতে সতত ;
তোমার প্রভাবে বঙ্গ, প্রকাণ্ড হিমাদ্রি-অঙ্গ,
ছিল সদা প্রজ্বলিত অনন্ত জাগ্রত।

এবে অদর্শনে তব, আঁধিয়া রাক্ষসী,
ব্যাদিত বদনে,
ধাইছে ঝটিকা প্রায়, গ্রাসিতে ভারত-কায়,
ঢাকিতে সুখের শশী ভারত-গগনে।

কেন গো মা মন্দাকিনি, মৃদুল মৃদুল,
(তোল) কুলু কুলু তান;
কার ভস্ম মাখি হায়, বিভূতি-ভূষিত কায়ে,
চলিছ মা ধীরে ধীরে শোকভরা প্রাণ,
কেন গো মা মন্দাকিনি কুলু কুলু তান?
সাগর উদ্দেশে হায়, চলেছ কি তুমি?
কোথায় সাগর?
বিশুষ্ক বারিধি বারি, ধূ ধূ বালি সারি সারি,
যেও না যেও না হায়, (তায়) শুখাবে সত্বর,
করুণার রাশি সেই কোথায় সাগর?
হতভাগ্য বঙ্গবাসি, কি দেখিছ আর,
অমূল্য রতন;
কিরণের দীপ্ত খনি, মস্তকের শিরোমণি,
কৃতান্ত তস্কর হায় করেছে হরণ!
অভাগিনী বঙ্গমাতঃ, চির বিষাদিনী,
পাগলিনী প্রায়;
করে সদা হাহাকার, বরষি নয়নাসার,
কেন আর ঘুরিতেছ কঠিন ধরায়?
হের স্নেহময়ী মাতৃদুঃখে, বহিত উরস,
যেই মহাত্মার,—
বঙ্গভাষা চারু ভালে, জানকী-নয়ন-জলে,
দুলাইল যেই জন মুকুতার হার।

বিষাদিনী বিধবার, নয়নের জল,
দ্রবিয়া পরাণ,
করুণার নীরধার, বহিত অন্তরে যার,
উছলি তরঙ্গমালা ভাসাত নয়ান ?

দুর্ভিক্ষ-পীড়িত হায়, দীন নর নারী,
উচ্চ হাহাকারে ;
কুলিশ হুঙ্কারে যার, বিদারি হৃদয়াগার,
বাজিত ঝঞ্চনা ঘোর পরাণের তারে।

অন্তঃশীলা সরস্বতী, দানের লহরী,
নীরব স্বননে ;
যে উদার মহীধর, ভেদিয়া অবনী' পর,
মিশিত অনন্ত হৃদি বারিধি-জীবনে।

এবে সেই,—
করুণার নির্ঝরিণী, প্রতপ্ত মরুতে,
গিয়াছে শুখায়ে !—
ভাষার অমৃত-খনি, গ্রাসিছে ধরিত্রী ধনী,
গাম্ভীর্য্যের ভীম শৃঙ্গ পড়েছে গড়ায়ে !

নাহি মা ভারতে হায়, হেন প্রাণী আর,
যাহার অন্তর,
গলিবে তোমার দুঃখে, ভুলিয়া আপন সুখে,
বিসর্জ্জিবে অকাতরে শরীর নশ্বর !

হা বিধাতঃ,—

দুর্ভাগ্যের বিবর্ত্তনে, দীন ভারতের,
দুঃখের সাগর,
অনন্তের অন্তে স্থিত, কেন তারে কর ভীত,
আন্দোলি তরঙ্গমালা বক্ষের উপর ?

ওই শুন—

কোটি কণ্ঠ বিনিঃসৃত, কাতর চীৎকার,
বিদারিছে ব্যোম ;
বিষাদ সুদীর্ঘ শ্বাস, নিদারুণ হা হতাশ,
দুলাইছে ঘন, ঘন প্রভাকর-সোম।

অহহ !

শত সিংহনাদ প্রায়, এই ভীম রোল,
পশে না শ্রবণে ?
অসীম জলধি প্রায়, শোকের প্রবাহ হায়,
উছলি হৃদয় তব বহে না নয়নে ?

অহো— অভাগ্য যথন যার—অনন্ত প্রকৃতি
প্রতিকূল তাঁর !
শশাঙ্ক সহাস্য আলা, সুরভি কুসুম মালা,
কিছুতে থাকে না তার কোন অধিকার।
কেন তবে বঙ্গবাসি ফেলিছ আসার ?
কর সুস্থ মন,

মেলহ মানস-আঁখি, প্রাণের মন্দির ভাসি
নিরখ উদার মূর্ত্তি হাসিছে কেমন!
যায় যাক্ বক্ষ তব, দুঃখেতে জ্বলিয়া,
হউক অঙ্গার;
কিছু তাহে ক্ষতি নাই, মুক্ত কণ্ঠে বল ভাই,
'ঈশ্বর' ঈশ্বরে মিশি হ'ক ঈশাকার।

গুরুদেব,—
সুকার্য্য সন্ন্যাস ধর্ম্ম, করি উদযাপন,
গিয়াছ চলিয়া;
অনন্ত সুকীর্ত্তি তব, উড়িছে পতাকা ধব,
নিরখিয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টি, হরষে মাতিয়া,
অদম্য উৎসাহে যাব জীবন বহিয়া।

যাও তবে ঋষিবর! চিরানন্দ ধামে,
প্রফুল্ল অন্তরে;
পৌর্ণমাসী শশধর, ঢালিয়া বিমল কর,
যেথায় হাসিছে সদা অমল অম্বরে!

বশিষ্ঠ নারদ ঋষি, রেখেছেন তথা,
পবিত্র আসন;
ব'স গে তাঁদের পাশে, অপূর্ব্ব মধুর ভাষে
আলাপি সতত দেব জুড়াও শ্রবণ।

মহান্ পবিত্র প্রাণ! পাপের ধরায়,
নহে তব স্থান;
অনন্তের অন্ত কোলে, তোমার আবাস দোলে,
ওহে দেব ওই তব আশ্রম প্রধান!

কুরুক্ষেত্র।

উপহার।

বঙ্গ-কবি-চূড়ামণি, হে মধুসূদন,
কোথায় অমর বীণা করিছ বাদন ;
বঙ্গের সুশ্যাম বক্ষে কৌস্তুভ ভূষণ,
কোথা কোন্ সুরপুর করিছ শোভন !

কবি গগনে মেঘের কণ্ঠে শুনি তব স্বর
গায় শুন হেমচাঁদ ভারত সঙ্গীত ;
প্রতিধ্বনি রবে নাদে বৃত্র মহীধর,
গাইছে "নবীন" কবি "কুরুক্ষেত্র" গীত

আজি আনন্দে সতত বঙ্গ শতকণ্ঠ রবে
তোমার অমিত্র ছন্দ করে উচ্চারণ,
মধুচক্রে মুগ্ধ আজি বঙ্গবাসী সবে
লালায়িত বিন্দু মধু করিতে গ্রহণ।

আমি অক্ষম তুলিতে মধু তুলিয়াছি মোম,
পাবে কি করুণা বিন্দু এই অভাজন !

কুরুক্ষেত্র।

প্রথম সর্গ।

কুরুক্ষেত্রে।

শান্ত স্থির রণ-সিন্ধু ; প্রলয়-পয়োধি,
তরঙ্গ-তাড়িত বক্ষে হাহাকার করি,
দুলাইয়া ভূমণ্ডল গরজে না আর ;—
উৎসাহ হিল্লোলে নাহি কাঁপে হিমাচল।

স্তব্ধভাব ঘোর শূন্য—উদাস হৃদয়ে—
নেহারিছে প্রকৃতির মূরতি ভয়াল ;
আকুল অনন্ত ভাব, জলদে বিম্বিত
আরক্ত আভায় দীপ্ত প্রশান্ত নীলিমা !

বিকম্পিত অস্তাচলে জ্বলন্ত ভাস্কর,
অম্বরে জলদমালা জ্বালাময় কায় ;
এলায় আরক্ত জটা মহীরুহ চয়,
দূরে গিরিশৃঙ্গ ভাতে কৃশানু শিখায় ;

মহাকাল মহাক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র ওই,
রুধির তরঙ্গ ক্ষুব্ধ সমর শ্মশান ;
অর্দ্ধ দগ্ধ অট্টহাসি লহরে খেলায়,
আলেয়া জ্বালায়ে ফিরে পরেত নিশান !

ধূ ধূ করে চারিধারে শ্মশান গম্ভীর,
ধূ ধূ করে শিরোপরে অনন্ত আকাশ,—
সভয়ে মলিন বর্ণ—বিভীষণ ছায়া
অঙ্কিত উরস পটে স্থির অবিচল।

গদাস্কন্ধে কুরুরাজ মন্দ মন্দ যায়,—
দপ্ দপ্ বসুন্ধরা ধীরপাদক্ষেপে ;
স্বর্ণ ছটা দেহ ঘটা, উদ্যত গদায়
সুবর্ণ সুমেরু শৃঙ্গে মেঘের উদয় !

উন্নত বিশাল শাল প্রকাণ্ড শরীর,—
কনক মুকুট শিরে, প্রশস্ত ললাট
রঞ্জিত রুধির ধারে, আরক্ত বয়ান—
জ্বলে মহীরুহ শিরে জ্বলন্ত ভাস্কর।

কভু দীর্ঘগতি বেগে চালিত কাপাল,
অধীর মর্দ্দনে ক্ষিপ্ত রুধির কর্দ্দম ;
শিবাকুল ভয়াকুল দ্রুতবেগে ধায়,
কঠোর কর্কশ রবে উড়িছে খেচর

ঘোর অভিমানে কভু বিনত বদন,
সন্ধ্যার মলিন ছায়া ধীরে ধীরে সরে ,
হতাশের বহ্নিবাত্যা পরশে বা কভু
বিকট বিদ্যুত তাপে ঝলসে নয়ন।

কভু সরোষে আরক্ত ছটা—অরুণ বদন,
কড়মড়ি ভীমদন্ত, রোষে উর্দ্ধে ক্ষিপ্ত
জলন্ত অঙ্গার অক্ষি হানে তীব্র জ্যোতি ;
দপ দপ্ রঙ্গাঙ্গন উলকা জ্বালায় !

মুহুর্মুহু দীপ্ত দৃষ্টি দূরে প্রসারিয়া,
সমর শ্মশান পট আঁকিয়া হৃদয়ে,
আগ্নেয় উচ্ছ্বাসে শ্বসি, কহিলা গম্ভীরে ;—
বম্ বম্ প্রতিধ্বনি সুদূর অম্বরে—

"কে তুমি অম্বরে হাঁক ইরম্মদে রবে ?—
দুরুদুরু কেঁপে যায় মেদিনীমণ্ডল।
সূচীভেদ্য তমসার প্রগাঢ় ছায়ায়
শূন্যব্যাপী নীলিমায় ফেলিছ ঢাকিয়া ?

"দীপ্ত দিবাকর সুত তুমি কি আঁধার—
অনন্ত বিহারী ভীম কৃতান্ত করাল ?
বিস্মৃতি জড়িত ওই ঘনান্ধ গহ্বরে
একাদশ অক্ষৌহিণী হ'য়েছে বিলীন ?—

"তাদেরই ও কণ্ঠস্বর, ঘন ঘোর রোলে
দীর্ণ বক্ষে শূন্যে শূন্যে হাহাকার করি
গভীর বেদনা গান করিছে প্রচার ?—
দিকে দিকে ভীমরব ছুটে ছুটে যায়,—

"তাই কি নগেন্দ্র ওই, জলদ গম্ভীরে,
উদ্ধারিছে হৃদিভেদী প্রতিধ্বনি তার ?—
ওই কি সে সান্ধ্য মেঘে রহেছে শুখায়ে—
শতছিন্ন কলিজার তপ্তরক্ত ধার ?—

"ও কি নিশীথিনী, ওই বনান্তরালে
এলায়ে জটার জাল, রেখেছ ঘনায়ে
দূর শূন্যে বহমান তাদের নিশ্বাস ?—
তাই কি কাঁপিয়া ওঠে বিশাল কানন ?—

"ভীষণ অনন্ত শ্বাসে নড়ে ওঠে জটা ?
অহো ! সহসা শিহরি কেন উঠিল হৃদয় !
মরুভূমে নির্ঝরিণী হ'ল আবিষ্কার ?
ওকি, অনন্ত জলধি কেন ডাকিল কল্লোলে !

"ওরে রে পাষাণ প্রাণ কি দেখিলি হায়-
ওই কি সে সিন্ধুরোল পশিল শ্রবণে !
নহে ও নীলাম্বুরাশি—সম্মুখে গড়ায়—
নহে ও ভূধর-নাদী ভৈরব চীৎকার—

"কুরু কুলাঙ্গনা কুল গণ্ডবাহী ওই—
অশ্রু-স্রোতে বহে সিন্ধু অকূল অপার !
গগনে উথলে ঘন ঘোর হাহাকার,
নীল বক্ষে ধীরবাহী ভীষণ উচ্ছ্বাস।

"অম্বরে জলদমালা গরজে গভীর,
গভীর আঁধারে ঘন ছেয়েছে গগন ;
সঘনে চাপিয়া পড়ে হৃদয় আমার,
অন্তরে কাঁপিয়া ওঠে ভীষণ চীৎকার !

ওই　"শূন্যব্যাপী জলদের ইরম্মদ গান,
পরশি অনন্ত প্রান্ত ছুটিছে আবার !
এল　জলধির কলরোল প্রভঞ্জন শ্বাস—
ভূধর কানন হ'তে প্রতিধ্বনি তার !

"ওই তান ঝন্ ঝন্ বাজিছে শ্রবণে—
যায় যাক্ জ্বলে যাক্ অনন্ত বাহিনী,
দূর ভবিষ্যত্ তব হউক আঁধার,
নাচুক সম্মুখে দান্ত কৃতান্ত মূরতি—

"ভুলোনা ভুলোনা কভু প্রতিজ্ঞা আপন ;
হতাশের বহ্নিবাত্যা দহুক পরাণ,
ভস্ম হোক উচ্চমান তৃণের সমান,
ভুলোনা ভুলোনা কভু প্রতিজ্ঞা আপন !

"জ্বালায়েছ যেই চিতা মরম ইন্ধনে,
জ্বলুক জ্বলুক তাই অনন্ত শিখায়—
এক বিন্দু তপ্ত রক্ত যতক্ষণ রবে,
প্রদানিবে মুহুর্মুহুঃ জ্বলন্ত আহুতি!

"তবে সে পারিবে তুমি পূরাতে প্রতিজ্ঞা!-
তবে সে হৃদয় তব ওই দৃশ্যমান,
উত্তুঙ্গ নগেন্দ্র প্রায়—অটল উন্নত
রবে দাঁড়াইয়া,—প্রতিঘাতে ফিরে যাবে

"অরাতির মেঘদন্ত, বিক্রম ঝটিকা!"
কহিতে কহিতে বীর হইলা উন্মত্ত,
নয়নে তড়িত জ্যোতি ছুটিল ছটায়,
সিংহ জটা কেশ ঘটা ফুলিয়া উঠিল।

কেশরী গর্জ্জনে ঘোর কহিলা গম্ভীরে,—
নির্ব্বাত জলধি ধীর অনন্ত গগন,—
বিধূম পাবক শিখা—নিশ্চল নীরদ—
সভয়ে দেবতা শুনে ভীষণ নিস্বন;—

"ক্ষান্ত হও দেব রোষ, ক্ষম পিতৃগণ,
হেরিওনা, পিতামহ, ভ্রুকুটি বিভঙ্গে,
আচার্য্য হে, ব্রহ্মশাপ জ্বালাওনা আর;
ক্ষম দোষ, মহাদেবি! হে গর্ভধারিণি;—

"বিনা যুদ্ধে নাহি দিব স্বচ্যগ্র মেদিনী— !"
"অম্বর-বিলাসী ওহে শুন বীরগণ,—
ক্ষিণ্ণমনা শুন ওগো কুরুসীমন্তিনি,
"বিনা যুদ্ধে নাহি দিব স্বচ্যগ্র মেদিনী !"

"জলদ-বিহারী দেব শুন বজ্রধর,
ভূধর ভৈরব নাদী—শুন—পশুরাজ,
বিক্ষুভিতা ঝঞ্ঝাবাতে শুন তরঙ্গিণি,
"বিনা যুদ্ধে নাহি দিব স্বচ্যগ্র মেদিনী— ।"

এত কহি কুরুরাজ, ক্ষুভিত হৃদয়ে,—
কুপিত ভুজঙ্গশ্বাস ছাড়িলা শূন্যেতে,—
রণাঙ্গনে করি ঘন ঘন দৃষ্টি পাত ;
হইলা ভীষণতর—উদ্যত গদায়—

যেন দণ্ডধর কাল উন্নত বিশাল !
অবনী অম্বর পূরি কানন কন্দর,
ছুটিল গগনভেদী ভীম প্রতিধ্বনি—
"বিনা যুদ্ধে নাহি দিব স্বচ্যগ্র মেদিনী— !"

"বিনা যুদ্ধে নাহি দিব স্বচ্যগ্র মেদিনী !"
দিকে দিকে ভীম রব পাইল আঘাত,
ফিরে এল প্রতিধ্বনি কুরুরাজ হৃদে,—
"বিনা যুদ্ধে নাহি দিব স্বচ্যগ্র মেদিনী— !"

প্রভঞ্জনে আন্দোলিত যথা তরুরাজ,
কাঁপিয়া উঠিল সেই ভীষণ আকার ;
উদ্বৃত্ত নয়নদ্বয়, দংশিত অধর।
চাহি রণস্থল দূর কহিলা আবার,—

"অনন্ত বীরের হৃদি করি আলিঙ্গন,
অনন্ত পুণ্যের বায় করি বিকীরণ,
রহ তবে কুরুক্ষেত্র—পবিত্র শ্মশান !
হেরিয়া তোমার বক্ষে, উৎসাহ উদ্দীপ্ত-

"হইবে উন্নত প্রাণ,—হেরিবে জগত্—
বীরত্বের ইতিহাস—ওই পড়ে রয় !
হবে কণ্টকিত দেহ,—সু-উষ্ণ রুধির
ধমনী নাচিয়া ব'বে তরঙ্গে—তরঙ্গে !

ক্ষম দেব—ক্ষম দাসে—বিদায় বিদায়—
থাকে যদি পুণ্যবল, ফিরিব আবার,—
বীরের মহান্ মোক্ষ পবিত্র আশ্রমে ;
এই স্থান আলিঙ্গিয়া লভিব বিরাম !"—

এত কহি কুরুরাজ হইলা নীরব।
নিস্তব্ধ প্রকৃতি ধীরে উঠিল কাঁপিয়া !
মেঘশ্যাম লৌহ গদা ঊর্দ্ধে তুলি বীর
পরশি ললাট, ধীরে নমিলা ভাস্করে ;

প্রণমিলা কুরুক্ষেত্রে—মাখিলা গৌরবে
বীর পদধূলি ল'য়ে প্রশস্ত ললাটে ;
ফিরি ফিরি হানি দৃষ্টি, চলিলা নীরবে
ধীরে ধীরে, ত্যজি সেই বিঘোর শ্মশান।

দ্বিতীয় সর্গ।

দ্বৈপায়নে।

নিথর নিশীথে থির নীলিমায় ভাসি,
হাসিতেছে শশধর সুবর্ণ হাসনি ;
উছলি উছলি শূন্যে ভাসে হাসি রাশি,
অমল ধবলালোকে উজল অবনী।
চারিদিকে ঝিকিমিকি মুকুতার মত,
নক্ষত্র রতন কত নিভিছে ফুটিছে,
কৌমুদী-কিরণে কিবা দীপ্ত ছায়াপথ,
বিশদ অঞ্চল যেন হীরকে ঝকিছে ;
নীরদ তরঙ্গ রঙ্গ কত মনোহর,
উড়ে পড়ে চাঁদ মুখে মরি কি সুন্দর !

বিস্তৃত প্রান্তর ধীর স্থির নিশীথিনী,—
চৌধারে বেষ্টিত ঘন বিশাল কানন ;
উদিত অনন্ত কোলে, শূন্য বিহারিণী,
জ্যোছনা রঞ্জিত চারু মেঘের মতন ;
মণ্ডিত মৃদুল তৃণ, শ্যামল শোভায়,
মৃদুল বিমলালোকে স্নিগ্ধ ধরাতল

সন্ সন্ স্বনে শূন্য সমীর বহায়,
প্রশস্ত হ্রদের জল করে টল মল,
প্রস্ফুটিত শতদল কিবা ঢল ঢল,
গুন্ গুন্ রবে উড়ে যত অলিদল।

নীরবে দাঁড়ায়ে হেথা বীর তিন জন—
সম্মুখে বিস্তৃত বক্ষ হ্রদ সুবিমল,—
অঙ্কিত গভীর ছায়া মলিন বদন,
হেরিছে অনন্যমনে শূন্য ধরাতল!
পড়েছে তিনটি ছায়া রজত উরসে,
সমীর হিল্লোলে মৃদুলহরী লুণ্ঠিত;
হৃদয়ের মলিনতা যেন সে সরসে,
নিরাশ প্রতপ্ত শ্বাসে, হ'তেছে কম্পিত।
নিরমল সরোজলে অঙ্কিত কালিমা—
অনন্ত প্রকৃতি তায় চিন্তার প্রতিমা।

অস্থির কৌরবপতি, চঞ্চল চরণ,
সুগভীর শ্বাসে টুটে চিত্ত নীরবতা—
ভ্রুকুটি কুটিল ক্ষিপ্ত গম্ভীর বদন,
স্থির দৃষ্টি, লক্ষ্য-হীন মর্ম্ম ব্যাকুলতা।
নীরব আকাশ দূরে রয়েছে তাকায়ে,
সুধীর সমীর সিন্ধু বহিছে বিষাদ,

ভাবনার ছায়াগুলি শূন্যে ভেসে যায়,
স্থিরতারা দৃষ্টিহারা, শান্ত নিশানাথ!
অঙ্কিত মর্ম্মরে নীল শতদল পারা,
শোভিতেছে শশধর স্থির সুধাধারা!

ভাঙ্গি নৈশ নীরবতা, বৃষরাজ স্বরে,
কহিলা কৌরবরাজ, কাঁপায়ে প্রান্তর,—
"ছিল সবি পূর্ব্বধারে, পশ্চিম আঁধারে
অস্তগত এবে হায়,—অনন্তের স্তরে।
ভেদি দূর নীলিমায় হইল প্রকাশ
দুর্ভাগ্য রাহুর ছায়া, ধীরে ধীরে ধীরে,
শান্তি শশধরে ওই করিল গরাস!
ডুবিল অনন্ত বিশ্ব দুঃখের তিমিরে!
হাসি শশী নভসরে ভাসিল না আর —
ভাসিলনা—ভাসিলনা—উদিবে কি আর!

"নিরাশায় সুধাধার হ'বে কি সঞ্চার?
আবার কি সুখময়ী শান্তি তরঙ্গিণী,
ধাবে সুমধুর স্বনে;—বিষাদ বন্ধুর
এই হৃদয়ের তটে, টলিবে তটিনী?
হের ভীম রণস্থল, হের একবার,
হের হিহি রবে ওই, ছিন্নশিরঃ লয়ে;

নাচিছে উলঙ্গ অসি, ঝরে রক্তধার ;—
সব তুণ্ডে, মুক্তদন্তে, আরক্ত হৃদয়ে,
ওই সে আশার মম মূরতি বিকাশ !—
ওই জ্ঞান বুদ্ধি মোর সাহস বিভাস !

অহহ— "প্রেতের প্রবোধ মন্ত্রে, সবের উল্লাসে,
শকুনি কর্কশ রবে, শৃগাল চীৎকারে,
আজি কি হৃদয় বাঁধি সমর-বিলাসে
মাতিবে বিমুগ্ধ প্রাণ ? ঘুচিবে বিকার ?—
হের, সখে, হের ওই নিশীথ-প্রবাহে—
ভয়ঙ্করী বিভীষিকা ভাসিয়া বেড়ায় !
চাহে না হৃদয় আর ক্ষুধিত উৎসাহে,
উড়াইতে বহ্নিদন্ত, জ্বলন্ত শিখায় !
আমার আশ্রয় ওই প্রকৃতি নির্ম্মল,—
যাও সখে অন্ধরাজে কহিও সকল !"

কৌরব গৌরব রবি নীরদ নিবাসে
হেরি দীপ্তিহীন ম্লান ; জলদ গর্জ্জনে
কহিলা আচার্য্য-সুত,—বচন বিকাশে,
ছুটিল তড়িত জ্যোতি তরঙ্গ নর্ত্তনে —
"সত্য বটে, মহারাজ, কোটী বজ্রাঘাতে
অদম্য হৃদয় তব হইয়াছে চুর,—

ঘূর্ণমান কালচক্র, চলে সাথে সাথে,
প্রলয় হুঙ্কারে আজি স্তব্ধ কুরুপুর ;—
একাদশ অক্ষৌহিণী এবে ভস্মসার,
উড়ে পড়ে রাশি রাশি প্রাংশুর আঁধার—

কিন্তু "পাণ্ডবের দূতরূপী দৈবকী তনয়ে
যে বিক্রমে চেয়েছিলে করিতে বন্ধন,—
অহো কোথা সে অদম্য তেজ হয়েছে বিলয় ?—
কোথায় প্রতিজ্ঞা তব দম্ভ হুতাশন ?
ভীমের কঠোর পণ ভুলিলা কি হায় ?
ভুলিলা কি সে দুরাত্মার অট্ট উপহাস ?—
না চূর্ণি তাহার দর্প, ওই গদাঘায়ে,
কেমনে কেমনে এই জ্যোছনা বিলাস—
প্রান্তরে হ্রদের কোলে, করিবে ভ্রমণ ?—
কেমনে নিশ্চিন্ত রবে অৰ্দ্ধ-দগ্ধ মন ?

"সে দুরন্ত ব্রহ্মঘাতী, নীচ দুরাচার,
গুরুদ্রোহী, পাপাত্মার না বধি জীবন,
কেমনে হে কুরুরাজ, জীবনের ভার,
অনল প্রদীপ্ত হৃদে করিবে বহন ?
জামদগ্ন্য দর্পভাতি দীপ্ত হুতাশন,
খেলিত যাহার নেত্রে ; ভূতলে উদয়

দ্বিতীয় ক্ষত্রিয় কাল, তেজস্বী ব্রাহ্মণ ;

যার হুঙ্কারে কাঁপিত ব্যোম জলধি নিলয়—
যে বীর সমর-ক্ষেত্রে খণ্ডে জলদল,
ঢুলাত দুর্জ্জয় তেজে বিন্ধ্য হিমাচল !
"যার দীর্ঘ পরমায়ু করিতে নিশ্চিত,
সূর্য্যকক্ষে শূন্য বক্ষে প্রলয়-প্রবাহে,
পঞ্চাশী আবর্ত্তে পৃথ্বী হইলা ঘূর্ণিত ;
যেই বৃদ্ধ বীর, ধৃত দাবানল দাহে,
ভস্মি নর মহীরুহ, তব জয় আশে,
ধাইত সমর রঙ্গে কিশোর উল্লাসে ;—
বল বল কোন্ প্রাণে, ওহে বীরবর,
ত্যজি দম্ভ, অভিমান, ক্ষাত্র রোষানল,
সহিবে মরণ তাঁর অন্যায় সমরে ?
উপেক্ষিবে অরাতির গুরুদ্রোহী বল ?
বীর্য্যবান্, ক্ষেপ কাল করে পরিতাপ,
জ্বলিবে হৃদয়ে তব ব্রহ্ম-অভিশাপ !

ওই— "উন্মত্ত কেশরী কাল, ঊর্দ্ধ জটাজাল,
শিরসে সুশুভ্র কেশ যেন সূর্য্যছটা ;
লোল অঙ্গে অগ্নিকণা ভ্রুকুটি কপাল,
বিজিত বিজলী-জ্যোতি নয়নের ছটা ;
বিশাল কোদণ্ড দীপ্ত ঊর্দ্ধবাহুদ্বয়,

প্রশান্ত আকাশ-বক্ষে জলদ বিন্যাস
অভেদ্য কবচে গুপ্ত বাৎসল্য হৃদয়,
শুভ্র বেশ, শুভ্র কেশ, আনন সহাস,
ক্ষত্রকুলদর্পহারী ওই ব্রহ্মবীর,—
দ্বাপরের গুরু ওই সুদৃঢ় স্থবির!

"ওকি পিতৃদেব!—তব আত্মজ অধম,
এখন(ও) অলস, সুপ্ত হ'য়ে উদাসীন,
এখন(ও) প্রাণের জ্বালা করেনি বারণ,—
তাই কি বিনত তব বদন মলিন?
হা নির্ঘৃণ হৃদয়!—সহ শত্রু-উপহাস!
অহো ধিক্ বীর্য্যবল—লুপ্ত বিপক্ষ হুঙ্কারে!
দগ্ধ বাহুদণ্ড—নত অরাতির দাস!
বিফল প্রতিজ্ঞা—শুনি ধনুক টঙ্কারে!
পাণ্ডবের রক্তে ধরা হ'লো না প্লাবিত?
তারা সৌভাগ্য-শশাঙ্ক-অঙ্কে এখন (ও) শায়িত?

"অহো—সহে না—সহে না—পিতৃহন্তা পাপ-
ক্রূর দুরাচার চায় অট্ট উপহাসে!—
হেরে শান্ত আঁখি তার মার্ত্তণ্ড প্রতাপ!
মূষিকের দর্প অহো ভুজঙ্গ সকাশে?
উঃ জ্বলে যায়—কাল অগ্নি ছিন্ন মর্ম্মস্থলে!

নরকের জ্বালা দহে প্রতিহিংসা-স্রোতে—
ভীমরবে ফাটে হিয়া কূট হলাহলে !
ফুটিছে ফেণিল হিয়া মর্ম্ম অবরোধে !
ওরে রে, অধর্ম্মাচারি, ভুজঙ্গ হৃদয়—
দেখ্ রে শিয়রে তোর কৃতান্ত উদয় !—

"ক্ষম, পিতৃদেব, নরকের কূটবাত্যা
হ'বে বিদূরিত, সুবিমল শশধরে—
কলঙ্কীর দৈত্যছায়া, কালকেতু আত্মা,—
ভাসিবে না আর ?—ভাসিবে না বায়ুস্তরে
প্রাণের প্রশ্বাস তার, নেত্রে চন্দ্র তারা,
নীরদ-নিনাদী ঘোর দীপ্ত শরাসন,
অব্যর্থ গাণ্ডীব ব্যর্থ হ'বে লক্ষ্যহারা,—
খাণ্ডব দহনে দীপ্ত যশঃ-হুতাশন
হইবে নির্ব্বাণ, ভীম রক্ত উদ্গীরিত
বজ্র ভিন্ন গিরি প্রায় হ'বে বিদারিত !

"মৎস্য-লক্ষ্য-ভেদে যথা বাণ বরিষণ,
পাঞ্চালীর আঁখিধারা ববে ঝর ঝর,—
শ্মশানে বিকট হাসি—প্রেতিনী-নর্ত্তন—
হেরি ধর্ম্মরাজ্য আশা হ'বে থর থর !
উঠ—উঠ, কুরুরাজ, হের আশানব,

দীপ্ত করতল মম ব্রহ্মশির ধারে,
চূর্ণ হবে সুদর্শন, অশনি নীরব,
খণ্ড মুণ্ড পাণ্ডবের ভাসিবে পাথারে !
যদি, পিতৃহন্তা মহাপাপ না লভে নির্ব্বাণ—
হবে, পিতৃহত্যা পাপে মোর নরক শয়ান !”

জ্বলন্ত উৎসাহে পূর্ণ দৃপ্ত দুর্য্যোধন,
হেরি ব্রহ্মশির বাণ, উঠিল ফুলিয়া ;
কালদণ্ড ভীম গদা কম্পে ঘন ঘন,
অচল আধার ধরা উঠিল দুলিয়া ;
স্তবধ প্রান্তর দূর বিকম্পিত করি ;
গভীর বৃষভ-স্বরে, কহিলা বীরেশ—
“সখে—সখে—কালি তব বাহুবল ধরি
টলিব সমর রঙ্গে, শান্তি সুখলেশ
রবে না—রবে না—কভু মেদিনী অম্বরে,—
বিদারি হৃদয় যবে বাহিরিবে শ্বাস,
তবে ধরা হবে শান্ত, নির্ম্মল আকাশ !”

পূর্ব্বাসারে ধীর আলো হইল প্রকাশ,
হেরি কুরু-নরপতি কহিলা তখন—
“যাও, সখে, কোন (ও) স্থলে করহ নিবাস,
আমি এ হ্রদের জলে হ’ব নিমগন ;

বিগত দিবস যবে রজনী আসীন,
এস সখে দুই জনে করিব মন্ত্রণা ;
হেরিয়া দুর্দ্দিন কভু হ'ব না মলিন,
শ্মশানে শয়ান, কিম্বা লক্ষ্মী আরাধনা।"
আশীষি কৌরবে দোঁহে করিলা গমন,
নিবিড় অরণ্যে কোন পশিলা তখন।

স্থির শান্ত হ্রদবক্ষে স্থাপিয়া নয়ন
কহিলা উন্মত্তপ্রায়, কাঁপিল গগন,—
"হও রে বিদীর্ণ প্রাণ, ওহে জলাশয়,
পারি না সহিতে ওই উজল কিরণ,—
পৃথ্বীপতি নৃপতির উহাই আশ্রয়—
প্রকৃতির শান্ত কোলে করিব শয়ন !
যে জালা হৃদয়মাঝে জ্বলে অনিবার—
ডুবিয়ে অগাধ জলে করিব নির্ব্বাণ !
প্রশান্ত উরস তব, হৃদয় উদার,
চাহিও শীতল জলে তুষার আরাম ;
আসমুদ্র ক্ষিতিপতি মানী দুর্য্যোধন,
চাহে দান, প্রত্যাখ্যান করোনা কখন।"

এত বলি জলস্থলে কৈলা গদাঘাত,
উছলি উঠিল জল, স্পর্শি মেঘদল ;

পর্ব্বত প্রপাত, যেন অশনি নির্ঘাত,
বিদারিল বারিবক্ষ বিকাশি অতল ;
অমনি বীরেশ তায় পড়িল ঝাঁপায়ে,
বিদীর্ণ উরসস্থলে মিলিল আবার।
তরঙ্গে তরঙ্গে বারি মণ্ডলে ঘুরিল,
ক্রমে স্থির, ধীর কায় মেঘের আকার।
বিস্ময়ে আকাশ দূরে রহিলা তাকায়ে—
নিস্তব্ধ নির্ব্বাক কাল চলিল গড়ায়ে ॥

তৃতীয় সর্গ।

মন্ত্রণা।

পূর্ব্বদিকে প্রভাকর ধীরে ধীরে ধীরে
ভাসিল গগনমার্গে, তরল কিরণে
উজলিত ঘনদল হাসিয়া উঠিল,
চমকিল রক্তছটা, ভূধর-শিখরে,
গৃহচূড়ে, তরুশিরে, প্রান্তরে, সলিলে;
আলোক-তরঙ্গে মহী লাগিল ভাসিতে
ফুটিল প্রসূনকুল মঞ্জু কুঞ্জ বনে।
বিহঙ্গ মধুরস্বরে, প্রভাতি-উৎসবে,
সুধৌত সৈকতে ধীর ব্রহ্মকণ্ঠ রবে,
কৃষ্ণসখ পাণ্ডবের বিজয় সঙ্গীতে,
তাপনী তরঙ্গরঙ্গে চলিল নাচিয়া—
ধীরারাবী সিন্ধুসহ গায়িতে উল্লাসে।
স্নান দান পূজা আদি করি সমাপন,
বসিলা পাণ্ডব পঞ্চ নিভৃত নিবাসে;
হরষে হিল্লোল তুলি পাঞ্চজন্য রবে,
আইলেন হৃষীকেশ, মৃগরাজ-গতি;

দুর্জ্জয় সাত্যকি সহ যদুবংশ বীর ;
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র বসিলা উল্লাসে।
কতক্ষণে ভীমসেন, ভীম পরাক্রম,
কহিলা গভীর দম্ভে, চাহি ধর্ম্মরাজে—
"এখন (ও) নিশ্চিন্ত কেন হেরি, মহারাজ,
আছে কি সন্দেহ কোন বিজয়-গৌরবে ?—
বিগত বিষমাঘাতে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ,
বিলুণ্ঠিত ছিন্ন সব শ্মশান-প্রান্তরে,
বিঘূর্ণিত ঘোর গদা ঘন ঘূর্ণাপাকে
কম্পিত কৌরব কায়, যথা তরুদল
স্পর্শি প্রভঞ্জন শ্বাস। দুরন্ত আহবে
বিক্ষিপ্ত বিচূর্ণ অস্থি উধাও অম্বরে ;
ত্রাসে ত্রস্ত রক্তধারা উথলি সবেগে
বিদীর্ণ হৃদয় দ্বারে হ'য়েছে বাহির ;
রেণু রেণু মুণ্ডমালা মিশি ধূলিসহ,
সাপটিয়া ঝঞ্ঝাবাত, আঁধারি গগন,
উড়ে দিগন্তের কোলে ! সব্যসাচী-শরে
ভস্মবীর্য্য অরাতির মর্ম্মগ্রন্থিদলে,
উড়েছে নিশান ওই আকাশের কোলে।
অই শুন, মহারাজ, গম্ভীরে জলদ
ঘোষিছে গগনে তব বিজয়-সঙ্গীত ;
দুলিছে সে ধ্বনি শুনি সুপ্ত পারাবার,

উত্তাল তরঙ্গ তুলি হাঁকিছে গম্ভীরে,—
হুঙ্কারি ভূধর-শৃঙ্গে ফিরে পশুরাজ—
জাগিছে অনন্ত বিশ্ব জয় জয় রবে !
কেন তবে, মহারাজ, বিষাদে মলিন—
নিক্ষিপ্ত অন্তরে ওই বিজয়-লাঞ্ছন ?
ধর দণ্ড, লহ তুলি মার্ত্তণ্ড-গৌরব,
অরাতি-আক্রোশ দম্ভ হউক বারণ !”
কহিলা ফাল্গুনী তবে চাহি ধর্ম্মরাজে,—
“চঞ্চলা বিজয়লক্ষ্মী করায়ত্ত তব,
উজ্জল সুবর্ণ-জ্যোতি মুকুটমালায়
শোভিত বরাঙ্গ তব—হেরিতে সতত
বাসনা কমলা মনে—অসহায়া আজি,
এ ঘোর দুর্দ্দিনে তিনি ভীম কুরুক্ষেত্রে,
চূর্ণপ্রায় সাম্রাজ্যের ভগ্নদণ্ড ধরি,
শোণিতে আরক্তকায় এলায়িত কেশে,
হাহাকার করি সদা ভ্রমিছেন হায়—
ব্যাকুলিত রাজলক্ষ্মী পাপ উৎপীড়নে !
অশ্রু-আঁখি ইন্দুমুখী কুরঙ্গিণী প্রায় ;
ভয়ভীত ইতস্ততঃ শুষ্ক নিরাশায়,
ব্যথিত কোমল প্রাণ, আতঙ্কে অথির ।
মহারাজ, তুলি লহ স্বর্ণ-শতদল,
নিরাশ্রয়া কমলার হও গো আশ্রয়,

নীলাম্বু-নিধির শোভা করহ ধারণ।”
প্রশান্ত মূরতি ধর্ম্ম, সান্ত্বি ভ্রাতৃদ্বয়ে,
কহিলা সুধীর স্বরে বচন মধুর—
“বারিধিবেষ্টিত এই বিশাল বসুধা,
হৃষীকেশ কৃপাবলে লভিয়াছি মোরা ;
বৃকোদর, ধনঞ্জয়, ক্ষত্রগণ আর,
অরাতির ভাগ্যশিখা করিলা নির্ব্বাণ।
কিন্তু, এই কি হে রাজ্যভোগ, হায় ক্রূর
জীবনের ভার এই বিশাল সাম্রাজ্য—
কেমনে বহিব হায় বল হৃষীকেশ ?
বিজয় নিনাদ সহ, যবে কম্বুরবে,
মিশিবে করুণ রাগ, ক্রন্দনের রোল,
তখনি হৃদয়ে মোর দুরন্ত ঝটিকা
হ'বে প্রবাহিত, ছুটে যাবে অনন্ত জলদ।
হয়ে রাজ্যেশ্বর—সব পাপের পীড়ন,
রাজদণ্ড রাজারেই করিবে শাসন।
লোভে পাপ জন্মিয়াছে, প্রায়শ্চিত্ত তার
বুঝি নারায়ণ এই করেছ মনন ?
বৃকোদর, দুর্য্যোধন তব জ্যেষ্ঠ ভাই,
তারে লয়ে রাজ্য কর হরষ অন্তরে।
ক্ষম, কৃষ্ণ নাহি কার্য্য ঐশ্বর্য্যে, প্রতাপে,
ভীষণ বিষাদ ম্লান তাড়িছে জীবন !”

ধীরে ধীরে হৃষীকেশ তুলিলা নয়ন,
সুথির প্রসন্ন হাসি সুনীল বদনে ;
উদিত নীরেন্দ্র-নীরে, শশাঙ্ক-শোভায়
আলোকিত যেন স্থির প্রশান্ত নীলিমা ;
কহিলা বিশদ স্বরে—চাহি ধর্ম্মরাজে,—
"অহো !
অধর্ম্মের শেষ বিন্দু মুছিল না তবে !
ধর্ম্মরাজ্য হেথায় কি হ'ল সমাপন !
মহারাজ—
যে আশায় বাঁধি বুক—অনলে, সলিলে,
কাননে, কন্দরে, কত সহিলা হে ক্লেশ ;
যে আশার শুষ্ক তৃষ্ণা করিতে নির্ব্বাণ,
কর্দ্দমিত ধরাতল স্বজাতি-রুধিরে ;
প্রদীপ্ত করিতে যার নিস্তেজ বিভাস,
সমবেত ক্ষত্রতেজ দূর নভস্তলে ;
বিম্বিত বিমান ব্যাপী অসহ্য উত্তাপে,
থেকে থেকে জলদল উগারে অনল ;
সে সফল আশার বর্ণ মুছিয়ো না আর—
ভুলিও না জীবনের কর্ত্তব্য আপন।

একি, মহারাজ, নাহি তব রাজ্য-লিপ্সা
হৃদয়ের মাঝে, অসহায় প্রজাকুল
হয়েছে ব্যাকুল, পালন কৌশল তার

উদ্ভাবিতে হিয়া তব করে না যতন ?
শুধুই কি তবে হায় স্বজাতি-হিংসায়,
জ্বলিল ভারতবক্ষে সমরের জ্বালা ?
টলিল তরঙ্গ-রঙ্গে শোণিতের ধারা ?
জ্বলন্ত শিখায় কেন পতঙ্গের প্রায়,
অগণ্য রাজেন্দ্রবৃন্দ ধাইল উল্লাসে ?
ছিল না কি মূল তার ? ধূমকেতুপ্রায়,
দুরাচার দৈত্যকুল, ভারত-গগনে
জ্বলিত প্রদীপ্ত তেজে, দরশনে তার
কাঁপিত তপস্বী-প্রাণ, পড়িত কালিম
ছায়া স্বরগের দ্বারে ; বিবর্ণ দেবেন্দ্র-
বৃন্দ উন্নত আসনে। টলিল ধরণী,
অসীম সমর-সিন্ধু উঠিল গরজি,
নিবে গেল বহ্নিকণা ধরণীর তাপ ;—
তুমি ধর্ম্ম উপলক্ষ তার। যোগীন্দ্র ভৈরব
বীর বৃদ্ধ পিতামহ, কি সাধে লভিলা
হায় সমর-শয়ান, কেন ব্রহ্মবীর
আচার্য্য ত্যজিলা প্রাণ, দৃপ্ত অঙ্গরাজ,
বিধূম পাবক হায়, হইলা নির্ব্বাণ ?
ছিল বাঁধা স্নেহ-ডোরে দুর্য্যোধন পাশে,
কৃতজ্ঞ হৃদয় সবে ত্যজিলা পরাণ,
লভিলা বীরেশবৃন্দ মেদিনী-শয়ান ;—

তুমি ধর্ম্ম উপলক্ষ তার। এবে মহারাজ,
বিনাশি নরেশবৃন্দে, ত্যজি রাজ্যভার,
হও উদাসীন যদি ধরিত্রী পালনে—
স্বজাতি-হিংসার পাপে ডুবিবে নিশ্চয়,
অহেতু অম্বরে বাজ বাজিবে গম্ভীরে,
ঝটিকা তাড়িত সিন্ধু উঠিবে উথলি,
অনন্ত জগত রাজ্য হইবে বিকল।
আর মহামানী সেই দুষ্ট দুর্য্যোধন,
তব দত্ত রাজ্য নাহি করিবে গ্রহণ ;
তাই বলি, মহারাজ, তুলো না মানস-
পটে অরণ্যের ছায়া ; স্থিরচিত্ত করি
বধিতে কৌরব-রাজে করহ যতন ;
থাকিতে জীবন তার, কার সাধ্য হেন
বসিবে সে সিংহাসনে নিরাতঙ্ক প্রাণে,
উড়াইবে ধরমের বিজয়-নিশান !"
  অমনি উঠিলা বেগে পবন কুমার,
কহিলা অনল-দর্পে বচন ভৈরব—
  "সহিয়াছি বহুকাল, সহিব না আর—
জ্বলেছে কঠোর প্রাণ তীব্র কালকূটে,
হয়েছে পাষাণ প্রাণ মমতা-বিহীন।—
ওহে ধর্ম্মরাজ—নহে বহুদিন গত,
জীবনের ইতিহাস ভুলিলা কি সব ?

কৌরব কুলের গ্লানি, জ্বলন্ত অঙ্গার,
ভুলিলা কি কালরূপী পাপ দুর্য্যোধনে ?
হের ওই দুঃশাসন-ধৃত মুক্তকেশ—
কাঁদে যাজ্ঞসেনী, হের বিবসনা বেশ—
আকুল নয়ন তার—শুন শুন ওই—
তীব্র উপহাস—হের মৃত্যুছায়া ব্যাপ্ত,
ওই স্থির সভাজন—বুঝি অধোমুখে
গণিছে ধরণী-হৃদে আগ্নেয় লহরী—
ক্ষুভিত কৃষ্ণার তপ্ত নয়নধারায় !—
ওকি—ওকি—হের ওই উন্মুক্ত জঘন—
বঙ্কিম নয়ন, শুন হাসির তরঙ্গ,
হুহু করি হিয়া মাঝে জ্বলিল অনল !—
অহো পরিতাপ !—কেবলি সে তোমার কৃপায়
দীর্ণবক্ষে দুর্য্যোধন চুম্বিল না ধরা।

উঃ— শুখাইল কণ্ঠতালু শোণিত পিয়াসে,
পাপ দুঃশাসন-বক্ষ করিয়া বিদার,
করিয়াছি নির্ব্বাপিত রুধিরের তৃষা !
কিন্তু হায়, ধিক্ বাহুবলে, ধিক্ মম
নামে—যদি সে জঘন নারি করিতে ভঞ্জন।
শান্তি—শান্তি—শান্তি, নাহি সে আভাস—
যত দিন চিতা-ধূম না হেরিব তার !—
হের মহারাজ, হের ওই সপ্তরথী—

যেন ঘোর প্রভঞ্জন ঘূর্ণবেগে ধায়,
বাণমুখে অগ্নিকণা ঝলকিয়া পড়ে,
হের ওই অভিমন্যু যেন সিংহশিশু
আক্রমে মহিষবৃন্দে প্রলয় প্রলম্ফে ;
বিস্ময়-আবিষ্ট আঁখি, দূর শূন্য পরে
স্থিরদৃষ্টি দেবরাজ দেবদল সহ।

অহো ! অনন্ত যাতনা হৃদে করিছে সংগ্রাম,
অই শুন অভিমন্যু ডাকিছে কাতরে,
কোথা বীর পিতৃগণ, কোথা কৃষ্ণ বলি ;
একমাত্র মহাপাপ ওই দুর্য্যোধন,
রয়েছে দাঁড়ায়ে ;—পাইলে আহুতি তার,
প্রধূমিত তপ্ত শ্বাস হইবে নির্ব্বাণ ;
তবে সে হইবে শান্ত মম রোষানল।
হায় পুত্র অভিমন্যু, হলে নিরুত্তর,
পেলে না আশ্রয় তাই অভিমান-ভরে,
শুনিলে না কথা মম ? অহো মহারাজ,
এখন(ও) অক্ষুণ্ণ কৃপা দুষ্ট দুরাশয়ে
রাখিয়াছে অনাহত ? এখন(ও) তার,
হয় নি নিরুদ্ধ শ্বাস ? মায়ার শৃঙ্খল,
কৃতান্তের কালদণ্ডে টুটেনি নিশ্চয় ?
দীর্ণ করি হিয়া তার গৃধিনী শৃগাল
হেরিছে না মর্ম্ম তার কি দ্রব্যে গঠিত ?

রহ, মহারাজ, রহ প্রভু শান্তি ল'য়ে,
উঠ ধনঞ্জয়, ত্যজ চিত্ত-মলিনতা,
কোথায় গাণ্ডীব তব, ধর একবার,
দেখিব সে কোন্ দেব রক্ষে দুর্য্যোধনে ?
গম্ভীর নীরধি-নীরে ঘাতি ভীম গদা,
ভেদিয়া হৃদয় তার হেরিব অতল ;
অন্বেষিব দুর্য্যোধনে, তমোময় ধামে ;
বিদারি পাষাণ শৃঙ্গ, উপাড়িয়া তায়
হেরিব তথায় দুষ্ট আছে কি লুকায়ে।
ভীমাঘাতে লণ্ড ভণ্ড করি বৃক্ষকুল,
জ্বালায়ে প্রদীপ্ত বহ্নি হানিয়া আলোক,
অরণ্য আঁধার মাঝে অন্বেষিব তায় ;
চাহি না ধর্ম্মের মৃদু ভীতি আবরণ,
চাহি শত্রু-শোণিতের প্রতপ্ত অঞ্জলি।
  ঘূর্ণিত করিয়া আঁখি বসিলা আসনে,
কাঁপিল হৃদয় বৃন্দ গুরু গুরু রবে,
সান্ত্বি বৃকোদরে, ধীরে কহিলা ফাল্গুনী—
হানি দূর মর্ম্মস্থল করুণ গম্ভীরে ;
"নৃপকুলপাংশু ওই দুষ্ট দুর্য্যোধন,
হরিয়া হৃদয়-রত্ন অভিমন্যু মোর,
এখন(ও) এ ভবধামে হইছে প্রকাশ ?
এখন (ও) নিশ্বাস তার বহিছে সমীর ?

দ্রৌপদীর মুক্ত কেশ অশ্রুপূর্ণ আঁখি,
এখন(ও) বিঁধিছে প্রাণে জ্বলন্ত শলাকা ;
এখন(ও) সে হিংসারাশি তীব্র উপহাসে,
ছড়ায় হৃদয়মাঝে অনলের কণা ;
ধিক্ এ জীবনে—ধিক্ ধনঞ্জয় নামে,—
কেশরী বালকে নাশি শৃগাল দুর্ব্বল,
ভ্রমিছে অরণ্যমাঝে, উপহাসি তায় ;
কেশরী উন্মীলি আঁখি নেহারিয়া রয় !

মহারাজ,—
"আজ্ঞাধীন চারি দাস, অনুগত সবে,
লঙ্ঘিতে আদেশ তব না জানে হৃদয় ;
কিন্তু এবে, ক্ষম প্রভো, দাও সে ঔষধ,
প্রাণের দুরন্ত ব্যথা যাহে শান্ত হয়।
বিষে জ্বলে অন্তস্তল, কেমনে সুস্থির
বল হইবে এ প্রাণ ? অঙ্গরাজ-শরে,
চুম্বিত ধরণী যদি ফাল্গুনীর শিরঃ,
তা হ'লে কি আজি অভিমন্যু-শরানলে,
জ্বলিত না রোষানল জগত জ্বালায়ে ?
পিতৃহন্তা নরাধমে, দলি ক্রোধভরে,
ঘোষিত না সিংহনাদ ধনুক টঙ্কারে ?
উড়িত না শরমালা ভেদিয়া অম্বর ?

অহো! পুত্রঘাতী ওই কৌরবের ছায়া
ভাসিছে নয়নে, ঘোর অসহ্য দর্শন!”
কহিলা সাত্যকি তবে কেশরী-হুঙ্কারে ;-
“মহারাজ, কেন দগ্ধ হিয়া তব—তপ্ত
অনুতাপে, কেন ক্ষুব্ধ প্রশান্ত হৃদয়?
দেব-দৈত্য-দর্পহারী ভীষ্ম পিতামহ—
কি হেতু জীবন তার করিলা গ্রহণ?
মহাগুরু ব্রাহ্মণের বধিলা পরাণ,
নাশিলা সে কর্ণবীরে অশনি-টঙ্কার,
তখন কি তব চিত্ত হয় নি ব্যথিত?
আজি সে নির্ম্মম পশু, নৃপ-কুলাধম
দুর্য্যোধন তরে চিত্ত হ’ল উচাটন?
মেদিনী উন্মুখা যার শুষিতে শোণিত,
যার তীব্র আর্ত্তনাদ শুনিয়া ধাইতে
উড়িছে গৃধিনী ওই নীলাম্বর-তলে,
ক্ষণে ক্ষণে মৃত্যুদেবে কঠোর কর্কশে
ডাকিছে সঘনে, কেমনে জীবন তার
রাখিবে নৃমণি? এবে ধর্ম্মের পূজায়,
ধৃত সেই ধূর্ত্ত পশু, এখনি আঁধারে
তার ডুবিবে জগত, পেচকের তানে
ছুটিবে সে নৈশাকাশে নারী-কণ্ঠ-রব ;
ভাসিবে কৌরব পাপ অনন্ত রৌরবে।

দেহ আজ্ঞা নৃপমণি,—কেশরী-বিক্রমে,
আক্রমি সে গজরাজ নিপীড়িব তায় ;
করচ্যুত হ’বে গদা, যথা করিকর,
ধরণী হইবে শান্ত প্রশান্ত আকাশ।”

শান্ত করি সবাকারে, মৃদু গাঢ় স্বরে
কৃষ্ণে চাহি ধর্ম্মরাজ লাগিলা কহিতে ;—
“শুন হৃষীকেশ, নহে অসাধ আমার,
লভিতে বিরাম সদা কমলা-আলয়ে ;
জ্ঞাতি-রক্তে কলঙ্কিত এই সিংহাসন,
দীপ্ত হুতাশন যথা, প্রজ্বলিত সদা ;
বসিতে নিশ্চিন্ত মনে ন্যায়দণ্ড করে
তাপ লাগে হিয়া মাঝে, হেরি বিভীষিকা।”

কৃষ্ণ। কি হেতু তাপিত এত হইছ নৃমণি ?
ধর্ম্মের পালনে রণ করিয়াছি মোরা ;
সফল বাসনা এবে। হ’য়েছে বিনষ্ট
ধরণীর পাপভার। নিঃশঙ্ক ত্রিলোক।
একমাত্র জীবে এবে পাপ দুর্য্যোধন ;
মহারণে খর্ব্ব করি বল-গর্ব্ব তার,
অধর্ম্মের ক্ষীণ বিন্দু মুছে ফেল ত্বরা ;
ধরণী-হৃদয়ে তার রাখিও না রেখা,
নতুবা বর্দ্ধিত ক্রমে ফেলিবে ছাইয়া
আবার বিশাল ধরা। বিষম সঙ্কটে

হাহাকারে জীবকুল গণিবে প্রমাদ ;
উঠ ধর্ম্ম মহারাজ, চল সবে যাই,
ধর্ম্মের পতাকা নভে করিগে উড্ডীন।

কৃষ্ণের বচন অন্তে, উৎসাহে সকলে
মহানন্দে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।
হেন কালে বৃকোদর কহে উচ্চৈঃস্বরে ;-
"শুনিয়াছি ব্যাধমুখে, নির্লজ্জ কৌরব
রণান্তে প্রবেশি আছে দ্বৈপায়ন হ্রদে।
ভাবিয়াছে নরাধম, এমতে লুকায়ে
এড়াইবে পাবনীর চণ্ড রোষানল ;
চল সবে সেই স্থানে করিয়া গমন,
শমন-সদনে তারে করিগে প্রেরণ।"

শুনি বৃকোদর-ভাষ, সহর্ষে সকলে
চলিল হুঙ্কার ছাড়ি দ্বৈপায়ন হ্রদে।
পাণ্ডবের বীরদর্পে টলিল ধরণী,
উথলিল মহাসিন্ধু গর্জ্জিল অশনি।

চতুর্থ সর্গ।

রণভূমি।

প্রশান্ত বারিধি প্রায়, বিস্তৃত বিশাল
তরলিত হ্রদবক্ষে, অনন্ত আকাশ ;—
নিস্তরঙ্গ উরস্থলে মেঘের মালায়,
খেলিতেছে ধীরে ধীরে লহরী চঞ্চল।
উৰ্দ্ধছাড়ি দীপ্ত তনু পশ্চিমে হেলায়ে,
দীপিছে প্রদীপ্ত রাগে শান্ত দিবাকর।
ব্যাপ্তকায় প্রান্তরের পরশে আকাশ,
উরসে শয়ান শান্ত শুভ্র জলাশয়।
বহে বায় উৰ্দ্ধশ্বাসে শন্ শন্ স্বনে,
বিশাল হ্রদের জল করে টলমল।
ঘন নীল নীলাম্বর মেঘশ্রেণী সাথে
ভাসিতেছে বক্ষে তার, মরি কি সুন্দর !
দাঁড়ায়ে পাণ্ডব পঞ্চ সে হ্রদের ধারে,
বিস্ময়প্লাবিত আঁখি স্থির অবিচল।
অদূরে শ্রীকৃষ্ণ সহ সাত্যকি সুজন
স্থির মনে হ্রদবক্ষ করেন দর্শন ;

ক্ষুধার্ত্ত কেশরী প্রায়, বৃকোদর বীর,
অরুণ আরক্ত আঁখি করিছে ঘূর্ণন,—
কভু হেরে জল স্থল, অবনী, আকাশ,
কভুবা কেশব পানে চায় ঘন ঘন।
বিস্মিত নিস্তব্ধ সবে হেরিয়া তখন,
কহিলেন বাসুদেব ধর্ম্মরাজ প্রতি ;—
"হের মহারাজ, কিবা দুর্ব্বোধ মায়ায়
উপবিষ্ট কুরুবীর জলরাশি মাঝে,
নাহি সাধ্য মানবের পশিতে সেথায়।
কিন্তু মহাসত্ত্ব দুর্য্যোধন বীরকুলচূড়া,
ক্ষত্র-বীর্য্য-বহ্নি-দীপ্ত হৃদয় উহার
নিরন্তর উদ্বেলিত রণ হুহুঙ্কারে,
কর আবাহন রণে, অসহ-দহনে,
জলতল ত্যজি বীর উঠিবে ত্বরায় ;
কিন্তু নাহি জানি, কিবা ভীষণ আক্রোশে
আক্রমিবে আমাদের কৌরব কেশরী ;
উগারিবে একেবারে হৃদয়ের জ্বালা,
ভস্মিতে একই শ্বাসে কুরুকুল-অরি ;
দেবতা, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস,
অক্ষম আঁটিতে সেই দুর্দ্দান্ত বীরেশে ;
বৃত্রঘাতী বাসবের ভীষণ কুলিশ
অশক্ত ভেদিতে তার অয়স-হৃদয়।"

শুনিয়া কেশব-মুখে এ হেন ভারতী,
চাহি হ্রদ-বক্ষ ধর্ম্ম কহিলা গম্ভীরে ;—
"উঠ কুরুরাজ, কেন লুকাইলে এবে
জলরাশি-তলে—নিঃক্ষত্রিয়া করি ধরা,
আপন জীবন লাগি হইলে ব্যাকুল ?
ত্যজ ভয়, উঠ ত্বরা, মহাবল তুমি,
সম্মুখ-সমরে আসি যুঝ নরমণি !"
গভীর সে জলরাশি সবলে ভেদিয়া
পশিল অস্ফুট রব, যথা কুরুরাজ—
প্রগাঢ় ভাবনাবেশে নিমীলিত নেত্রে,
উপবিষ্ট বরুণের চন্দ্রাতপ তলে,—
চমকি নিস্তব্ধ, পুনঃ শুনি আবাহন,
ঘনশ্বাসে আন্দোলিয়া দূর জলদল
কহিলা সুউচ্চস্বরে, তীব্র উপহাসে,—

হাঃ—হাঃ—
"সম্মুখ সমরে যুঝ" কে তুমি হোথায় ?
হে কৌন্তেয়, আজি কেন শুনালে এ ভাষ ?
অধর্ম্মের কথা কেন ধর্ম্মরাজ মুখে ?
নহ প্রকৃতিস্থ এবে তাই কি এমন !
"সম্মুখ সমরে যুঝ" শুনি এই ভাষ
বিস্মিত স্তম্ভিত কেন হইল হৃদয় ?

হাহা !
"ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণ-হন্তা আহ্বানে আমায়,
সম্মুখ সমরে আজি—যাও বীর যাও,
তব যোগ্য মহাবীর নাহি এ ভূতলে ;
সম্মুখ সমরে তোমা কেহ না আঁটিবে,
নির্ভয়ে করহ রাজ্য শান্ত ধরা মাঝে।"

যুধি। সপ্তরথী মিলি, যেই বধিল শিশুরে,
তার মুখে এই কথা বড়ই মধুর ;
প্রাণভয়ে ভীত বুঝি কৌরব-ঈশ্বর ?
কোথায় প্রতিজ্ঞা তব, উঠ ত্বরা করি,
সূচীভেদ্য ক্ষুদ্র স্থান কর রক্ষা এবে।

দুর্য্যো। ধর্ম্মরাজ ! নহি প্রাণভয়ে ভীত আমি।
হইয়া বান্ধবহীন, পরিশ্রান্ত কায়,
একাকী হ্রদের মাঝে করিছি বিশ্রাম ;
রক্ষিতে সাম্রাজ্য, সূচীভেদ্য পৃথ্বীতরে,
মম হেতু বীরগণ সমরপ্রাঙ্গণে,
লভেছেন শরশয্যা। না পারি রক্ষিতে
যদি সেই অধিকার, সমর-তরঙ্গে
মিটাব মনের সাধ, যুড়াব জীবন ;
অন্তঃকালে বীরগতি লভিব নিশ্চয়।
যাবত শোণিতস্রোত বহিবে মরমে,
তাবত কৌরবরাজ রহিবে স্বাধীন ;

নাহি সাধ্য পাণ্ডবের ক্ষুদ্র ভূমি তার,
ভীম ধনঞ্জয় সাথে করে অধিকার ;
তিষ্ঠ ক্ষণকাল এখনি মিটাব তব
রাজ্যের পিপাসা—অপাণ্ডবা হবে ধরা।

যুধি। সাধু দুর্য্যোধন তুমি মহাবলবান,
কি কাজ একাকী যুঝি পাণ্ডবের সহ,
উঠ বীর ধৈর্য্য ধর। আমাদের মাঝে,
যারে ইচ্ছা তার সাথে করহ সমর,
যে অস্ত্রে সামর্থ্য তব লহ তাই বীর।
বিজয়ী দ্বৈরথ যুদ্ধে যদি হও তুমি,
চীরধারী পঞ্চ ভাই বনবাসে যাব ;
সমর উল্লাসে দীপ্ত তাদের বদন,
হেরিবে না কভু আর ধরণীর মাঝে।
এত শুনি বাসুদেব, সচিন্তিত মতি,
কহিলা প্রগাঢ় স্বরে পাণ্ডবের নাথে,—
"ধর্ম্মরাজ! বুঝি বিধি, আমাদের প্রতি
নহে অনুকূল,—ভাগ্যহীন আমরা সকলে।"
স্থির স্বরে উত্তরিলা পাণ্ডব অগ্রজ ;—
"কেন কৃষ্ণ হেন কথা কহিছ এখন ?
দুস্তর সমর সিন্ধু প্রসাদে তোমার
তরিয়াছি। অল্পমাত্র অবশিষ্ট আর ;

কেন তবে ভাগ্যহীন হইব আমরা ;
গোষ্পদে কি ভয় এবে তরিব হেলায় ?

কৃষ্ণ। উচ্ছ্বাসে তুফান যবে অনন্ত নিশ্বাসে,
লঙ্ঘিতে প্রবল বল, তরণী তখন,
সিন্ধুর অসীম হৃদে রহে সন্তরিতে ;
কিন্তু, যদি কূলে ঝঞ্ঝা উঠয়ে গর্জ্জিয়া,
সঙ্কটে তরণী তবে হয় গো উদ্ধার ;
আঘাতে আঘাতে, তরী হয় চূরমার।
তেমতি জানিও, এই সমর- সিন্ধুর
নিশ্চিন্তে সৈকতে, নাহি কর বিচরণ ;
কালরূপী মহাঝড় ওই দুর্য্যোধন ;
অপার কৌরব-সিন্ধু, ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ
উত্তাল তরঙ্গ তার, দর্পে, হুহুঙ্কারে
উঠেছিল লম্ফ ছাড়ি, কিন্তু স্তব্ধ এবে,
অসীম সাগরে ঊর্ম্মি গিয়াছে মিশায়ে ;
পাণ্ডব তরণী, সেই ঝঞ্ঝা শ্বাস সহি
উপনীত কূলে তার। এবে হের ওই,
ধীরে ধীরে সেই ঝড় গর্জ্জিল আবার,
এখন(ও) নীর ত্যজি পারনি উঠিতে,
সাবধান পাণ্ডুবল হয়ো না মগন।

যুধি। কি কারণে হেন কথা কহ যদুবীর ?
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ শ্বাস বহে না যথন

কি ভয় আবার বল তোমার কৃপায় ?

কৃষ্ণ। কি ভয়ে আচ্ছন্ন পুনঃ অদৃষ্ট গগন,—
ভাগ্যহীন মোরা কেন ? শুন মহারাজ !
যেই জন বৃথা দম্ভে হ'য়ে অগ্রসর,
আহ্বানিবে দুর্য্যোধনে ভীমগদাধারী,
কৃতান্ত শিয়রে তার ডাকিছে নিশ্চয় ;
ছার আমাদের বল,—ইন্দ্রকরচ্যুত
ব্যর্থ হবে গদাঘাতে, অশনি আঘাত ;
বলদেব শিষ্য ওই বলদেবপ্রায় ;
ব্রহ্মাণ্ডের কোন বীর তুল্য নহে ওঁর ;
দ্বিতীয় পাণ্ডব, ঘোর রণস্থলে তাঁর
গদাবেগ সহিবারে পারেন কেবল ;
কিন্তু মহারাজ ! হায় ! ঘটালে অনর্থ
অনুরোধি কুরুরাজে, সবল হৃদয়ে
"যেই বীর সনে ইচ্ছা কর আসি রণ
ইচ্ছামত প্রহরণ করিয়া সহায়
"ভাবি দেখ মহারাজ কি ঘোর সঙ্কটে
পড়িব আমরা সবে, যদি কুরুরাজ,
আহ্বানে সমরে অন্যে, ত্যজি ভীমসেনে ;
নিশ্চয় তা হ'লে হ'বে অরণ্যে নিবাস,
কি সাহসে হেন বাক্য কহিলে নৃমণি ?"

কৃষ্ণের কথায় অতি হ'য়ে উচাটন,

কহিলেন যুধিষ্ঠির বিনয় বচন,—
"হে কৃষ্ণ, অদৃষ্ট মম তব আজ্ঞাধীন।
মহারণে বৃদ্ধবীর করিনু সংহার,
পিতৃকল্প পিতামহ চুম্বিলা ধরণী,
দুগ্ধের বালক হত—অভিমন্যু মোর;
এবে,
প্রায়শ্চিত্ত কাল তার বুঝি সমাগত,
যাহা কহিয়াছি, তার কি আছে উপায়,
এবে কর তাই, যাহে আমার বচন
না হয় লঙ্ঘন, পরে ঘটুক যা ঘটে।"

কৃষ্ণ। মিছা ভাবনায় আর কিবা প্রয়োজন,
মহামানী দুর্য্যোধন, প্রদীপ্ত প্রতাপে
সসাগরা ধরণীর রাজরাজেশ্বর,
অমর্য্যাদা বুঝি নাহি করিবে সে জন;
তার প্রতিদ্বন্দ্বী ভীম, সমরে দুর্ব্বার;
অন্যজনে কভু নাহি আহ্বানিবে আর;
পাছে অন্য কোন বীরে আহ্বানে সমরে,
সে কারণে মহারাজ হতেছি শঙ্কিত,—
ক্ষম অপরাধ এই অধম জনের।

এতেক শুনিয়া তবে ধর্ম্ম মহারাজ,
সস্নেহে কৃষ্ণের কর করিয়া ধারণ,
কহিলেন গাঢ়স্বরে;—"কি কহিলে ভাই?

যুধিষ্ঠির ক্ষমিবে তোমা,—হ'ল সে অজ্ঞান ?—
দৃষ্টিহীন হ'ল কি তার নয়নের তারা ?
এ দুর্ব্বার সমরের সিন্ধু ভয়ঙ্কর,
কেমনে পাণ্ডব কহ তরিল হেলায় ?—
ভৃগুরাম-দর্পহারী ভীষ্ম মহাবীর,
মরণের নীলদ্বার করায়ত্ত যার,
হায়,—
নর নরকের কীট বধিবে তাহায় ?
দ্বাপরের ক্ষত্র গুরু দ্রোণ মহাবীর,
ক্ষত্র-অন্তকারী যেন দৃপ্ত ভৃগুরাম,
উদ্ধত কেশরী কিবা তেজস্বী মার্ত্তণ্ড
উদ্যত আয়ুধ দর্পী কর্ণ মহাশূর,
কিছার পতঙ্গ নর, কৃতান্ত আপনি
সশঙ্কিত, দণ্ড ধরি যুঝিতে সংগ্রামে।
বাসুদেব,
পাণ্ডব সে শক্তিত্রয় পারিত সহিতে ?
হে কৃষ্ণ, তোমারি দয়া দুর্ব্বল বাহুতে
করেছিল পিনাকীর সামর্থ্য সঞ্চার।
তাই নরাধম পঙ্গু লঙ্ঘিল পর্ব্বত,
বামন স্পর্শিল চাঁদ উন্নত আকাশে,
নীলোর্ম্মির অম্বুরাশি শুষিল শম্বুক।"
অসহ্য আবেগে হেথা বলীন্দ্র পাবনী

ঘোর রবে অট্টহাস্য করিয়া উঠিল,
বিদীর্ণ অম্বরে যেন ডাকিল দম্ভোলি।
"কি কহিলে বাসুদেব, বল আর বার,
মহাবলবান্ সেই দুষ্ট দুর্য্যোধন ?
"সাবধান হ'বে যুদ্ধে বৃকোদর আজি,
বধিতে সে নরাধম কুরু-কুলাঙ্গারে ?"
হে কৃষ্ণ !
প্রভঞ্জনরূপী এই হের ভীমসেনে,
নিমেষে বিশাল সাল কৌরব পাদপ
ভগ্ন হবে, অভ্রভেদী উন্নত উদ্ধত
শির লুটাবে ভূতলে, রবে না এ তেজ ;
হা—হা ! কি ঘোর প্রমাদ, এখন (ও) সে দম্ভী
চিনিল না বৃকোদরে, বুঝিল না তার
(কিবা) উন্মত্ত প্রচণ্ড গতি,—ক্রোধাগ্নি-শিখার ?
(হ্রদ মধ্যে দুর্য্যোধন প্রতি) :—
কে তুমি হ্রদের মধ্যে লুক্কায়িত কায়,
হা—হা কুরুরাজ তুমি,—দুর্য্যোধন নাম ?
একাদশ অক্ষৌহিণী যার সেনাবল,
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ যার মুখ্য সেনাপতি,
জলধি অবধি যার সাম্রাজ্য বিস্তার,
সশঙ্ক পাণ্ডবগণ যার নাম শুনি
বেড়াইত বনে বনে অসহায়প্রায় ;

সেই তুমি মহারাজ অন্ধের নয়ন,
হ্রদমধ্যে শিষ্ট শান্ত রয়েছ বসিয়া ;
কি দুঃখে হেথায় বাস—উঠ ত্বরা করি।
কি—এখন(ও) নিরুত্তর ? শোন্ দুরাচার,
যারে হলাহল পানে ভাসাইলি জলে,
জতুগৃহে যারে তুই করিতে দাহন
খেলিলি ভুজঙ্গ-খেলা,—যার প্রেয়সীর
হরিবারে এক বাস, কুরুসভা মাঝে
উপহাস অট্টহাস উগারিয়াছিলি ;
যে বীর দুর্দ্ধর্ষ অতি উন্মত্ত হরষে,
দুঃশাসন বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া
শুষিল শোণিত-স্রোতঃ তোদের সম্মুখে,
সেই চিরবৈরী তোর—পালিতে তাহার
ভীষণ প্রতিজ্ঞা, ভাঙ্গি উরুদণ্ড তোর,
কৃতান্তের ভেরীরবে আহ্বানে হেথায় ;
উঠ ত্বরা—শীঘ্র তোরে প্রেরি যমালয়ে,
নিশ্চিন্ত অন্তরে গৃহে ফিরিব আনন্দে।”

নীরবিলা ভীমসেন—নিস্তব্ধ প্রকৃতি।
ভীমের গরল উক্তি করিয়া শ্রবণ
আহত ভুজঙ্গপ্রায় ত্যজি অগ্নিশ্বাস,
দুর্য্যোধন দ্যুতিমান সুমেরু সঙ্কাশ,
আচম্বিতে বারিবক্ষে হইলা প্রকাশ।

বিশাল হ্রদের জল করে তোলপাড়,
কুণ্ডলালঙ্কৃত শির ঊর্দ্ধে তুলি বীর,
হানিলা জ্বলন্ত জ্যোতি নয়ন-ছটায় ;
উদ্দীপ্ত দিনেশ যেন নীলাম্বু-উরসে ;
গগনে অচল-শৃঙ্গ ভাতিল ছটায় ;
উরসে আঘাতি ঊর্ম্মি চলিল গড়ায়ে ;
তরঙ্গে তরঙ্গে বিভা লাগিল খেলিতে ;
ধীরে ধীরে বক্ষ কটী করিয়া প্রকাশ,
স্থির হৈলা মহাবীর বারিবক্ষ' পরে ;
কহিলা জলদমন্দ্রে,—
"আজি জীবনের ব্রত করি উদ্‌যাপন।
কোথা পিতামহ, গুরুদেব, কোথা কর্ণ সখা,
পবন-বাহনে এস, হের শূন্যপথে,
এই ভীমগদাঘাতে, বিদারি হৃদয়
বধিব পাণ্ডবে আজি,—তোমাদের ঋণ
শুধিব প্রচণ্ডাহবে, নতুবা এখনি
অদ্ভুত বীরত্বে, দর্পে, পশিব বৈকুণ্ঠে,
স্তম্ভিত ত্রিলোক রবে বিস্ময়ে চাহিয়া।"
এত কহি মহাবীর, আস্ফালিয়া গদা,
সবেগে বিদারি বারি, উল্কাজ্বালা প্রায়
উত্তরিলা স্থল'পরে। থর থর মহী
উঠিল কাঁপিয়া। ভয়াকুল জীবকুল

গণিল প্রমাদ। উল্লাসে মার্ত্তণ্ড দূরে,
বহ্নিমুখে রক্তরাশে উঠিল হাসিয়া;
অষ্টশিরা মহাগদা উর্দ্ধে তুলি বীর,
শোভিলেন স্বর্ণশৃঙ্গ সুমেরুর প্রায়;
ক্রোধান্ধ ভূজঙ্গ শ্বাস বহিছে নাসায়,
ক্ষণে ক্ষণে তীব্রদৃষ্টি হানিয়া শূন্যেতে,
হ্রদতীরে ধীরে ধীরে লাগিলা ভ্রমিতে।

নিরখিয়া রণরঙ্গে দুর্য্যোধন রাজে
কহিলেন বাসুদেব যুধিষ্ঠির প্রতি,—
"হের মহারাজ! ওই সাক্ষাত কৃতান্ত,
যমদণ্ড ঘোর গদা উর্দ্ধে তুলি আসে;
কৌমোদকী গদাধারী বিষ্ণুর সমান
হের ওই দুর্য্যোধনে সমরপ্রাঙ্গণে।

গদাধারী দুর্য্যোধনে হেরিয়া সম্মুখে,
উল্লাসে ভীমের দেহ উঠিল ফুলিয়া,
ঘোর অট্টহাস্যে গদা করি বিঘূর্ণন,
বাহ্বাস্ফোটে বীরগণে বিত্রাসিত করি,
উন্মাদ হরষে ক্রোধে কহিলা হুঙ্কারি।

"রে নয়ন, হের ওই বাঞ্ছিত তোমার!
কেন রে নিশ্চিন্ত এবে ভস্মিতে উহায়,
দীপ্তনেত্র হুতাশনে?—রে রে গদাধারী
বজ্রসার বাহুযুগ, কেন স্থির এবে?

বধিয়া কির্ম্মীর বকে হলি বলহীন ?
আবার রাক্ষস এক করিছে উৎপাত,
স্বকার্য্য সাধনে ত্বরা হও রে তৎপর।
রে রে যমদণ্ড গদা প্রিয় বন্ধু মম,
ভীমের সহায় তুই অজেয় জগতে,
আয় রে চুম্বন করি। উঠি ঊর্দ্ধে তুই
হের রে অদূরে ওই চিরবৈরী তোর !
বিদীর্ণ পর্ব্বতশৃঙ্গ—উৎক্ষিপ্ত জলধি,
নির্ব্বাণ পাবকরাশি তুহার প্রতাপে,
কি হেতু নিশ্চিন্ত তবে আছিস্ এখন ?
যার মন্ত্রণায় হত অভিমন্যু বাপ,
কৃষ্ণার বসন যেই হরিল দুর্ম্মতি,
সাক্ষাত নরক সেই দাঁড়ায়ে সম্মুখে,
কেশরী প্রলম্ফে তারে দীর্ণিছ না কেন ?
কোথা বাপ অভিমন্যু ! হের আসি ত্বরা,
বধি দুর্য্যোধনে আজি প্রশমিতে তোর
দারুণ বিচ্ছেদ-দুঃখ। অহো কি আক্ষেপ,
ওরে রে অধর্ম্মাচারী কুরুকুলাঙ্গার,
শোন্ রে শিয়রে তোর কৃতান্ত-হুঙ্কার।
ধর্ রে আয়ুধ তোর ওরে মহাপাপ।
বিচ্ছিন্ন করিয়া মুণ্ড পাড়ি ভূমিতলে,
পদাঘাতে চূর্ণ তারে করি রেণুপ্রায়

উড়াব ফুৎকারে আজি। কি হেতু দাঁড়ায়ে—
রে পতঙ্গ, বহ্নিমুখে পড় রে ঝাঁপায়ে।
হা হা,—
আজি অন্ধরাজ-বংশ হইল নির্ম্মূল।”

হেরি ভীমসেনে হেন ক্রুদ্ধ আশীবিষ,
হুঙ্কারি ধাইল বেগে কুরু মহাবীর।
পদচাপে ধরাধর কাঁপে দপ্‌দপ্‌;
ঘুরায় ঘর্ঘরে গদা দুই মহাবল;
ঘর্ষণে সমীরে বর্ষে জ্বলন্ত অনল।

হেন কালে কোলাহল উঠিল সহসা।
সকলে আগ্রহে হেরে দূর শব্দ পানে;
শুভ্র স্নিগ্ধ জ্যোতিরাশি ভাতিল নয়নে,
স্ফটিক-প্রস্তর-দীপ্ত মূর্ত্তি অভিরাম।
অমনি সম্ভ্রমে সবে নিকটে আসিয়া
বেষ্টিলা রামেরে। বাসুদেব, ধর্ম্মরাজ,
সকলে সহর্ষে রামে করিল সম্মান।
কতক্ষণে কহিলেন রোহিণী-নন্দন,—
“হে কৃষ্ণ ঋষির মুখে পাইয়া সংবাদ
এসেছি হেরিতে রণ ভীম দুর্য্যোধনে,
কিন্তু এই স্থান কৃষ্ণ যুদ্ধস্থল নয়;
শুনিয়াছি পুণ্যভূমি কুরুক্ষেত্র ধাম,
লাগিলে ধূলির কণা মুক্ত হয় নর;

চল সেই মহাতীর্থে—সমর-শ্মশানে,—
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী যথায় শয়ান
তথায় করিও রণ।”
শুনিয়া তাঁহার ভাষ সকলে তখন
চলিলা ভীষণ সেই সমরপ্রাঙ্গণে।
তালতুল্য দীর্ঘ গদা বৃষস্কন্ধে রাখি,
নয়নে বিকট ভাতি হানিতে হানিতে,
ধীরে ধীরে দুর্য্যোধন চলিতে লাগিল!
কতক্ষণে কুরুক্ষেত্র শোভিল সম্মুখে;
রক্তমূর্ত্তি সৃক্কলেহী দৈত্যরাজ যেন
অট্ট অট্ট হাসে ছুটে বেড়ায় চৌদিকে।
সকলে মিলিলা আসি সরস্বতী-তীরে,
ভীম দুর্য্যোধনে তবে আরম্ভিলা রণ।
নিরখিতে রণ-রঙ্গ দশদিকপাল
খুলিলা বিমান-পথে শতকোটী দ্বার,
দিবসে নক্ষত্র যেন উদিল সহসা;
গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, নাগ, দেবর্ষি, তপস্বী,
কোলাহল করি তথা হইলা আগত;
মহাসভা করি সবে বসিলা চৌদিকে।
বিস্ময়-উৎফুল্ল আঁখি মেলি সর্ব্বজন
লাগিলা হেরিতে সেই দুই গজরাজে;
ইন্দ্র বৃত্রাসুর প্রায় সমরে বিরাজ!

হুঙ্কারি নীরেন্দ্রপ্রায় দুরন্ত পাবনি
আহ্বানিলা দুর্য্যোধনে দুর্ম্মদ সমরে ;
সরোষে নগেন্দ্র যথা, প্রতিধ্বনি রবে
গর্জ্জিলা কৌরবরাজ। অবনী, অম্বর,
ভৈরব আরাবে পূর্ণ হইল অমনি।
কড়মড়ি দীপ্ত দন্ত, সরোষে আরক্ত
উদ্বৃত্ত নয়ন যুগ, ঘুরাই ঘর্ঘরে
গদা, ধাইল পাবনি। যথা ফণিরাজ
প্রলয় নিশ্বাসে শ্বসি, ধায় ফণা তুলি ;
ধাইল কৌরবরাজ গদা ঊর্দ্ধে করি।
লড়িল ভূকম্পে ঘোর দূর রণস্থল ;
অম্বরে ঘুরায় গদা দুই মহাবীর।
ঘর্ষণে ঘর্ষণে, শূন্যে স্বনে প্রভঞ্জন,
বাহিরিল ধূমরাশি। ঘুরিতে ঘুরিতে,
সহসা অম্বরে বাজ বাজিল ঝঞ্চনে—
কাঁপায়ে সহস্র বক্ষ বিশাল প্রান্তর,
গদা'পরে গদাঘাত হইল বিষম।
ঠন্ ঠন্ শব্দে শূন্য হইল কম্পিত ;
ঝলকে ঝলকে উল্কা পড়িল খসিয়া,
চমকে দর্শকবৃন্দ, সঘন নির্ঘাতে।
ঘুরে যথা ঘূর্ণবাত, লাগিলা ভ্রমিতে
দুই বীর সঙ্গে সঙ্গে ; হাঁকিল পবন,

লতা পাতা ধূলিজাল ঘুরায়ে ঘুরায়ে,
ঘুরিতে লাগিলা শূন্যে দুই শির’পরে।
আবার প্রহার শব্দ হইল উত্থিত,
দন্তে দন্তে ঘর্ষি ভীম, কড় কড় কড়ে,
সবলে হানিলা গদা। কৌরবের গদা
চকিতে বিদ্যুৎবেগে পড়িল ধরায় ;
আসিন্ধু ধরিত্রী দেবী থর থর থরে
উঠিল কাঁপিয়া। ঘন গর্জ্জি বজ্রনাদে,
তুলি গুর্ব্বী গদা নিক্ষেপিলা ঘোর বেগে
ভীমাঘাতে পাবনির ভীষণ আয়ুধ,
জলদবিচ্যুত দীপ্ত ইরম্মদ প্রায়
বিদারি ভূপৃষ্ঠ, বেগে হইল পতিত।
প্রতিঘাতে কৌরবের ঘুরে শূন্যে গদা,
পড়িতে ভূতলে, সবে হেরিলা বিস্ময়ে ;
ভীমলম্ফে কুরুরাজ ধরিলা তাহায়।
হর্ষে সিংহনাদ ছাড়ে অতি ভয়ঙ্কর।
মহাক্রোধে বৃকোদর ধাইল সত্বর।
ঊর্দ্ধে তুলি ঘোর গদা, পুন দুই বীর
নিরখি নিরখি উভে, রক্ত আঁখি করি
লাগিল ভ্রমিতে, যেন ঊর্দ্ধে শুণ্ড তুলি
ভ্রমে দুই গজরাজ দাপি বসুন্ধরা।
হুঙ্কারি হানিলা বীর, কৌরবের শিরে।

হতচেত হয়ে রাজা পড়িলা ধরায় ;
আস্ফালিয়া বাহুদ্বয়, দৃপ্ত ভীমসেন,
ভ্রমিতে লাগিল ক্রোধে হেরি দুর্য্যোধনে।
তখনি উরগপ্রায়, ত্যজি ঘনশ্বাস,
উঠিলেন কুরুরাজ,—ঘন ঘোর ঘাতে,
দাবানলে দগ্ধ দূর বনরাজি প্রায়
উঠে শব্দ ঘন ঘন গগন ব্যাপিয়া।
থেকে থেকে টলে বহ্নি, স্ফুলিঙ্গমণ্ডল
উড়িল অম্বরে, স্বনে প্রভঞ্জন রোষে,
দুলিল ধরণী, উত্তাল তরঙ্গে সিন্ধু
লাগিল দুলিতে, সশৃঙ্গ হিমাদ্রি নভে
লড়িল ঘর্ঘরে, ছিন্ন ভিন্ন ঘনদল
চারিধারে নীলাম্বরে চলিল উড়িয়া।
আঘাতে আঘাতে, গদা কদম্বের প্রায়
হইল দেখিতে, শিরস্কন্ধে বাহুযুগে
ঝরিছে রুধির, যেন রকতচন্দনে
চর্চ্চিত, প্রকাণ্ড, দুই রুষ্ট গজরাজ।
নিবারিতে নারি ভীম হইলা অস্থির ;
ঘন শ্বাসে পাবনির শিথিল শরীর ;
বজ্রাঘাতে কুরুরাজ গরজি সবেগে
মারুতির স্কন্ধ'পরে করিলা প্রহার।
ছিন্নমূল মহীরুহ প্রায় ভীমসেন

প্রসারি বিপুল বাহু বিঘূর্ণিত হ'য়ে
পড়িল ভূতলে ; বহিল রুধির স্রোতে।
দম্ভে করি সিংহনাদ গর্জ্জে কুরুরাজ
ভীমবাহু আস্ফালনে কম্পে ধরাধর।
বিত্রাসিয়া পাণ্ডুবল করিলা ভ্রুকুটি ;
অস্ফুট আরাব মুখে ভাসিল চৌদিকে ;
চিন্তান্বিত যুধিষ্ঠির। কতক্ষণ পরে,—
"বাসুদেব,
আজি কেন বৃকোদরে হেরি বলহীন ?
কেন দুর্য্যোধনে হেরি ভীষণ দুর্জ্জয় ?"

কৃষ্ণ। মহারাজ,
হইও না চিন্তান্বিত, হেরিবে এখনি
ভগ্ন-উরু কুরুরাজ চুম্বিছে ধরণী।
হেন রূপে চারিদিকে হয় গণ্ডগোল,
কতক্ষণে উঠিলেন ভীম মহাবল।
উন্মাদ অধীর ক্রোধে ধাইল হুঙ্কারি ;
দুই গ্রহপিণ্ড যেন হইল সম্মুখ ;
গম্ভীর জীমূতমন্দ্রে নাদিল দুজনে।
পুনঃ ঠন্ ঠন্ শব্দ বাজিল অম্বরে,
ঘর্ষণে চরণে দীর্ণ হয় রণস্থল
উড়িল ধূলির জাল কুজ্ঝটি-মণ্ডিত
দুইটী নগেন্দ্র যেন। ছুটিল বিদ্যুৎ

নয়নের তেজে।　আচম্বিতে কুরুরাজ
বিদীর্ণ করিতে শির দন্তী পাবনির
উল্কাপ্রায় শূন্যমার্গে উঠিল সহসা।
হেরি হেন ভয়ঙ্কর,—গর্জ্জে বৃকোদর,
ফুলিল জটার ঘটা কেশরী হুঙ্কারে ;
ঘুরিল ভ্রুকুটি ক্ষিপ্ত বহ্নিচক্র আঁখি।
আকর্ষিয়া অর্দ্ধাকাশে গুরুভার গদা,
হুঙ্কারি অধর চাপি রক্ত দন্তাঘাতে,
হানিল দুর্জ্জয় বেগে ঊর্দ্ধ উরুযুগে।
উড়ায়ে মৈনাকে যবে ঘোর প্রভঞ্জন,
ফেলিল জলধিগর্ভে ;—নীল জলরাশি
তরঙ্গে তরঙ্গে রঙ্গে হ'ল বিঘূর্ণিত,
অম্বুবাসী জীবকুল প্রলয় কম্পনে
উলটি পালটি বেগে হইল ঘূর্ণিত

তথা　বিকম্পিয়া ধরাতল হিম ধরাধর ;
ঘুরিতে ঘুরিতে বীর হইল পতিত।
মাংসভেদী চূর্ণ অস্থি হইল বাহির ;
কাঁপিল অনন্ত ফণা, হিল্লোলে হিল্লোলে
গুরু গুরু ঘোর রবে দুলিল ধরণী।
জলধি-উত্থিত ঊর্ম্মি আঘাতিল কূলে,
মরামর জীবকুল আতঙ্কে কাঁপিল ;
ত্রাসিত দর্শকবৃন্দ উঠিল শিহরি ;

শত সিংহনাদে নাদে বীরেন্দ্র পাবনি,
ঘন ঘন অশনির যেন ঝন্‌ঝনি।
ভেদি জনসিন্ধু ঘোর তুলি বাহুদ্বয়,
সহসা সরোষে রাম হইল উত্থিত;
যথা যবে হনুমান লঙ্ঘিলা সাগর,
ভাসিল মৈনাক শৃঙ্গ নীলাম্বু-উরসে;
কহিলা গম্ভীরে উচ্চে,—হইল নিস্তব্ধ
ঘোর কোলাহল—ঝটিকান্তে সিন্ধু যথা।
"বাসুদেব,
দাম্ভিক ভীমের কার্য্যে কি হেতু হে এবে
করিছ উপেক্ষা?—হেরিছ না হীনবল
বধিল কৌরবরাজে অন্যায় সমরে?
নাভির অধোতে গদা করিয়া প্রহার
নিপাতিল দুর্য্যোধনে সম্মুখে সবার?
এ হেন অন্যায় রণ কে সহিবে আর?
শুন হে ভুপালবৃন্দ! ওই দুষ্টপ্রাণ
ক্ষুদ্রমতি ভীমসেন ভাবিয়াছে মনে,
অন্যায় সমরকার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া
রামের ক্রোধাগ্নি হ'তে পাইবে নিস্তার
ধিক্ ধিক্ পাপাধম!—রে নীচ দুর্ব্বল,
অচিরে কৃতান্ত-ধামে কর্ রে গমন।"
এত বলি রোষে রাম তুলি বাহুদ্বয়,

ধাইল রাহুর প্রায় গ্রাসিতে মার্ত্তণ্ড ;
পদতলে ধরাতল করে টলমল ;
নয়নের তীব্র দ্যুতি হেরিয়া দিনেশ
তরাসে অনন্তগর্ভে চলিতে লাগিল।
দীপ্ত বৈশ্বানর যেন প্রলয়ের কালে,
ঘন স্বনে শিখা তুলি উঠিল জ্বলিয়া ;
সর্ব্বসংহারক কাল রুদ্রমূর্ত্তি রামে
সমাগত হেরি, ভীম বিঘূর্ণিয়া গদা,
অচল অটল প্রায় হইলেন স্থির।
জলদ গম্ভীর স্বনে কহিলা ভীষণ—
"তিষ্ঠ প্রভো ক্ষণকাল, শুন মম ভাষ,
একবস্ত্রা রজস্বলা দ্রৌপদীর বাস
হরিল যে সভাতলে পাষণ্ড বর্ব্বর ;
হে বীর,
তারে কি মানব বলি জানহ এখন(ও) ?
ষোড়শবর্ষীয় শিশু অভিমন্যু মোর,
কেশরী কুমার দৃপ্ত রূপে চন্দ্রকলা,
সমর-কৌতুকে যার আনন্দ বহুল,
তারে যেই সপ্তরথী মহারথী ভবে
বধিলা অন্যায় রণে ; চিন্তিয়া বারেক,
বল বীর নিজমুখে, বল এক বার
তারা কি মানব ! কিম্বা পশু দুরাচার !

মানব তাহারা যদি নহে হিংস্র পশু!
তবে—তবে!
ডুব দেব দিনমণি নরকান্ধকারে,
এ পাপ-পূর্ণিত তব বংশের উপরে
হে চন্দ্র, কৌমুদী-হাসি হাসিও না আর।
নক্ষত্র, লুকাও মুখ দূর নীলাম্বরে;
ঋষিগণ, হও মূক জড়পিণ্ড প্রায়;
ভুলে যাও চতুর্ব্বেদ, গেও না গায়ত্রী;
কি কাজ এ সৃষ্টি রাখি, বাজুক বিষাণ,
ডুবুক প্রলয়ে বিশ্ব, ঢালুক আঁধার,
আসুক জলধিজল গম্ভীর নির্ঘোষে;
তরঙ্গে তরঙ্গে ধরা হউক বিচূর্ণ।
খোল দ্বার প্রেতরাজ, প্রেতের চীৎকারে
পূরুক অখিল বিশ্ব, এস গুরুদেব,
করেছি প্রতিজ্ঞা, যবে নিলজ্জ পিশাচ,
কৌরব-কুলের কালি পাষণ্ড বর্ব্বর,
উলঙ্গ জঘন'পরে চাহিল বসাতে
পাঞ্চালীরে; ভ্রাতৃবধূ তার,—শিষ্য তব।
করেছে প্রতিজ্ঞা ভীম, শুনেছে জগত,
এখন(ও) শ্রবণে ওর বুঝি বা ধ্বনিছে!
"হের এই গদা নহে কালদণ্ড তোর,
ওই তোর উরু নহে পাপীতুণ্ড ওই,"

চূর্ণ করি রণস্থলে হইব সুস্থির।
হে রাম, সার্থক আজি জনম আমার,
পূরেছে প্রতিজ্ঞা ভেঙ্গেছি কুরুর উরু,
দুঃশাসন দীর্ণ বক্ষে পিয়েছি রুধির ;
রক্তকরে দ্রৌপদীর বাঁধিয়াছি বেণী,
আর নাহি (এ) জীবনের আছে প্রয়োজন ;
ধর হে আয়ুধ তব, এস মহাবীর,
অবশিষ্ট ক্ষুদ্রস্থান পুর প্রেতপুরে
তোমার আত্মায়, কিম্বা আমার আত্মায়,--
হেরুক জগৎ আজি পাপপুণ্য সংহর্ষণ।
যদি পাপ করে থাকি লুটিব ধরায়,
নতুবা শিষ্যের করে জীবনান্ত তব ;
বধেছি সোদর শত, পাপ-আত্মা তারা,
কৌরবের পক্ষ যারা, অধর্ম্ম-পোষক
বধেছি তাদের, দেব ! তব শিষ্য এই
জানে না পাবনি কভু ত্রাসের আকার।
জানে শুধু এই গদা অরাতির তুণ্ড,
এস গুরুদেব, আরও রুধির কিছু
শুষুক ধরণী ! সাক্ষী রন ঋষিকুল,
কবিকুল ভবে। প্রভঞ্জন বেগ ধরি
এস এস মহাবীর, ধর রুদ্রবেশ,
পাপ পুণ্য সংহর্ষণ হউক বিষম ;

এখন(ও) সম্মুখে পড়ি দুষ্ট দুর্য্যোধন,
রক্তসিক্ত ভগ্ন-উরু হের একবার,—
জ্বলিবে রোষাগ্নি তব শূন্যে ধূ ধূ করি!”
ভীমের ভৈরব রবে কাঁপিল ত্রিলোক,
কড় কড় কড়ে বাজ যেন মেঘে মেঘে,
গগন বিদীর্ণ করি ছুটিল চৌধারে,
কেশরী কন্দরে ক্রোধে নাদিল গম্ভীরে।
তলাতল রসাতলে ভুজঙ্গমরাজ,
গর্জ্জিয়া জ্বালিলা বিষে জ্বলন্ত আগুন।
মহাকাল রুদ্ররূপী হেরি দুই জনে,
তরাসে বিশুষ্ক কণ্ঠ হইল প্রাণীর;
বিবর্ণ দর্শকবৃন্দ, হেরিলা আতঙ্কে
ভীমমূর্ত্তি ভীমসেন, ঘুরাইছে গদা;
প্রলয়ের মহাবাত ছাড়িছে নিস্বন,
শত মার্ত্তণ্ডের যেন চক্র বিভীষণ;
ধূম অগ্নি ঘন ঘন হয় উদ্গীরণ।
হেরি হেন অসদৃশ, শান্ত হৃষীকেশ,
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ ছবি আঁকি ধরা’পরে,
ত্বরিত ললিত পাদক্ষেপে বীরবর
দুই জন মধ্যস্থলে হইলেন স্থির;
আরক্তিম পাণিতল বক্ষে দুজনার
স্থাপি কৃষ্ণ, দুই জনে কৈলা নিবারণ;

ধবল মেঘের খণ্ড যেন দুই ধারে,
মাঝে শোভে ঘননীল নীলাম্বর কায়,
রক্ত রবিছটা ভাসে ঘন কোলে কোলে,
ধীর শান্ত গাঢ়স্বরে রেবতীরমণে
কহিলেন বাসুদেব,—
"হও সুপ্রসন্ন,
দেব, ক্ষম দোষ, যদি রোষ হ'য়ে থাকে,
কর দণ্ড এই দাসে সম্মুখে তোমার!
প্রতিজ্ঞা ভীমের ছিল কেন কর রোষ?
দুর্ম্মতি কৌরব ভুঞ্জে নিজ কর্ম্মফল।
তবে যদি মহাযোধ পাণ্ডবের তরে
তব ক্রোধ, বহ্নিশিখা গরজে সমান,
সে দোষ কৃষ্ণের প্রভু, নহে পাণ্ডবের;
কর দীর্ণ বক্ষ মম দুরন্ত আঘাতে।"
সরল উদ্দীপ্ত বাক্ উন্মত্ত ভীমের
পরে বাসুদেব-মুখে বিনয় বচন
শুনি শান্ত হইলেন রেবতীরমণ।
কহিলেন ধীর স্বরে,—
"অসমর্থ আমি
হে কৃষ্ণ, তোমার বাক্য করিতে লঙ্ঘন।
তুমিই পাণ্ডব-বুদ্ধি জানি সবিশেষ,
উচ্চতম তব জ্ঞান পূজ্য মানবের;

তাই আজি পাণ্ডবেরে ক্ষমিলাম আমি,
সরল ভীমের প্রাণ করিল স্বীকার
নিজ দোষ নিজ মুখে, তাই মম রোষে
খণ্ড মুণ্ড ধরাতলে নাহি লুটাইল।”
এত বলি মহাবীর ফিরায়ে বদন,
সম্ভাষি কৌরবেশ্বরে কহিলা আবার ;—
“হে বীর !
বুঝিয়াছিলাম পূর্ব্বে ভারত সমরে
হইবে মানব ক্ষয়, এবে হেরি তাই
নিজ কর্ম্মফল তুমি ভুঞ্জিছ এখন ;
কিন্তু ক্ষোভ নাহি কর,—ভাগ্যবান্ তুমি,
সম্মুখ সমরে আজি জীবনান্ত তব,
যাও বীর কর ভোগ অক্ষয় স্বরগ।”
কর যোড় করি রাজা লাগিলা কহিতে ;-
“গুরুদেব !
বুঝিনু সৌভাগ্য মম, তা না হলে প্রভো,
হেরিতে শিষ্যের তেজ অন্তিম সময়ে
কেন আইলে হেথায়, কে আছে ধরায়
মম সম ভাগ্যবান্ ? গুরুদেব-মুখে
শুনিতে শুনিতে সুখে প্রশংসার ধ্বনি,
হর্ষে রণাঙ্গনে শিষ্য জীবন ত্যজিছে।
দেহ পদধূলি দেব মস্তকে আমার।”

এত বলি পদধূলি লইয়া কৌরব
মুখে বুকে মাখিলেন, আনন্দে অধীর,
মুনিগণ সঙ্গে করি বলদেব ধীর
দ্বারকা নগরাভিমুখে হৈলা আগুয়ান।

তবে বাসুদেব চাহি ধর্ম্মরাজ প্রতি
কহিলা প্রসন্ননেত্রে,—"হের ভীমসেনে
রাজ্যদাতা তব, হইল নির্ব্বাণ আজি
ধর্ম্মযুদ্ধ কুরুক্ষেত্রে। দেব নর পূজ্য
মহাঋষি ব্যাসদেব গায়ক ইহার;
তাঁহার গম্ভীর কণ্ঠে ধর্ম্মের সঙ্গীত
অতুল্য জগতে, প্রকৃতির কোটী কণ্ঠে
হইবে ধ্বনিত। কিন্তু যাও ধর্ম্মরাজ
অন্তিমে কৌরবরাজে দেহ কৃপাকণা;
ত্রেতায় দশাস্য যবে দাশরথি-শরে
বিন্ধ্যধরাধরপ্রায় পড়িল লুটায়ে,
রামচন্দ্র তাঁরে নাহি করিল উপেক্ষা।
যাও এবে ভাই বলি ব্যথিত হৃদয়ে
শীতল বচন-সুধা করগে লেপন;
অন্তিমে বৈরিতা নাহি রেখো কদাচন;
মহামানী দুর্য্যোধন ধরণী-ঈশ্বর;
তুমি না কহিলে কথা দগ্ধিয়া মরমে
ভীষণ যাতনা সহি ত্যজিবে জীবন।"

যুধি। বাসুদেব,

প্রাণের বাসনা মম করিলে প্রকাশ,
তুমি ভিন্ন ওহে ভাই কে আছে ধরায়
যুধিষ্ঠিরে সংসারের সুপথ বুঝাতে ;
আহা !
হের ধরাসনে ওই ভূমণ্ডলপতি
দুর্য্যোধনে। ফাটে হিয়া নিরখি ও ছবি।
এত কহি যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধন প্রতি
কহিলেন স্নেহ ভাষে,—"ভাই দুর্য্যোধন !
নিজ কর্ম্মদোষে হায় হারালে জীবন।
ছিল বড় সাধ মনে, ভাই ভাই মিলি,
পালিব পৃথিবীরাজ্য। আসিন্ধু ধরণী
হইবে কম্পিত সদা আমাদের তেজে ;
কিন্তু সব সাধ মনে হইল বিলীন।
হায় ইন্দ্রোপম তব অদম্য প্রতাপ,
গড়াগড়ি যায় আজি ধরণী উপরে ;
হেরিলে এ দশা তব বিদরে হৃদয় !
ফিরিলে আবাসে যবে অন্ধরাজ হায়
সমরের বার্ত্তা মোরে সুধিবেন তাত,
বলিব কি তবে ভাই, কৃতান্ত-সদনে
প্রেরি পুত্রগণে তোমা এসেছি নমিতে ?
গান্ধারী জননী কাছে দাঁড়াব কেমনে,

ভ্রাতৃবধূ ভানুমতী-নয়নে আসার,
কেমনে করুণ মূর্ত্তি হেরিব তাঁহার ?
সকলের বিষাদের হইনু কারণ,
নিজকুল ধ্বংসিবারে গ্রহিনু জনম।”

দুর্য্যো। শুভক্ষণে জন্ম মম এই ভূমণ্ডলে ;
মানব-জনম লভি অতুল ঐশ্বর্য্য
করিয়াছি ভোগ আমি। দুর্জ্জয় প্রতাপে
শাসিয়াছি ধরাতল। যাগ যজ্ঞ আদি
বিধিমতে সমাপিয়া তুষেছি মানব ;
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ যার ছিল সেনাপতি,
ভূতলে অমরা ভোগ করেছে সে জন ;
ডরিত কৃতান্ত মম শত্রু হইবার ;
পূর্ণরূপে বীরকীর্ত্তি কেবা কহ আর
লভিয়াছে মম সম ? যথা ভীষ্ম দ্রোণ
কর্ণ বীর সখা মম করিলা পয়াণ,
আজি সেই বীরক্ষেত্রে বীরদেহ ঢালি
পশিব তথায়।

কিন্তু,

বিষাদের হেতু কিবা—আসিয়া ধরায়,
ভাই ভাই রক্ত আঁখি করেছি দর্শন ;
এবে রক্ত ক্ষেত্রে ভাই ভাই লতেছি বিদায়।

এতেক কহিয়া বীর হইলা নীরব।

সিদ্ধ সাধ্য নাগ আদি বিস্মিত অন্তরে
মহা কোলাহলে সবে করিলা পয়াণ।
কৃষ্ণের মধুর বাক্যে লভিয়া সান্ত্বনা,
ভ্রাতৃগণ সহ তবে ধর্ম্ম মহারাজ
গেল হস্তিনায়।
প্রগাঢ় তমসা আসি
সুধীরে ফেলিল ঢাকি ঘোর শবস্থল।
আঁধারে রহিলা পড়ি কুরু মহারাজ।

পঞ্চম সর্গ।

বিহঙ্গিনী।

হেথায় শিবিরে, ভানুমতী সতী
সমর-তরঙ্গে সশঙ্কিতা অতি,
  পরাণে আতঙ্ক নয়নে নীর,
সায়াহ্ন-শোভায় প্রকৃতি গভীর
ধূসর বসনে ঢাকিল মিহির ;
  রণোন্মত্ত ধরা হয়েছে থির।
বহিছে পবন বিষাদের ভার,
উচ্ছ্বাসে প্রকৃতি করি হাহাকার,
  মহা মেঘমালা উড়িয়া যায় ;
ঘন ধনুর্ঘোষ রথের নিস্বন,
সৈন্য কোলাহল বাণের গর্জ্জন,
  দূর মহাশূন্যে মিশায়ে যায়।
স্ফুলিঙ্গ মণ্ডলে কদম্ব সঙ্কুল,
তড়িৎ প্রদীপ্ত অনন্ত আকুল,
এবে অমল অম্বরে শোভিছে কিবা ;
গগন গম্ভীর আঁধার কানন,

স্তম্ভিত জ্বলন্ত সমরপ্রাঙ্গণ,
ফুটে চারিধারে তারকা-বিভা।
ধীরে ধীরে ধীরে থামিল তুফান,
ধীরে ধীরে ধীরে তুলিয়া বয়ান,
আকাশে সুধীরে চাহিলা সতী;
আঁখি ছল ছল যেন ঢল ঢল,
শিশির নিসিক্ত ফুল্ল শতদল,
করুণায় মাখা মুখানি অতি।
নীরদ নিবাস ত্যজি শশধর,
যেন ভাসিল সহসা উজলি অম্বর,
জ্যোছনায় ধরা প্রদীপ্তমতী;
চকিত চমকে দলমল কেশ,
আঁখি ছলছল আলুথালু বেশ,
সমর-সংবাদে শঙ্কিতা সতী।
সুনীল আকাশে সুধাংশু নিমল,
পরাণে প্রাণেশ শ্রীমুখ মণ্ডল,
প্রশান্ত ভাবে রয়েছে আঁকা;
প্লাবিত অনন্ত জ্যোছনা তরঙ্গে,
ভাসিছে হৃদয় প্রেমের সুরঙ্গে;
অসীম অনন্ত গরিমা মাখা।
থেকে থেকে থেকে আকাশের তীরে,
হৃদয়ের পাশে ধীরে ধীরে ধীরে,

কালিমাখা মেঘ মারিছে উঁকি ;
ঢাকে ছবি মেঘে কনক চাঁদার,
নীল নভ ব্যাপি ভাসিছে আঁধার,
মরমে কালিমা পড়িছে ঝুঁকি।
গভীর উচ্ছ্বাসে শূন্য শুষিয়া,
শূন্য নয়ন আকাশে থাপিয়া,
কহিলা উচ্ছ্বাসে কৌরব রাণী,—
"আসিলে কি সন্ধ্যে, বিজয়ী বীরের
জ্বলন্ত হৃদয়ে অমিয় সরের
ঢালিতে বিমল শীতল ধারা ?
অথবা কি হায় নিরাশ হৃদয়ে,
অন্ধ তামসীর ঘন মসী লয়ে,
আঁকিতে সংহার নিরয় কারা।
যেন সিন্ধু পারে ঝটিকার শ্বাস,
এতক্ষণ বুঝি রণরঙ্গ-আশ,
আগ্নেয় উল্লাসে নাচিতেছিল ;
এবে শান্ত ধরা নির্ম্মল আকাশ,
অনন্তের কোলে প্রাণের উচ্ছ্বাস,
তারকার হার দুলায়ে দিল।
সে কম্পনে কেন আতঙ্কে হৃদয়,
হেরে চারিধার বিভীষিকাময়
রক্ত উলকা ভাসিছে যেন ;

প্রেতের মন্ত্রণা শ্রবণে পশিছে,
যাতনা তরঙ্গে হৃদয় ভাঙ্গিছে,
শূন্যময় ধরা হেরিছি যেন।
বিকট কণ্ঠে কট্ কট্ ভাষ,
গলিত দন্তে অট্ অট্ হাস,
মরমের তারে বাজিয়া উঠে;
তরাসে নয়ন মুদিয়া যায়,
কালদণ্ড যেন মস্তকে ঘুরায়,
দারুণ যাতনা তাপিয়া উঠে।
কি যেন কেমনে মরমের মাঝে,
কৃতান্তের ভেরী ঘন ঘন বাজে;
ভাবনায় রক্ত শুখায়ে যায়।
শীতলিতে প্রাণ সেবিনু সমীর,
হায় রে সমীরে বিষাদ গভীর;
প্রতপ্ত মরুর নিশ্বাস বায় !
বুঝি প্রিয়তম অভাগীরে ত্যজি,
সমর শয্যায় শুইয়াছ আজি,
দুঃখিনীরে কোথা রাখিয়া গেলে !
কোথা পিতামহ, কর্ণ সখা তব ?
ব্রহ্মাণ্ড বিজয়ী সেনাপতি সব,
কোথা গেল হায় তোমায় ফেলে ?
ভ্রমিতে ভুবন দেবরাজ প্রায়,

ঊনশত ভাই সাথে সাথে ধায়,
জলদে জড়িত বিজয়-কেতু ;
দাপটে মেদিনী তরাসে দুলিত,
মহামানী বলি হইলে ঘোষিত,
শত্রুশিরে বুকে বাঁধিলে সেতু।
হায় অভিমান তব হইল কাল,
বাঁধিতে চাহিলে দেবকী-ছাওয়াল,
অভাগীর ভাগ্য জ্বলে উঠিল ;
দেখিতে দেখিতে আঠার দিবসে,
ধরণীর রাণী ভিখারিণী বেশে,
অনাথিনী হয়ে পড়ে রহিল !

হে মাতুল !
পাশা নহে জাল পাতিলে তুমি,
ফেলিতে পাণ্ডবে পড়িলে আপনি,
কুরুদলবল পড়িল তায়।
কি লাজ কি লাজ শিহরে প্রাণ,
হায় প্রাণেশ্বর হ'লে কি অজ্ঞান,
কর্ণ সখা তব কুমন্ত্রণা দেয় ;
সভায় সতীর ছিনিলে বাস,
কুরুনারীগণে লাগিল ত্রাস,
সতীর নয়নে অগ্নিধারা বয় ;

পুড়িল তাহায় পিতামহ, গুরু,
কর্ণ সখা সহ শত কোটী কুরু,
জ্বলিয়া জ্বলিয়া ভস্মরাশি হয়।
হায়!
দ্রৌপদীর আঁখি নীর ধার
ছুঁয়েছে এখন হৃদয় আমার,
জনমদুঃখিনী হইনু আমি।
কোথা প্রভো তব মধুময় ভাষ,
অতুল্য জগতে সুধাময় হাস,
আমি দুঃখিনী বিধবা কৌরব-রাণী।
না—না, প্রাণেশ আমার এখন(ও) জীবিত,
তাঁর পার্শ্বে মম স্থান আছয়ে নিশ্চিত,
যাব যাব আমি রহিব তথা;
খেদাইব দূরে শৃগাল কুক্কুর,
ভেঙ্গে গেছে উরু হোয়ে চূর চূর,
আহা!
হাত বুলাইয়া ব্যথা করে দিব দূর,
শোয়াব উরুতে রাখিয়া মাথা।
অহো! সঞ্জয়ের মুখে শুনি সমাচার,
ভীমাঘাতে উরু হ'ল চূরমার,
ধূলিতে শয়ান ধরণীনাথ;
হে দেবর! তব কোন দোষ নাই

আমারি অদৃষ্ট হইয়াছে ছাই ;
নাহি দোষ তব ওহে প্রাণনাথ !
অভাগিনী আমি, আমারি এ দোষ,
হায় !
মম হেতু তব ঘুচেছে সন্তোষ,
যাব যাব আমি তোমারি কাছে ;
চল চল সখি, নিয়ে চল মোরে,
যাব যথা পতি রণস্থল ঘোরে,
আর কি জগতে থাকিতে আছে ?”
এত কহি রাণী সখী করে ধরি,
চলে রঙ্গভূমে ধীরি ধীরি ধীরি,
সম্মুখে আঁধার রয়েছে ঢালা ;
চমকে চিকুর ঘন ঘোর রবে,
ধ্বনিত অবনী শৃগালের রবে,
চমকি চমকি চলিলা বালা।
উপল বিক্ষিপ্ত বন্ধুর ধরণী,
স্খলিত গমনী, বিষণ্ণ বদনী,
একাগ্র মানসে চলেছে কিবা ;
আঁধারে সুচারু সুবর্ণ-কায়,
নভে যেন চাঁদ ভাসিয়া যায়,
মেঘে মেঘে তার বিম্বিত বিভা।

ষষ্ঠ সর্গ।

মহাশ্মশান।

নিস্তব্ধ ঝটিকা ; ঘন ভীষণ উচ্ছ্বাসে,
উচ্ছ্বসিত দিগন্তের ভূধর কানন ;
শূন্য প্রাণে, ঘোর শূন্য সুধীর প্রবাহে
ভাবনার ভীত ছায়া বিথারিয়া বয়।

গম্ভীর সে রণভূমি ভয়ঙ্কর বেশ,
প্রগাঢ় তমসা আসি ঢাকিয়াছে তায় ;
তমঃ ভেদি থেকে থেকে চমকে চিকুর,
ভীষণ শ্মশান বেশ নয়নেতে ভাসে।

দপ্ দপ্ আলেয়ার কভুবা নর্ত্তন,
কড় কড় ডাকে বাজ বিদারি গগন,
ঝন্ ঝন্ চিকুরের জ্বলন্ত ঝাঁকনি,
বিবর্ণ তমস দূরে পলায় তখনি।

রুধির আবর্ত্তে মুণ্ড বিঘূর্ণিত কোথা,
শ্মশ্রুরাজি কেশপাশ মুকুতা কুণ্ডল

উঠিছে ভাসিয়া, যেন দন্তে দন্তে ঘাতি
বিদারি শৈবালদল ভীম জলচর
ভাসায়ে তুণ্ডাগ্র, পুনঃ ডুবিছে সভয়ে ;
কোথা স্থির স্তরে স্তরে রুধির লহরী,
আরক্ত আরশী, যেন রয়েছে বিছান,
ঝলকিত কোটী কোটী তারকার হার।

গতায়ু কুঞ্জর পুঞ্জ, গতিহীন হয়,
বিকৃত বিকট দন্ত, বিক্ষিপ্ত কপাল ;
ভাসে কর পদ, কোথা উলটে কবন্ধ,
শত লক্ষ বক্ষ চিরি, ফিরে ফেরুপাল।

ভীষণ শ্মশানে, হেন ধরণী-ঈশ্বর
মহাবীর দুর্য্যোধন একাকী শয়ান !
দারুণ বেদনা, তাঁর উরুযুগ'পরে
হিমাদ্রির গুরুভারে দলিতেছে যেন।

চৌদিকে গৃধিনীকুল, শৃগাল, কুক্কুর,
বিকট কর্কশ রবে আসিছে ছুটিয়া ;
ভীষণ শমন-দূত, উদ্বৃত্ত নয়নে
যেন আছে দাঁড়াইয়া ঘেরিয়া তাঁহায়।

দারুণ যাতনা, প্রাণে জলে জলে ওঠে,
কর সঞ্চালিয়া, বীর শরভুকগণে

খেদাইয়া দেন, পুনঃ তারা ধেয়ে আসে
বদন ব্যাদানি করে কর্কশ চীৎকার।

অনুতাপে দগ্ধ তনু, জ্বলন্ত গরল
শিরায় শিরায় যেন চিরিয়া চলিছে ;
বোধ হয়, রক্তবিন্দু নক্ষত্রমণ্ডল ;
জাগ্রতে স্বপন বীর লাগিল দেখিতে।

"অহো কি ভীষণ দৃশ্য !—বিঘূর্ণিত ওকি !
ঘন নীল মহাশূন্যে রুধিরপ্রবাহ !
ফেনিল ভয়াল সিন্ধু বাড়বাগ্নি রোষে
বজ্ররবে জ্বলি জ্বলি অম্বরে গড়ায় !

"উঃ ! কি ভীষণ বেগ ! ছিন্নমস্তা ওকি !
দপ্‌দপ্ উল্কা আঁখি ঘুরায়ে ঘুরায়ে,
উগারিয়া রক্তরাশি উলঙ্গ উল্লাসে,
নির্ব্বাপিতে পাপাত্মার রুধির পিয়াস,

"ধায় দূর শূন্যপথে রাক্ষসী মায়ায় ?
ওই ছুটে কেশঘটা ঘোর ঘন ঘটা ;
ভীষণ খর্পর খাণ্ডা ভাসিছে অনন্তে,
বিলোড়িত মহাশূন্য সে দুরন্ত দাপে।

"ওই ঘনঘটা কোলে তড়িল্লতা খেলে,
শিহরে বিঘোর শূন্য অট্ট অট্ট হাস ;

জলধি হিমাদ্রি ব্যোম বিশাল কানন,
সহসা জলিয়া উঠে ধাঁধিয়া নয়ন।

"উঃ! উঃ! ওকি! ওকি! জ্বালাইয়া মহাশূন্য,
তরল রুধির-স্রোত জ্বলে জ্বলে যায়;
ত্রিধার রুধির! ওকি জলন্ত প্রবাহ!
জ্বলন্ত শিখার ওকি প্রচণ্ড নিশ্বাস!

"ওই ঘুরে এল!—
ব্রহ্ম-রক্তে স্ফীত হ'য়ে দূর নীল শূন্যে
উন্মত্ত উজ্জ্বল ধারা, ধূমপুঞ্জে ভাসি
উথলে সঘনে,—তপ্ত তেজে ত্রস্ত হ'য়ে
খণ্ড খণ্ড জলদল ধায় শূন্যপথে!

"ওকি! পুনঃ ওই দিকে বিদীর্ণ জলদে
জ্বলে দিগঙ্গনা! হিয়া ফাটি রক্তস্রোত
সতেজে ছুটিছে! রোষে গঙ্গা অগ্নি হ'য়ে
প্রলয় প্লাবন রঙ্গে তরঙ্গে টলিছে!

"আবার—ও কি!
অনন্ত আঁধারে নভ নীলাম্বু ঘর্ষণে
দ্রবিল কি সূর্য্য ছটা? তরঙ্গে তরঙ্গে
ভাতিল কি দীপ্ত তেজ, শূন্যে ধূধূ করি?
তপ্ত তৈল দীপ্ত যেন রক্তধারা ধায়?

অহো ! "ভারদ্বাজ, পিতামহ, কর্ণ সখা ওই—
তিনটি রুধির ধারে দগধি গগন,
ছুটিতেছে অগ্নিদর্পে তপ্ত বৈতরণী,
অনলের উর্ম্মি খেলে শূন্যদেশ যুড়ি।

"ত্রিবেণী-সঙ্গমে ওই মিলে তিন ধারা,
ভীমরবে শূন্যপথে ঘোর বেগে ধায় ;
দীপ্ত গ্রহপিণ্ড, যেন পবনে উড্ডীন
লম্বমান জ্যোতিরেখা শূন্যে দেখা যায়।

"ওই ফুটে রক্ত-স্রোত, তরঙ্গে তরঙ্গে
উথলি উঠিছে শূন্য ; ঘন ধূমজাল
ঘুরিয়া ঘুরিয়া উঠে বিঘোর আঁধার ;
থেকে থেকে খসে উল্কা ঝলকে ঝলকে।

"ওকি ! পুনঃ হেরি তরল অনল পারা ?
ত্রিধার রুধির ধায় বদনে আমার ?
সহে না সহে না আর জ্বলিছে হৃদয় ;
ক্ষান্ত হও মহাকালী, মিটেছে পিয়াস।

"ভৃগুরাম-দর্পহারী, কোথা ভীষ্মদেব ?
কোথা দেব অন্তকারী, দ্রোণাচার্য্য বীর ?
বিধূম পাবকপ্রায় পাণ্ডুবলত্রাস,
কোথা কর্ণ মহাসুর কৃতান্ত করাল ?

হের আসি তোমাদের আশ্রয়ে যে জন,
ইন্দ্রের দোর্দ্দণ্ড দাপে পালিল ভুবন ;
হের আসি, হের তার কি দশা এখন ;
দারুণ গরলানলে জ্বলিছে জীবন।

না! না! তাহে কিবা ক্ষোভ! দেবতা দুর্লভ
বীরক্ষেত্রে হৃদিরক্ত দিছি বিসর্জ্জন।
তোমাদের ত্যজি কভু পারি না রহিতে,
শীঘ্র তোমাদের সনে হইব মিলিত।”

হেন কালে বার্ত্তা পেয়ে মহারথী তিন,
অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা আর
হেরিতে রাজারে ত্বরা আইল তথায় ;
দূর হতে শুনি সবে অস্ফুট আরাব।

দলি শব বায়ুবেগে ধায় তিন বীর,
একেবারে উপনীত রাজার সম্মুখে,
ঝঞ্ঝাবাতে গিরিশৃঙ্গ যেমতি গড়ায়,
পুষ্পিত কিংশুক যথা লুটে ধরা’পরে,

তেমতি হেরিলা সবে রক্তে রাঙ্গাকায়
কৌরবের ভীমবপু ধরায় লুটায়।
বিচ্ছিন্ন উরগপুচ্ছ যেন দুই বাহু,
ঝাপটি আঘাতে ধরা দারুণ জ্বালায়।

মহারাজ দুর্য্যোধন হেরি তিন জনে,
হর্ষোৎফুল্ল নেত্রে চাহি বলিলা তখন,—
"বীরগণ! ভাগ্য মম—তোমাদের হায়
হেরিনু জীবিত আজি, কালের সমরে!

"কেন আর অশ্রুজলে সিক্ত হও ভাই?
বল' অন্ধরাজে, তব পুত্র দুর্য্যোধন
নিঃক্ষত্রিয়া করি ধরা, বীরগণ সহ
চলিল বৈকুণ্ঠে আজি, ভাগ্যবান সেই।"

শুনি কুরুরাজ মুখে সকরুণ ভাষ,
নিবারি অশ্রুর বেগ, গদগদ কণ্ঠে
কহিতে লাগিলা দ্রৌণি,—"হায় মহারাজ!
বিদরে হৃদয় দুঃখে হেরি তব দশা।"

কহিতে কহিতে দ্রৌণি জলন্ত অনল
যেন হইল প্রদীপ্ত অতি। নাসারন্ধ্রে
প্রবাহিল প্রলয়ের দাবাগ্নি উচ্ছ্বাস;
পদাঘাত করি ভূমে লাগিলা কহিতে;—

"কেন মহারাজ এত হইছ হতাশ?
এবে উপযুক্ত কাল, অন্নদাতা তুমি,
তব বৈরী, পিতৃবৈরী, করিব নির্ম্মূল।
আজি সেনাপতি পদে বরহ আমায়।"

হরষিত কুরুরাজ, যথা-বিধি তবে
ঘোর নিশীথিনী মাঝে, ভীম শবস্থলে
অশ্বত্থামা বীরবরে কৈলা অভিষেক ;
ভৈরব রাক্ষস দূরে করে জয়ধ্বনি ।

দ্রৌণির কালিমা অঙ্গ, ভীষণ বদন,
হেরিয়া নিবিড়তর হইল আঁধার ;
তরাসে নক্ষত্র দীপ নিবিল অমনি,
চতুর্দ্দিকে ফেরুপাল উঠিল গর্জ্জিয়া ।

আঁধারে অঙ্গার অক্ষি করিয়া বিকাশ,
চাহি দূর অন্তরীক্ষ, কহিলা তখন ;—
"প্রকৃতি বাঁধহ হিয়া নির্ম্মমতা তারে,
পাষাণ—পাষাণময় হউক সংসার ।"

এত কহি, দর্পে দ্রৌণি ছাড়িলা হুঙ্কার ;
উল্লাসে কবন্ধ কুল উঠিল নাচিয়া ।
ঘোর অন্ধকার ভেদি চলে তিন জন,
কট্ কট্ পদচাপে ডাকিছে কপাল ।

কতক্ষণে উপনীত হস্তিনা নগরে ।
পাণ্ডব শিবির দ্বারে আইল ত্বরায়,
বিস্ময়ে হেরিলা সবে, দীর্ঘ শূল করে
মহাকায় বীর এক আগুলিছে দ্বার ।

ক্রোধান্ধ আচার্য্যসুত কহিলা কর্কশ ;—
"ছাড় দ্বার নরাধম, নতুবা, এখনি
খণ্ড মুণ্ড করি তোরে পশিব শিবিরে।"
কহিলা ঈষৎ হাসি বীর মহাকায় ;—

"রণে জয়ী হবে বীর, হও আগুয়ান,
নতুবা উলটি চল গৃহে আপনার।"
মহাক্রোধ করি, দ্রৌণি মারে তীক্ষ্ণ শর,
বিন্ধিতে না পারে চর্ম্ম উখাড়িয়া পড়ে।

চট্ চট্ মহাশব্দ হয় অবিরাম,
পাষাণেতে ইক্ষুদণ্ড যেমন প্রপাত ;
সরোষে উন্মত্ত, যেন দীপ্ত ধূমকেতু,
এড়ে বীর রুদ্র বাণ অগ্নি অবতার।

সহসা বিদ্যুৎ যেন উঠিল জ্বলিয়া ;
বদন ব্যাদান করি মহাকায় বীর
গ্রাসিল ভৈরব বাণ। ঘোর অন্ধকারে
অমনি ঢাকিয়া গেল প্রকৃতি-বদন।

বিস্ময়ে আবিষ্ট তবে দ্রোণের নন্দন,
স্থির মনে হেরিলেন সেই বীর পানে ;
রজত ভূধরপ্রায় অতি দীর্ঘ কায়,
দোদুল ভুজগ-মাল দুলিছে গলায়।

ঊর্দ্ধজটা ফুটি জ্যোতি ছুটিছে গগনে ;
কৃশানু শশাঙ্ক ভানু ভাতে ত্রিনয়ন ;
বাঘাম্বর-বদ্ধ কটি উন্মুক্ত চরণ,
ত্রিশির উরগ শূল করেতে ধারণ,

চিনিলা তাহারে, দ্বারীরূপে মহাকাল
আপনি বিরাজে হেথা রক্ষিতে পাণ্ডবে।
চিন্তায় দ্রৌণির অঙ্গে ছুটে কাল ঘাম,
বুঝিলা অবধ্য ভবে পাণ্ডুপুত্রগণ।

মনোদুঃখে অধোমুখ হয় তিন জন ;
ধূর্জ্জটি হইলা বাদী উপায় কি আর ?
তবে ধূর্ত্ত অশ্বথামা চিন্তি কতক্ষণ
আশুতোষে তুষিবারে আরম্ভিলা স্তব।—

"জয় ঈশ গিরীশ, ভূতেশ ভীম,
উগ্র-কপর্দ্দী জটাধর।
জয় শম্ভু শূলিন, শশাঙ্ক শিরঃ,
রুদ্র ধূর্জ্জটি মহেশ্বর॥
জয় নাগ পিনাক, প্রমথ সঙ্গী,
ব্যাঘ্র-অম্বর বৃষধ্বজ।
জয় হর স্মরান্ত, ত্রিপুর অন্ত,
ভূষা বিভূতি শুভ্র রজঃ॥

জয় দিক অম্বর, বিরূপ অক্ষ,
সর্ব্ব ঈশ্বর মহাদেব।
জয় নাথ প্রমথ, পার্ব্বতীপ্রাণ,
বিশ্ব ভাসক বামদেব॥
জয় শিব শ্রীকণ্ঠ, শঙ্কর স্থাণু,
ভব ভীষণ ব্যোমকেশ।
জয় ধীর যোগীন্দ্র, জাহ্নবী-জানি,
জীব অন্তক প্রমথেশ॥"

স্তবে তুষ্ট আশুতোষ কহিলা তখন ;—
"মাগ বর দ্রোণ-পুত্র প্রশান্ত হৃদয়ে।"
কৃতাঞ্জলিপুটে তবে কহে অশ্বথামা,—
"শিবিরে প্রবেশ দাস মাগিছে এখন।"

কহিলেন বৃষধ্বজ ;—"শুন মহারথ,
পাণ্ডবের রক্ষী আমি নিবসি হেথায় ;
ইহা ছাড়ি, অন্য বর চিন্তহ এখন।"
অধীর হইয়া দ্রৌণি কহিলা আবার ;—
"দেব দেব আশুতোষ তোষ ভক্ত জনে ;
অন্য কিছু তব কাছে নাহি চাহি আর,
আমার সঙ্কল্প যাহা জান অন্তর্যামী।"
মহা। প্রাণের বাসনা তব জানি ভাল মতে।
কিন্তু,

অসমর্থ এবে আমি ত্যজিতে পাণ্ডবে ;
ব্রাহ্মণ, প্রশান্ত চিত্তে চাহ অন্য বর।

অশ্ব। দেব,—
ব্রহ্মঘাতী পাপাত্মার, দেহ রক্ষা তরে,
হইলে প্রতিজ্ঞারূঢ় কোন্ দিন হ'তে ?
ধূর্জ্জটি,—
ব্রাহ্মণ-শোণিত উষ্ণ পিয়িতে তোমার
হয়েছে বাসনা ? (তাই) শূল করেছ ধারণ ?
ত্রেতায় ভার্গব যথা, তেমতি কি দেব
দ্বিজশূন্য ধরাতল করিবে এবার ?

মহা। হা হা !—
ভুলাইয়া ভোলানাথে চোর বেশ ধরি
পশিবে শিবির মাঝে ? সে বাসনা ওহে
দ্বিজ করহ বর্জ্জন।

নিরাশায় দগ্ধ দ্রৌণি, হেরিলা তখন,
ভূলোক দ্যুলোক জুড়ি জ্বলে দীপ্ত শূল ;
মহাকাল নেত্রে, বহ্নি জ্বলে ধক্ ধক্,
শির স্কন্ধে ফণীগুলা গর্জ্জে গর্ গর্,
উপায় নাহিক আর বুঝিয়া অন্তরে
কহিলা সম্ভাষি উচ্চে ;—
"লহ প্রাণ মম ;
বিফলপ্রতিজ্ঞ নর না চাহে জীবন,"

এত কহি তুলে অসি নিজ স্কন্ধ মূলে,
ধরিলা ধূর্জ্জটি কর অমনি তখন।
   হেন কালে মৃত্যুদেব, করযোড় করি,
মহাকাল নেত্রপথে হইলা উদয়।
নিরখি সে মূর্ত্তি হর, মুদিয়া নয়ন
ধিয়ানে হেরিলা দেব ভবিষ্যত ছবি ;
রক্ষিত শিবির তাঁর প্লাবিত রুধিরে,
অগ্নিময় দিক দশ কাঁপিয়া উঠিছে ;
শির ধরি দ্বিজ এক কাতরে ঘুরিছে ;
উথলি জলধিতল দ্বারকা গ্রাসিছে,
পতিত প্রভাসে দুই মূর্ত্তি অভিরাম।
ভেদিয়া তুষার স্তূপ, দূর শৃঙ্গ'পরে
দাঁড়াইয়া একজন ; নিম্নে, পাষাণের
ঠাঁই ঠাঁই পঞ্চজন বিবর্ণ তুষারে ;
ঈষৎ হাসিয়া অক্ষি মেলিল ঈশান ;
আঁধারে সে মহাকায় হ'ল অন্তর্ধান।
সহসা নির্জ্জন হেরি শিবির সম্মুখে,
বিস্মিত নয়নে দ্রৌণি চাহিলা চৌদিকে ;
অবোধ আনন্দে ভাবে তুষ্ট আশুতোষ।
তখন—
হরষে হুঙ্কার ছাড়ি, বাহু আস্ফালিয়া,
দীপ্ত বিবস্বান প্রায়, ধরিলা কৃপাণ ;

চাহিলা আরক্ত নেত্রে, নিস্তব্ধ আকাশে;
হেরিলা নক্ষত্র কোটী দীপিছে চৌদিকে;
দূরে একখণ্ড মেঘে কাঁপিছে বিদ্যুৎ।
যেন,— মণিভূষা ভুজঙ্গম জিহি বিলেপিয়া,
গলে যজ্ঞ উপবীত উঠিছে ভাতিয়া;
দন্তে দন্তে ঘর্ষি দ্রৌণি নীলাম্বরে হেরি,
উগারিয়া হলাহল কহিলা কর্কশ;—
"প্রকৃতি অগণ্য নেত্রে কি হেরিছ আর?
ঘোষিবে ত্রিলোক মাঝে দ্রৌণির অন্তর?
রহ, রহ, সাক্ষ্যদান করিও তোমরা;
জগত কটাক্ষে দ্রৌণি করে না ভ্রূক্ষেপ।
আঁধারে জ্বলিয়া ওকি উঠিল আবার?
দীপ্ত অক্ষি, রক্ত মূর্ত্তি, দন্ত কড়মড়,
লেলিহান লোল জিহ্বা করে লক্ লক্,
নীরব কটাক্ষ হানে, কঠোর আকার,—
প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা তুমি? হুহুঙ্কারে
বিঁধি মর্ম্মস্থলে মোর জ্বলন্ত অশনি,
ফুটন্ত রুধির—দীপ্ত দ্রব ধাতুপ্রায়—
প্রবাহিতে চাও মোর হৃদয়ের তারে?
এস তবে,
সখে, দাও আলিঙ্গন, হৃদয়ের মাঝে
রক্তসিক্ত দন্ত মেলি হাস একবার;

আঁধারে ত্রিশূল তব করিয়া চালনা
নিশীথে অরাতি-দম্ভ করিব নিপাত।”
এত বলি কৃপাচার্য্যে রাখি দ্বারদেশে,
কৃতান্তের মূর্ত্তি ধরি পশিলা শিবিরে;
কালিম নীরদে ধরা ঢাকিল অমনি;
অট্টহাসে প্রেতগণ দিয়া করতালি,
দলে দলে বাহিরিল নরক হইতে,
ঝঞ্ঝাবাতে বাহু তুলি লাগিল ছুটিতে,
এলোকেশ দুলে দুলে মেঘেতে জড়ায়।
শিবির ভিতরে পশি ঘুরাইয়া খাণ্ডা,
হেরিলা চৌদিকে সুপ্ত কত বীরগণ,
ধ্বনিত সুধীর শ্বাসে নিস্তব্ধ শিবির;
বিভীষণ হত্যাকাণ্ড আরম্ভিলা তবে।
ক্ষিপ্রাঘাতে শত শত লুটাইল শির,
মহাঘোর আর্ত্তনাদে পূরিল শিবির;
শত শত কবন্ধের জাগিল নর্ত্তন,
শুনি ঘন হাহাকার নিদ্রা টুটে যায়;
আঁখি মুছি ধৃষ্টদ্যুম্ন বাহিরিতে চায়,
অমনি কৃতান্ত প্রায় দ্রৌণি মহাবল,
ধরি কেশগুচ্ছ তার, কহিলা কর্কশ,—
“রে-রে ব্রহ্মঘাতী, যা রে নরকান্ধকারে;
বাঁচিতে বাসনা তোর; জানিস্ না হাঁ রে

দ্রোণাচার্য্য-সুত দ্রৌণি আজিও জীবিত ;
তুই ক্রূর পাপাশয়, ধূম্রমালা ময়,
হৃদয় তুহার, ঘন অন্ধকার মাঝে
পদাঘাতে আজি তোর চূর্ণ করি শিরঃ।"
এত বলি, ক্রোধে দন্ত কট্ মট্ করে,
আঁধারে, যুগল অক্ষি ঘুরিছে অঙ্গার,
মুখে স্কন্ধে জটাগুলা দল মল করে,
ঊর্দ্ধনেত্রে, ম্লানমুখে, হেরে যজ্ঞসেন,
বিকট বিপুল মূর্ত্তি পরশে গগন,
যেন চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ ধরি দন্তে চিবাইছে।
অসহায় ধৃষ্টদ্যুম্ন গণিল প্রমাদ ;
কহিতে লাগিল তবু দম্ভে অবজ্ঞায় ;—
"জানিয়াছি গুরুপুত্র তুমি দুরাশয়,
ব্রাহ্মণ কুলের গ্লানি, অধর্ম্ম-পোষক ;
প্রতিহিংসা জ্বালা তব করিতে নির্ব্বাণ
প্রবেশিলে চোরবেশে নিশীথে শিবিরে।"
এত কহি ধৃষ্টদ্যুম্ন সহসা সতেজে
দ্রৌণি-কর-ধৃত দৃঢ় ধরিয়া কৃপাণ
প্রচণ্ড ঝাপটে তুণ্ড করিয়া উত্থান
কৃতান্ত কবল হ'তে মুক্ত করি নিলা ;
ছিন্ন কেশগুচ্ছ রহে গুরুপুত্র করে।
কহে ওষ্ঠাধর চাপি দগ্ধ রোষানলে ;—

"ধিক্ ধিক্ কুলাঙ্গার, স্বধর্ম্মবর্জ্জক,
ভার্গবপ্রতিম দ্রোণে বধিল যে জন,—
ভাবিয়াছ রে নির্ব্বোধ, পশুবত্ করি
নিরস্ত্র শিবিরে তার করিবি বিনাশ ?
তোরে মারি শঙ্কাশূন্য করিব পাণ্ডবে।"
চকিতে সরিয়া দূরে খর খড়্গ ধরি'
নাশিতে দ্রৌণিরে বীর হৈলা আগুয়ান ;
দোঁহে দোঁহা'পরে বর্ষে রোষ হুতাশন।
দগ্ধ হয় দুইজন ভীষণ জ্বালায়।
ঘন ঘন খড়্গাঘাত হয় অবিরাম।
ঝর ঝর রক্ত ঝরে ঘন শ্বাস বয়।
বিচ্ছিন্ন পিশিত খণ্ড পড়িছে ধরায়।
তখন বিকট মূর্ত্তি ভারদ্বাজ সুত
চণ্ড রোষানলে উঠে দ্বিগুণ জ্বলিয়া ;
ভীমাঘাতে ঝন্‌ঝনি চূর্ণিলা কৃপাণ।
ঘোর অট্টহাসে দ্রৌণি সাপটিয়া ধরি,
ঘুরাইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নে আছাড়ি ফেলিল ;
ছুটিয়া মস্তিষ্ক তার লাগিল দেউলে।
মহাহর্ষে গৃহান্তরে প্রবেশি হেরিলা,
বিচিত্র খট্টাঙ্গে শুয়ে শিখণ্ডী দুর্ব্বার ;
গুরুভার দেহ-শব্দে হইলা চেতন,
সচকিতে সবিস্ময়ে হেরিলা শিখণ্ডী,

কাল দণ্ড করে উর্দ্ধ কৃতান্ত সম্মুখে!
উঠিতে পালঙ্ক হ'তে খড়্গাঘাতে দ্রৌণি—
লুটাইল ধরাতলে মুক্তকেশ শিরঃ।
হেন মতে মহামার করে দুরাচার,
ঝোপে ঝাপে ফিরে যেন ক্রূর অহিরাজ।
কিন্তু মনঃক্ষুণ্ণ হোলো, না হেরি পাণ্ডবে;
অসিকরে দ্রুতপদে বিহরে চৌদিকে,
হেন কালে, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রে হেরি,
আঁধারে ভাবিল তারা পাঁচটী পাণ্ডব;
উল্লাসে উৎসাহে ক্রোধে উঠিল ফুলিয়া;
ক্ষিপ্রাঘাতে পঞ্চশিরঃ লইল কাটিয়া;
মহাহর্ষে, সিংহনাদে আস্ফালন করি
যে যেথায় ছিল সবে করিলা সংহার;
ধনুর্গুণে, পঞ্চমুণ্ড বাঁধিয়া লইলা।
বাহিরিলা দ্রুত, যেন অরণ্য হইতে
পক্ষিদেহ স্কন্ধে করি আইলা কিরাত।
জ্বালিলা প্রদীপ্ত বহ্নি শিবির চৌদিকে,
ধূ ধূ করি অগ্নিশিখা টানিয়া তুফান
গর্জ্জিয়া উঠিল শূন্যে ভাতি নিশীথিনী,
হইল আলোকাকীর্ণ নিস্তব্ধ রজনী;
চারিদিকে নিশাচর উঠিল হাসিয়া,
লম্ফে শিখা লম্ফ ছাড়ি দন্ত বিকশিয়া।

হেথায় কৌরব রাণী, আঁধার শ্মশানে,
ঘুরিছেন উন্মাদিনী আত্মহারা প্রায়।
অন্ধকারে আকুল সে রুধিরসমুদ্র,
কোথা কূল পাবে তার স্বর্ণ তরি ক্ষুদ্র,
ঘুরিছে ফিরিছে বালা অঞ্চল লুটায়,
লাবণ্য তরঙ্গ শ্রান্ত ভেঙ্গে পড়ে যায় ;
বহিছে উদ্ভ্রান্ত চিত প্রাণেশের পায় ;
তটিনী তরঙ্গ ধায় সাগরের পানে,
কত বাধা বিঘ্ন তার, পথে টেনে আনে ;
অরণ্য গহ্বর শত পাহাড় বন্ধুর,
ঘুরায়ে ফিরায়ে ভাঙ্গে স্রোতস্বতী কায়,
কিন্তু, সে প্রবল বেগ ফিরে নাহি যায়,
তুচ্ছ করি একমনে সিন্ধুপানে ধায় ;
তেমতি চলিছে রাণী বাধা বিঘ্ন ঠেলি।
কতক্ষণে শুনি তবে অস্ফুট চীৎকার,
দ্রুতপদে দুইজনে আইলেন তথা ;
হেরিলা ধরণীনাথ ধূলায় লুটায় ;
হৃদয়ের ধন পড়ে শ্মশান-শয্যায়।

চকিতে বসিলা রাণী, তুলি নিলা শিরঃ
উরু'পরে ; মুখপানে চাহি রহিলেন স্থির ;
গণ্ড বাহি অশ্রুধারা ঝরে ঝর ঝর ;
পড়িল একটী বিন্দু রাজার ললাটে ;

ব্যথায় কাতর বীর ছিলেন অজ্ঞান,
সু-উষ্ণ পরশে নৃপ চমকি উঠিলা ;
ধীরে ধীরে আঁখি তুলি কহিলা কাতরে ;—
"অমায় উদয় কে গো জ্যোৎস্না-রূপিণী !
প্রান্তরে পতিত জনে করিতে উদ্ধার
কে তুমি নিঃশঙ্কমতি নিশীথে শ্মশানে !
জান না পাণ্ডব মম শত্রু চিরকাল,
আমি বৈরী, মিত্র মম বিপক্ষ তাদের ;
পলাও পলাও প্রাণ রক্ষ তোমাদের।
কি কি ! বৈরী তোরা, লয়ে কৃপার কণিকা
এলি দুর্য্যোধনে দিতে ; যার বিন্দু দয়া
লভিবারে ধরাবাসী করিত তপস্যা ?
দূর হ' রে ক্ষুদ্র নীচ, রাজরাজেশ্বর
তোদের দয়ার কণা করে না প্রার্থনা।
চিরকাল মহাতেজে দলেছি চরণে,
এখন (ও) তেমনি দর্পে প্রহারিব পদে।
হাহা !
ভীমসেন, বুঝি তুই মিত্র হ'তে এলি ?
তাই বিপক্ষের অক্ষি এড়াইতে পেলি,
এখনি চরণাঘাতে লুটাব ধরায়।"
এত বলি, পদযুগ তুলিতে অমনি
ব্যথায় কাতর বীর হইলা অজ্ঞান ;

চেতনা পাইয়ে পুনঃ লাগিল কহিতে ;—
"না—না !
কে আছে জগতে মোর স্নেহ করিবার,
বিনা মা গান্ধারী, সতী ভানুমতী আর ?
কে তোমরা (এ) নিশাকালে আইলে হেথায় ?
ক্ষত স্থানে অমৃতের পরশের মত,
কে তোমরা ?"

ভানু। আমি দাসী কোন্ দোষে ত্যজিলে আমায় ?
চরণে রহিব, সেই এসেছি আশায়।

মাথা তুলি উৰ্দ্ধ আঁখি হেরিলা নৃপতি,
অন্ধকারে সূর্য্যমুখী হেরিলা ফুটিছে ;
সজল নয়নে বীর উৰ্দ্ধ পানে চাহি ;—
"সখা সখা, অঙ্গরাজ তুমিই দিয়েছ
চির জীবনের এই সুধার ভাণ্ডার।"
ফিরায়ে সজল নেত্রে কহে মহিষীরে,—
"প্রিয়তমে ভানুমতি, এ দগ্ধ হৃদয়ে
ঢালিতে অমৃতরাশি এসেছ হেথায় ?
থাক গো সম্মুখে মম, বহুক্ষণ আর
হেরিতে না পাইব তোমায় ;—আসে ওই
অন্ধকার নয়নের পরে, দুটি তারা
ধীরে ধীরে ঢ'লে পড়ে যায়, কিছু আর
লক্ষ্য নাহি হয়, হায়, কোথা গুরুপুত্র,

যায় যে জীবন, শেষের বারতা শুনি
যাক্ এ পরাণী; নহে ক্ষোভ রয়ে যাবে।"
হেনকালে আচম্বিতে দূর গগনেতে
দেখা গেল সুবিশাল আলোক উজ্জ্বল;
শিহরি মহিষী কহে কৌরব-ঈশ্বরে;—
"ও কি প্রভু দীপ্ত শিখা হেরি অকস্মাৎ?"
মেলি আঁখি কুরুরাজ কহে নিরখিয়া;
"পাণ্ডব শিবিরে বুঝি লেগেছে আগুন,
পুড়ে মরে ভীমসেন বুঝি এতক্ষণ;
হৃদয়, নিশ্চিন্ত হও, শুনিবে এখনি
অগ্নিমাঝে পঞ্চ ভাই ভস্মরাশি আজি;
তবে হইও নীরবে মহানিদ্রায় মগন।"
হেনকালে তিন জনে মহা কুতূহলী;
দ্রুত যায় নিবেদিতে এ শুভ সংবাদ।
রণস্থল শবস্থল করিয়া মর্দ্দন,
তিন জনে উপনীত রাজার সম্মুখে,
বাহু আস্ফালিয়া, মহা হর্ষে, উচ্চৈঃস্বরে
কহিতে লাগিলা দ্রৌণি; সম্ভাষি কৌরবে;—
"হের মহারাজ পঞ্চ পাণ্ডবের শির;
জগতের ক্ষত্র যাহা নারিল সাধিতে,
একাকী দ্রৌণির সাধ্য হের এবে তাই।"
চমকিত মহারাণী, শিহরি উঠিল;

সবিস্ময়ে দুর্য্যোধন বিহ্বল মানস;
ভাবিল, কি সত্য ইহা; অথবা স্বপন!
পুনঃ
উৎসাহে উদ্দীপ্ত চিত্ত, দৃঢ়বাহু যুগে
করি ভর, বসিলেন কুরু মহাবীর।
রাখি দিলা পঞ্চশির নৃপতি-সম্মুখে;
ভয়াকুলা ভানুমতী চাহিয়া রহিলা।
নিরখিয়া মহারাজ হাসিলা ঈষৎ;
মুণ্ড এক চাপি করে চূর্ণ করি দিলা;
হেনমতে পঞ্চশির গুঁড়া হ'য়ে গেল,
তখন সুদীর্ঘ শ্বাসে কহিলা বিষাদে;—
"হে বীর, ভাবিলা তুমি বধেছ পাণ্ডবে?
হা—হা!
জগতের ক্ষত্র যাহা নারিল সাধিতে,
তুমি বীর, একা তাই করিলে সাধন?
তাল তুল্য গদা ওই, অষ্টশিরা তায়,
রাক্ষস কটক যাহে খণ্ড হয়ে যায়;
শত-শৃঙ্গ-বিভূষিত শৈল মহাকায়
অবহেলে গদাঘাতে চূর্ণ করিয়াছি;
কিন্তু বীর, পারে নাই দুর্য্যোধন কভু
ভীমাঘাতে বজ্রশির ভাঙ্গিতে ভীমের।
সে শির হইল চূর এই করাঘাতে;

দেব-দৈত্য-জয়ী বীর জরাসন্ধ তেজা,
যাহার দুর্জ্জয় বীর্য্য নারিল সহিতে ;
অসহায় অরণ্যেতে বাহুযুদ্ধে, যেই
হিড়িম্ব, কির্ম্মীর, বকে করিল বিনাশ,
শত দ্রৌনি নারে তারে করিতে সংহার।
যে জন সমর ক্ষেত্রে জিনে আখণ্ডলে,
ভৃগুরাম-দর্পহারী পিতামহ সহ
করিল সংগ্রাম, যেই আচার্য্য, কর্ণের,
উল্কামুখী বজ্রবাণ ধরিল হৃদয়ে,
স্থিরবক্ষে ভাসাইল কুরুক্ষেত্র রণ,
হে দ্রৌনি, সে ফাল্গুনীরে চিনিতে নারিলে ?
কি সাধ্য ব্রাহ্মণ তুমি বধিবে তাহায় ?
দ্রৌপদীর পঞ্চ শিশু করিয়া বিনাশ,
কি কার্য্য সাধিলে তবে কহ গো ব্রাহ্মণ ?
"হা দগ্ধ হৃদয় জ্বালালি জ্বলিল তুই,
নির্ব্বংশ কৌরব বংশ হৈল এত দিনে !
চন্দ্রদেব ? ওই দূর গগনের কোলে !
ধীরে ধীরে কেন আর হইছ প্রকাশ ?
যাও যাও, চলে যাও, ঢাক মুখ তব !
তব বীর্য্যোদ্ভূত শিখা হইছে নির্ব্বাণ,
তাই নিরখিতে বুঝি চন্দ্রলোক হ'তে
মারিতেছ উঁকি ; কি দেখিবে আর,

হের ওই গর্জ্জিতেছে রক্তাম্বু ভীষণ ;
উথলিছে ব্যাপি বিশ্বকায় ; তারি মাঝে
ঘুরিতেছি ক্ষুদ্র নৌকা ডুবিয়া ভাসিয়া।
এবার অতল তলে হব নিমগন,
দেখে তুমি চলে যাও বিষণ্ণ বদন।
কিন্তু দেব, অন্তিমের এ মিনতি মম,
কৃপা-সুধা পানে রক্ষ উত্তরা-তনয়,
সিংহশিশু অভিমন্যু সিংহপরাক্রম ;
অহো ! অন্যায় সমরে তারে বেড়ি সাত জনে
করেছি সংহার ; অহো ! শত ধিক মোরে !
আয় রে সহস্র কীট বিষাক্ত তক্ষক,
কোটি দন্তে চিরি বক্ষ জ্বালাও হৃদয় ;
অহো ! না—না—তবু নাহি প্রায়শ্চিত্ত তার !
দেব, এই ভিক্ষা মম, রক্ষা কর আহা
উত্তরা গর্ভিণী ; অভিমন্যু-বীর্য্য-বিন্দু
যেন পুনঃ কুরুকুল করয় গঠন।
(অশ্বত্থামার প্রতি মুখাবর্ত্তন করিয়া)
যাও সখে, অন্ধরাজে কহিও বারতা
কুরুকুল অস্ত গেল পুত্র সহ তব।
(শিবির-লগ্ন অগ্নি পানে চাহি)
"আর তুমি ধর্ম্মরাজ,—
যাও ভাই, যাও ওই আহ্বানে তোমায়

পূর্ণ শোক-অন্ধকারে ইন্দ্রপ্রস্থ পুরী ;
বিধবার হাহাকারে জুড়াও শ্রবণ ;
হের ওই অট্টালিকা শত স্বর্ণচূড়,
শার্দ্দূল নিবসে হোথা ; সেনাপতি তব
হইবে উহারা রণে। পেচকের তানে
শুনিবে মধুর গীত, বন্দীগণ কণ্ঠে ;
শ্মশান, শ্মশান, এবে সুদীর্ঘ ধরণী ;
ধূসর-বসনা যেন বিধবা রমণী।
বিষাদের হাহা-শ্বাসে পূরিছে ভারত,
যাও বীর ভর্ত্তা তার হওগে এখন ;
অনাথা পালিলে ধর্ম্ম হইবে তোমার।"
এতেক কহিয়া বীর ভানুমতী চাহি ;
বিষাদে সুদীর্ঘ শ্বাস ছাড়িলা শূন্যেতে,
ঘুরিতে ঘুরিতে দুটী জ্যোতিহীন তারা
নয়নের ঊর্দ্ধপ্রান্তে হইলেক স্থির।
উন্মত্তা উচ্ছ্বাসে তবে কুরুকুলেন্দ্রাণী
অশ্রুমুখী পাগলিনী লাগিলা কহিতে ;—
"হায় কুরুবংশ-পতি কোথা পিতামহ,
ভৃগুরাম-দর্পহারী বীরকুলচূড়া
শর-শয্যা-শায়ী, দেব, এস এক বার !
তোমার আশ্রয়ে যেই অদম্য গরবে,
ত্রিদশ-ঈশ্বর ইন্দ্রে ডরিত না কভু ;

কৃষ্ণসখা পাণ্ডবের দৃপ্ত বাহুবল
তৃণতুল্য মানি যেই জ্বালিল অনল ;
হের আসি এবে, দেব, কি দশা তাহার !
কি দশা পাইল তব পুত্রবধূগণ !

কালি প্রভাতে বিহঙ্গ-স্বর শুনিয়া গো আর
মেলিবে না যুগ্ম আঁখি নমি প্রভাকরে ;
শত পুত্রবধূ তব বিদীর্ণ হৃদয়ে
করি আর্ত্তনাদ, আহা ভাঙ্গাইবে ঘুম !
তীক্ষ্ণ শরশয্যা অহো তীক্ষ্ণতর হ'য়ে
মরমে বেদনা তব করিবে প্রচার !
না জানি সে সৌম্য শান্ত মূরতি বিশাল,
বজ্রাঘাত প্রায় শোকে দারুণ সংবাদে
কেমনে সুস্থির র'বে !

যবে যুদ্ধানল
ধূ-ধূ-শব্দে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল,
ভাবিলাম পিতামহ আশ্রিত আমরা ;
অচিরে এ কাল-অগ্নি প্রশান্ত হইবে।
কিন্তু শরশয্যা যবে করিল ধারণ
হিমাদ্রিপ্রতিম ওই অটলহৃদয় ;
কাঁদিয়া উঠিল প্রাণ, বুঝিনু তখনি
কুরুকুল অস্ত গেল এইবার হায় !
হে দেব !— এবে সেই কাল নিশি হের সমাগত !

হে মাতুল, তব খেলা হ'ল সমাপন!
হায় পিতঃ অন্ধরাজ, কি আর দেখিছ?
কাঁপাইয়া সিংহাসন শত বজ্র রবে
এ দারুণ বার্ত্তা কালি পশিবে শ্রবণে!
হা মাতঃ সাবিত্রী সতী শাশুড়ী আমার,
তব দৈববানী আজি হইল ফলিত!
নয়নের মণি তব ধূলায় লুণ্ঠিত!
সত্যই তোমরা আজি হ'লে দৃষ্টিহীন!
মা গো—
পুত্র তব দিব্য ধামে করিছে গমন,
আদরের বধূ তব স্নেহ-ডোর ছিঁড়ি
চলিল জন্মের মত সাথে সাথে তাঁর!
কেঁদ' না, জননি, দাসী রহিবে তথায়।
পুত্রের আশঙ্কা কিছু করো' না চিন্তন।
আহা—
শ্মশান বাত্যার প্রায় কালি উষাকালে
বহিবে প্রচণ্ড শ্বাস কৌরব-প্রাসাদে।
প্রাণনাথ, কোথা যাও ফেলিয়া দাসীরে?
ছি-ছি—তুমি জ্ঞানহীন কেন গো এমন!"
দেখিতে দেখিতে, পড়ে বিবর্ণ শ্রীহীন
স্বামীর চরণ বেড়ি ভানুমতী কায়া।
উৎপাটিত দীর্ঘ শুষ্ক মহীরুহ পাদে

লুণ্ঠিতা লতার যেন বিশুষ্ক বেষ্টন।
রাজা রাণী দুই জনে হইলা নীরব;
আকুল অন্তরে, চাহি কুরুক্ষেত্র পানে
কহিলেন কৃপাচার্য্য ;—
"ফুরাইল এবে
কুরুক্ষেত্র অভিনয়, ধর্ম্মক্ষেত্রে ওই
দৃঢ়চিত্ত মানবের হইল পরীক্ষা;
যাও বীর স্বর্গলাভ হউক তোমার।
আর অশ্বত্থামা—পেয়েছ কি দেখিবার
ভীমের ঘূর্ণিত অক্ষি বিকট ভ্রুভঙ্গি,
যুগান্তের যম-মূর্ত্তি অগ্নি প্রতিশোধ !
চল এবে চিরকাল যত কাল জীব,
লুকায়ে লুকায়ে ফিরি ভ্রমি তিন লোক"
এত কহি ত্রাসে ত্রস্ত চলে তিনজন,
শ্মশান আঁধার কিছু না করে গণন।
কৌরব-কুলান্তকারী মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর
অস্পষ্ট আঁধারে যেন ভাসিছে নয়নে;
ঘন ঘন গাণ্ডীবের কাদম্বিনী রাব
বিদারি বিমান যেন শ্রবণে পশিছে;
যেন গগনে নক্ষত্র বিন্দু ক্রোধান্ধ ভীমের
কোটী রক্ত আঁখি মেলি' করে অন্বেষণ।

ইন্দু।
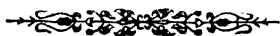
প্রণয়োপহার।

নব অনুরাগে নূতন আবেগে
ভরেছে তোমার প্রাণ।
নূতন সহিতে নূতন পীরিতি
ধরে'ছে নূতন তান॥
মিলন মধুর হ'য়েছে তোমার
কিবা উপমা তাহার।
যেন চিরদিন হ'য়ে অমলিন
পাও হে প্রেম অপার॥
যথা স্বর্ণলতা ছড়ায়ে' পাতা
নবীন রসাল কোলে।
মৃদুল সমীরে নেচে ধীরে ধীরে
সোহাগের ভরে দোলে॥
যখন আবার কুসুমোপহার
রসালেরে সে দিবে।
তব কিসলয় তাঁর পুষ্পচয়
কিবা মনোহর হ'বে॥
প্রতি পত্রগুলি বায়ুবেগে দুলি
প্রতি ফুটিত কুসুম সনে।

যেন চুম্বনাশে প্রণয়াতিবশে
ধা'বে পরস্পর পানে ॥
প্রসূন সকল দিবে পরিমল
সহকার পুলকিত।
ভ্রমর সকলে মিলে দলে দলে
গুঞ্জরিবে অবিরত ॥
কত পাখী আসি পাখী'পরে বসি
কতই গাহিবে গান।
কতই হরষে সুখের পরশে
ভাসিবে দোঁহার প্রাণ ॥
কত ভালবাসা আদরেতে বাসা
বাঁধিবে তোমার শিরে।
তব শান্ত তলে সুশীতল ব'লে
আসিবে আতপে পুড়ে ॥
পথিকাগণন আনন্দিত মন
আস্বাদি, তোমার ফল।
আশীর্ব্বাদ করি জয় জয় বলি
প্রদানিবে চিরকুশল ॥
ভীমা রজনীতে পড়িয়া বিপথে
তোমার মূলে আশ্রয়।
লইবে প্রবাসী হইয়া তিয়াসী
তব করুণ নিশ্চয় ॥

অতিথি সৎকার পর উপকার
প্রভৃতি জগত্ ধর্ম্ম।
হইবে তোমার সহিত তাঁহার
নানাবিধ শুভ কর্ম্ম॥
অথবা মিলন হ'য়েছে যেমন
কহিতেছি তবে শুন।
দুইটি পবিত্র হইয়া একত্র
তটিনী চলে'ছে যেন॥
সিক্তিয়া ধরণী চলে'ছে বাহিনী
সাগর সঙ্গম তরে।
দুই পার্শ্বভূমে তরুরাজি নমে
দোঁহার সলিল' পরে॥
চন্দ্রমা কিরণ করে অনুক্ষণ
বক্ষের উপরে খেলা।
তরঙ্গ গুলিন আঘাতি পুলিন
ছুটিতেছে সারা বেলা॥
সেই তীর স্থান হ'বে কি সমান
স্বরগের তুলনায়।
যথায় শ্যামল শস্য কোমল
করিয়াছে স্বর্ণময়॥
বৃক্ষ আনমিত হইয়া ফলিত
অদ্ভুত শোভা ধরে'ছে।

সর্ব্ব বেলা-স্থল সুষমা তরল
পরিনাম যেন কয়েছে ॥
ভব হিত ব্রতে এই মহা স্রোতে
নদীর মত বহিয়া।
সুখ শান্তি ল'য়ে প্রেম-সুধা পিয়ে
সতীশে রেখ গো স্মরিয়া !

ভাই সতীশ, তোমার প্রণয়োপহার সাদরে গৃহীত হইল।

তোমার
রবি।

উপহার।

ভাই সতু,

সহসা উৎফুল্ল কেন হইলে এমন ?

যেন স্থির শান্ত সরোজলে সমীর কম্পন !

আনন্দ ধরে না প্রাণে, হাসির লহর

উছলিয়া উথলিয়া কাঁপায় অধর।

কে ওই হৃদয়ে তব অমল বিমল ?

যেন শ্যাম তরু বুকে ফোটা কুসুম সরল !

মৃদু হাসি মৃদু ভাতি মধুরে ছড়ায়ে

রঞ্জিত আননে রঞ্জে তোমার বদন।

সৌরভে শিহরে তনু বিহ্বলিত মন।

আপনায় সুখ-কুঞ্জ করিয়া রচন,

শুনিছ একান্তে সদা কূজন গুঞ্জন।

আহা আজি কি সুখের দিন, হেরি গো তোমার

আনন্দ উৎফুল্ল আঁখি বিহীন বিকার !

করি আশীর্ব্বাদ যেন হৃদয়-শোভন

ও তব মানস-ফুল রহে গো এমন।

রাখ সুখে থাক সুখে মনের মতন,

সুখাবেশে কেটে যাক্ এ মর জীবন।

দেখায়ে বদন তব হরষ আগার

রেখ গো হরষমগ্ন অবিরে তোমার।

ভাই—

গাঁথিয়া মালিকা এক করিয়া যতন

আনিয়াছি, বাসহীন ভাবিয়া এখন

অনাদরে উপেক্ষায় ফেল' না ফেল' না।

তা হ'লে তোমার সনে কথাটি কব না।

এস সখি, এস সখা, প্রণয়ের মালা

পরাই যুগল কণ্ঠে, হাসিরাশি ঢালা

চারি চক্ষে দুইজনে চাও একবার,

যুড়াবে এ হিয়া হেরি শোভার আধার।

ইন্দু।

দেশে।

ওই দূর আকাশের কোলে,
নাহি জানি কি রয়েছে আঁকা ;
হৃদয়ের নিরাশায় আকাশের নীলিমায়,
অজানিত প্রেমের কি ও মূরতি মাখা ?

কিবা স্থির জলধির নীর,
আশাহীন অকূল উদার ;
ঊর্ম্মিমালা মেঘমালা চন্দ্রকরে করে খেলা ;
আলোকিত পরমেশ-প্রেম-পারাবার।

শত চন্দ্রে চমকিত প্রাণ,
হাসে সিন্ধু শত চন্দ্র মুখে ;
টলমল উর্ম্মিদল পরশিছে নভস্থল ;
অগাধ অম্বুধি উরে নাচে মনসুখে।

তেমনি এ হৃদয়ের মাঝে,
ভেসেছে কি সুধাংশুমণ্ডল ?

নেচেছে কি নিরাশার পরাণের পারাবার
হেসেছে কি মরমের আঁধার অচল ?

সত্য বটে উথলে সাগর,
পিয়ে সুধা শশাঙ্ক শোভার ;
কিন্তু হায় সাহারার তপ্ত বালু পারাবার,
শূন্যে উঠে তপ্ত শ্বাসে দাস্ত ঝটিকার।

তাই হবে—আত্মহারা মন,
ভাবে প্রাণে চাঁদিমা উদয় ;
এ যে নিশা অমা ঘোর হেথা কি সম্ভব ওর,
শারদ সুধাংশু হাসি ভাসাবে হৃদয়।

মনে পড়ে সেই এক দিন,
দিনমণি অস্তাচলে যান ;
প্রতপ্ত তপন শ্বাস ভাষে বসন্তের আশ,
সিক্ত রাজপথে ছুটে কোলাহল তান।

ওই যায় মলিন ধূসর বেশে,
আনমনে যুবা একজন ;
বিশদ হৃদয়ে তার নাহিক বিষাদ ভার,
তবু যেন প্রকৃতির ধিয়ানে মগন।

সহসা থমকি দাঁড়াল যুবা, ঘুরিল নয়ন,
চপলা চমকে ভাসে আশার স্বপন ;

বাজে প্রাণে মুরলী মধুর ;
সুবর্ণ সংসার বিভা নয়নে ভাসিল কিবা
প্রকাশিল আঁখি'পরে কনক মুকুর।

একটি মৃদুল কনক পুতলী,
সরলতা মাখা নয়ন দুটি ;
কিবা সে মধুর বালিকা মূরতি,
শতদল হার রয়েছে ফুটি।

নলক কলিকা চুমিছে অধর,
তারকা কনিকা চাঁদের কোলে ,
চাঁদিমা উজল সে কচি মুখানি,
চুমো খাওয়া হাসি অধরে দোলে।

সুনীল বসনা সে ক্ষুদ্র তনুয়া,
জ্যোছনা উজালা যেন মেঘমালা ;
বারি পাত্র করে রজত রেকাবী,
সম্মুখেতে ধীরে দাঁড়াল বালা।
রুনু রুনু পায়ে বাজিল নূপুর,
আঁখি'পরে হেরি কনক মুকুর।

সে সুশীত হেম দরপণে,
হেরিলাম হৃদয়ের ছায়া ;
মরমের শতস্তর বাসনার পরিসর,
কি রঙ্গে চিত্রিত প্রাণ জগতের মায়া।

বুঝিলাম জানিলাম তায়,
জীবনের কোন গতি কিবা সে প্রথায় ;
চিনিলাম আপনারে, বন্দীকৃত কারাগারে,
কেবা আমি কিবা কার্য্যে এসেছি ধরায়।

শিহরি ফিরিতেছিনু হায়,
শুনিলাম কুসুম কাননে
আশার মুরলী ভাষা, তাপনীর তাপনাশা
স্নিগ্ধ সিক্ত মৃদু বায় বহিল জীবনে।

বালিকার সে শান্ত চাহনি,
আঁখিতে আঁখিতে কাণাকাণি ;
সৌরভে ভরিল প্রাণ, হায় হারাইনু জ্ঞান,
হেরি প্রাণে গাঁথা আছে সেই মুখখানি।

স'রে গেল ঘন মায়াজাল,
চমকে মর্ম্মরে শ্বেত রসান রঞ্জন ;
উজল শশাঙ্ক সবি সবি হেরি সেই ছবি,
মর্ম্মরিল ফুল্ল ফুলে আনন্দ কানন।

ভাবিলাম সে নহিলে আর
সংসারের আশ্রয় তো নাই ;
সেই আশা নিরাশার, শীত ধারা পিপাসার,
সে অধরে হাসিটুকু চুমিবারে চাই।

কল্পনায় দুলিল কানন,
শতদলে হাসিল সরসী ;
আনন্দ-লহরী-মালা মৃদু বায়ে করে খেলা,
নীলাকাশে টলমল সুনীল আরশী।

হেরি যেন সমুখেতে
ঢল ঢল শতদল দোলে ;
বুকে সেই মুখটুকু, রাঙ্গা ঠোঁট টুক্ টুক্,
চাঁদের সুধার বিন্দু ধরিয়াছি কোলে।

এ কি—এ কি ! কোথা হতে ওই
বহে ঘোর নীরদ নিশ্বাস !
ভাসে প্রলয় আঁধার, একাকার চারি ধার,
উত্তাল তরঙ্গে সিন্ধু তুলিছে উচ্ছ্বাস।

নিবে গেল শশধর হাস,
ডুবে গেল শতদলদল ;
ভেঙ্গে গেল আরশীর স্বর্ণ-ছবি পুতলীর,
মিশে গেল ধীরে ধীরে আঁখি ছল ছল।

প্রকৃতি সে গরল নিশ্বাসে
জ্বলে ওঠে দামিনী উল্লাসে ;
হেসে ওঠে দিগঙ্গনা, নীলাভ নীলাম্বু কণা
মুক্তাহারে নেচে ওঠে তরঙ্গ উচ্ছ্বাসে।

হায়! আলোকিয়া অনন্ত আকাশ,
পলাল সে আনন্দ আভাস ;
চৌগুণ আঁধার ভরা গ্রাসিল অমনি ধরা,
উন্মাদিনী নিরাশার ছুটে ঝঞ্ঝা শ্বাস।

আহা, সেই সুধাময় হাস,
চমকায় প্রাণের আঁধার ;
নিরাশায় আশালোক প্রেতের উৎকট শোক,
বিকট শ্মশানে ডাকে মুমূর্ষ্ চীৎকার।

বুঝিলাম কিছু নাই আর,
ভবিষ্যত্ বিঘোর আঁধার ;
মরুময় এ জীবন, শূন্যময় ত্রিভুবন,
ঘুরে প্রাণে শুষ্ক আশা-মরীচিকা সার।

হায়! কি গো এ জীবন তবে,
শ্মশানের আঁধারে গঠিত ?
আশার আলোক তায় চিতার জ্বলন ভায় ?
নিরাশার উষ্ণধারে মরম সিঞ্চিত ?

হৃদয়ের কূট গ্রন্থিদলে,
অস্থিগুলি চর্ব্বিত প্রেতের ?
আলেয়ার শতচিত্রময়,
জ্বলে উঠে নিবে যায় আকাঙ্ক্ষা প্রাণের ?

সে আলোকে দেখা যায় তপ্ত রক্তধারে
　　ঘূর্ণিপাকে বৈতরণী বয় ?

　　দুর্ব্বিসহ যাতনার বাণ
　　মর্ম্মে মর্ম্মে লাগিল ফুটিতে ;
আঁধারের কারাগার　　　ঘেরিতেছে চারিধার,
　　রুদ্ধ শ্বাস হিয়া মাঝে লাগিল ঘুরিতে।

　　বুঝিলাম কেহ নাই আর,—
　　বিষ-জিহ্বা ব্যাপে চারি ধার ;
সহস্র অঙ্গার অক্ষি　　　হৃদয়-শোণিত ভক্ষি
　　প্রাণে ছাড়ে তপ্ত শ্বাস জ্বলন্ত হিংসার।

　　এক দিন গেনু ভাগীরথী-তীরে,
　　　　হেরিনু জ্যোছনা ভাসিয়া উঠে ;
　　চারি দিক চেয়ে ঝিকি মিকি করি,
　　　　তারকা রতন উঠিছে ফুটে !
　　কিবা শোভাময় মাধুরিমাময়,
　　　　জলে চাঁদিমায় হইল মেলা ;
　　তারকা আলায় লহরী মালায়,
　　　　দুলে দুলে চাঁদ করিছে খেলা।
　　ধূ ধূ চারিধার শুভ্র বালুকার,
　　　　তুষার তরঙ্গ অকূলে ধায় ;

সংসার তটিনী কিনারে রহিয়া,
উদাস বাসনা বহিয়া যায়।
শুষ্ক কামনা শূন্যে ভাসায়ে,
শূন্য নয়নে চাহিয়া ;
হেরিনু চাঁদিমা সুধা হাসিরাশি,
দগ্ধ হৃদয় সিঞ্চিয়া।

আহা! কেন, সুধাকর, অমিয় নিঝর,
মরমে আমার ভাসায়েছিলে ?
কেন সে মু'খানি সরম মধুর,
প্রাণে প্রাণে, আহা, ফুটায়ে দিলে ?
শত শত পাকে শিরায় শিরায়,
কনক লতিকা জড়ায়ে দিলে ?
কুসুম কলিকা সে ফুল-মালিকা,
মৃদু হাসিটুকু দেখায়ে গেল ;
সে কর পরশে সুধার সরসী,
মরমে আমার ভাসায়ে দেল।
জানি না কভু কিবা সে ছিল ;
হৃদয়ের আশা, পরাণের ভাষা,
জনমের তরে কাড়িয়া নিল।
কচি মুখখানি নলক দোলা ;
স্নিগ্ধ নয়নে সরল চাহনি,

করে গেল মোর মানস ভোলা।
কেন হেসে হেসে ভেসে যাও চাঁদ?
আমার ও হাসি লাগে না ভাল;
এনে দাও মোর সেই মৃদু হাসি,
তোমার ও হাসি হইবে কাল।
চুমো খাওয়া হাসি দেখিতে ভাল!

হায়! হেসে চ'লে চাঁদ ভেসে চ'লে গেল,
অভিমানে কথা শুনিল না;
পাগল ভাবিয়া আকাশে কোকিলা,
কুহু কুহু তানে গায়িল না।
ধূসর আঁধারে ভাগীরথীতীর,
ধীরে ধীরে ধীরে ঢাকিয়া গেল;
সাথে সাথে মম দগধ হৃদয়ে
হু হু করে বায় বহিয়া এল।
বিষাদের ভারে দীর্ঘ দিনমান
হেন মতে কত চলিয়া গেল;
ওকি প্রিয় বন্ধু-মুখে আশার বাঁশরী,
মৃদু মধু তান শ্রবণে এল।
চমকি চাহিনু অমনি হেরিনু,
হৃদয়ে বিমল সরসী-খেলা;
শত শতদলে হয়েছে মেলা।

চৌদিকে উজালা কত ফুলমালা,
হাসায়ে চপলা ঘুরিয়া যায় ;
তারি মাঝে ইন্দু যেন সুধাবিন্দু,
ঢুলু ঢুলু আঁখি আঁখিতে চায়।
ধরায় সুখের আনন্দ-কানন

দুলিল ;

ঝল মল মল ঝুনুর ঝুনুর,
বাসর রজনী বাজিল।
ঝলকে ঝলকে কত হাসি রাশি
সুরবালাদল হাসিল ;
কোকিলবধূ কত সুখের শাখায়,
কত সুধামাখা গায়িল।
বিহগী সঙ্গে রমণীকণ্ঠে,
রজনী আসর ভাঙ্গিল ;
আলোকের ছটা দিশি দিশি দিশি,
পূরব আকাশে ভাসিল।
সুখের স্বপন টুটিল ;
দেখিতে দেখিতে কোলাহলময়,
জীবন জগত জাগিল।
বন্ধুগণ সনে হাসি হাসি মুখে,
উজল দিবস ডুবিল ;

তারকা-ভূষণ সুধাংশু শোভন,
কুসুম শয়ন হাসিল,
ফুলকুলদলে ফুলমালা গলে,
ফুলকুমারী ফুটিল।
দুলে ফুলমালা সুকুমারী বালা,
ফুল-হারে এক শোভিল;
নিরাশায় আশা অমানিশি হাসা
যেন কনক-শশাঙ্ক উদিল,
বিশুষ্ক মরুর প্রফুল্ল নলিনী,
আঁধারে দীপক জ্বলিল।
সে ক্ষুদ্র তনুয়া সুবর্ণ-লতিকা,
হৃদয়ের মাঝে ধরিনু;
অধর তুলিয়া সে চাঁদ নিরখি',
একটী চুম্বন চুমিনু।
মৃদু মধু হাসি
ফুল কলি রাশি,
মৃদু মৃদু মৃদু ফুটিল;
সে ক্ষুদ্র মু'খানি,
সরম হাসনি,
নামিল অমনি,
হিয়া মাঝে ঢ'লে পড়িল।
যেন অমিয় লহরী,

নয়নে তুলিয়া,
হৃদয় মাঝারে পশিল ;
মরমে মরমে,
অনন্ত বন্ধনে,
জড়া'য়ে জড়া'য়ে রহিল।

এবে, হেরি নিশীথিনী মাখা জ্যোছনায়,
কত সুখে হিয়া ভাসিল ;
মানব আলয় মঙ্গল নিলয়,
প্রাণে ইন্দ্রধনু উদিল।
আকাশে ভূতলে সমীরে সলিলে,
সকলি সে হাসি মাখা ;
কলপনা সাথে ভাগীরথী-তীরে,
হেরি সে মূরতি আঁকা।
সে জাহ্নবী জলে হতাশ অনিলে,
উদাস বাসনা আর না বয় ;
বরষায় যেন হরষে ছুকূল,
শ্যামল কানন জ্যোছনাময়।
আজি নিথর রজনী নীরব অবনী,
স্তবধ গঙ্গার বারি ;
কুলু কুলু রবে বহিছে বাহিনী,
কাঁপিছে পবন সারি।

ঝুরু ঝুরু ঝুরু কাঁপিছে পল্লব,
দুলিছে কুসুমদল ;
সর্ সর্ সর্ স্বনিছে সমীর,
টলিছে গঙ্গার জল।
সুনীল আকাশে পূর্ণ শশধর,
ভাসিয়া ভাসিয়া যায় ;
মৃদুল মৃদুল উজল আলোক,
সুন্দর প্রকাশ পায়।
ঘেরি সুধাকরে শত সুরবালা,
নীলিমার কোলে কোলে ;
তারকা মালায় প্রদীপ জ্বালায়,
ধিকি ধিকি ধিকি জ্বলে।
যেন যেন আহা সুনীল-বসনা,
মধুরা রূপসী বালা
সুধাংশু-আননে হাসিছে মধুর,
গলায় হীরার মালা।
কিবা নিবিড় কুন্তলে ছোট ছোট ফুল,
পরেছে রূপসী ধনী ;
মাঝেতে তাহার ধবক্ ধবক্ ধবক্,
জ্বলিছে রতন মণি।
সুধাকর ছবি লহরী-লীলায়,
অসংখ্য মাণিক জ্বালা ;

মৃদুল তরঙ্গে নাচে ধীরে ধীরে,
তারকা রতন মালা।
হেরিয়া মধুর ছবি মনোরম,
প্রফুল্ল মনেরি বলে ;
উছলি উথলি তরল লহরী,
গরবে মাতিয়া চলে।
কৌমুদী মালায় আকাশ ভাসায়,
ভাসায় নগর বন ;
ধপ্ ধপ্ শাদা উজল আলোকে,
মোহিত মানব-মন।
ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে চকোর চকোরী,
উড়িছে সুধার আশে ;
হাসি হাসি মুখ নিরখি' শশীর,
কুমুদিনী বালা হাসে।
এ হেন মধুর নিঝুম নিশীথে,
চঞ্চল সরিত্ পরে ;
তরণী শয়নে উদাস নয়নে,
হেরিতেছি শশধরে।
আকাশ আসনে রজনী ভূষণ,
মধুর মধুর হাসে ;
বিমল সলিলে মধুর হাসনি,
দুলিয়া দুলিয়া ভাসে।

মধুর আলোকে মধুর জগত্,
হরষ-হিল্লোলে ধায় ;
মধুর আকাশে মাধুরিমা ভাসে,
মলয় মৃদুল বায়।
হেরিতে হেরিতে মধুর শরীর
মধুর প্রতিমাখানি ;
ভাসি দশ দিক হৃদয়ে ভাসিল,
প্রেয়সী বদন খানি।
চাঁদ নিরমল আনন্দ আনন,
মানস-মোহন হাস ;
হাসে ঢল ঢল চাহনি সরল,
অমিয়-মাখান ভাষ।
সকলি মধুর হরষ বিধুর,
কনক শরীর হাসে ;
সবারি হৃদয়ে মধুর শরীর,
মধুর প্রতিমা ভাসে।
আমার ভাঙ্গা ঘরে আহা অমনি হাসিল,
প্রেয়সী বদন চাঁদ ;
অধর কোলেতে মৃদু মৃদু দোলে,
নলক মোহন ফাঁদ।
মধুর প্রকৃতি, মধুরে রাজিছে
সুধাকর-করজালে,

এ হেন সময়ে যদি গো হাসিত
অয়ি চন্দ্রাননি বালে—
ও চাঁদ বদন, সুধাকর চেয়ে,
তা হ'লে আজিকে, প্রিয়ে,
প্রকৃতি প্রতিমা নিখুঁত সুন্দরে,
মোহিত মানব-হিয়ে।
চারি ধারে চেয়ে খুঁজিয়া বেড়াই,
মোহিনী প্রতিমা তোর ;
কোথাও না পেয়ে দুঃখিত হৃদয়ে,
ছাড়িনু নিশ্বাস ঘোর।
সচকিতে ধীরে হৃদয়েরি পানে
চাহিতে হেরিনু তোরে ;
হৃদয়-আসনে হৃদয়-ঈশ্বরী,
হৃদয়ে বিরাজ করে।
হাসে ঢল ঢল রূপ নিরমল,
চপলা পলায়ে যায় ;
হৃদয়-আঁধার পলাল সুদূরে,
প্রণয়-আলোক ধায়।
বিমল প্রকৃতি বিমল আলোকে
আরও বিমল হয় ;
বিমল সলিলে বিমল শশাঙ্ক,
হাসিয়া হাসিয়া বয়।

শুন লো প্রেয়সি, তুহার আনন,
এমনি শকতি ধরে ;
যাহার আলোকে নিখিল সুন্দর,
হরষে বিকাশ করে।
ঋতুকুল-পতি অপূর্ব্ব বেশেতে,
সাজিয়া সাজিয়া আসে ;
কোকিলা কুহরে, ভ্রমরী ঝঙ্কারে,
মলয় মারুত্ ভাসে।
মল্লিকা মালতী কুসুম কলিকা,
হাসিয়া হাসিয়া দোলে ;
এ উহার গায়ে ঢ'লে পড়ে যায়,
নূতন প্রেমেতে গ'লে।
নূতন প্রেমের নূতন প্রভাবে,
তুষিতে নূতন রাজে ;
নূতন মেঘের নূতন ধারায়,
নূতন জগত্ সাজে।
নূতন পল্লব, নূতন কুসুম,
দুলিয়া দুলিয়া হাসে ;
নূতন রবির নূতন আস্বাদে,
নূতন প্রকৃতি ভাসে।
নূতন প্রেমের এমনি প্রভাব,
শুন লো বালিকা প্রিয়ে !

নূতন নূতন সকলি দেখায়,
কিছুতে মেটে না হিয়ে।
এমন সময়ে তুই রে আমার,
স্নেহের প্রতিমা কই?
হেসে হেসে হেসে কাছে এসে বস,
ভোর হ'য়ে চেয়ে রই!

বিদেশে।

সন্ধ্যার ধূসর বাস, ধীরে ধীরে ধীরে,
প্রকৃতির কম কান্তি ফেলিল ঢাকিয়া;
আজ্মীর নগর-প্রান্তে, তারা পাহাড়ের
উচ্চতম শৃঙ্গ'পরি রয়েছি বসিয়া।
সম্মুখে পাষাণ-তলে, কিবা মনোহর,
বিশদ অম্বর দেশ শোভিছে সুন্দর;
উন্মুক্ত নয়নে কিবা নগনা নগরী।
ক্ষুদ্র শত গৃহ মাঝে, ক্ষুদ্র অঙ্গনার
ললিত লাবণ্য মাথা ছটা উছলায়;
ক্ষুদ্র কোটী মানবের স্বর মৃদুতর,
অসংখ্য পরাণী-কণ্ঠে কাকলি পক্ষীর,
লহরে লহরে সন্ধ্যা পবন বাহনে
পশিছে শ্রবণে যেন ভ্রমরের গান!

প্রসারিত চারি ধারে বিশাল প্রান্তর!
সুদীর্ঘ পর্ব্বতশ্রেণী, সারি সারি সারি,
অনন্তের অন্ত কোলে যাইছে চলিয়া।—
যত দূর দৃষ্টি যায় কেবলি তথায়,
ভীষণ প্রকাণ্ড-বপু উচ্চ মহীধর
হয় দৃশ্যমান। বুকে বুকে, কাঁধে কাঁধে,
গিরিসাথে গিরিশ্রেণী হয়েছে মিলন।
কাঁধে কাঁধে উর্দ্ধে উঠি, অনন্ত অম্বরে
উড়ায় বিশাল কায়; উচ্চতম শিরে
ভেদ করি জলদলে, সদর্পে দৈত্যের
পরশিতে স্বর্গ রাজ্য বাড়াইছে কর।

উদার প্রান্তর'পরে উদাস নয়ন
স্থাপিয়া, অনন্যমনে চিন্তার হিল্লোলে
দিতেছি সাঁতার। ধীরে ধীরে সায়াহ্নের
স্নিগ্ধ সিক্ত মৃদু বায় পরশে হৃদয়;
গ্রীষ্মের উত্তাপে যেন নীরদের শ্বাস।
অকূল অর্ণবে ধীরে জীবন-তরণী
দিয়াছি ভাসা'য়ে;
পথহারা, লক্ষ্যহারা, হইয়া আপনা হারা—
এসেছি কোথায়?—
জানি না কোথায় সেই শেষ নিরুদ্দেশ,
জীবন যামিনী দিবা মিলনের শেষ।

অদৃষ্ট এ পারাবার—অন্ধকার—অন্ধকার
নিরাশা ভীষণ !
প্রলয়ের হুহুঙ্কার আলোড়িয়া চারিধার
পরশে গগন।
প্রশান্ত হৃদয় সিন্ধু তুফানে তুমুল,
দুঃখের নীলোর্ম্মিমালে হ'য়েছে আকুল !

হে নীলাম্বু—
ধরণীর কোন্ দেশে বসতি তোমার ?
হেরিতে বাসনা বড় তব ভীমাকার !
শুনেছি সে বারিরাশি—অকূল—অপার—
আঁধারে লুকায় ;
প্রশান্ত উরসে তব অনন্ত আকাশ
থাকে গো ঘুমা'য়ে।

ভাসে তায়—
প্রকৃতির শান্ত দান্ত মূরতির মেলা,
তরঙ্গের রঙ্গে ভঙ্গে নীরদের খেলা।
তবে কি, হে ভীম সিন্ধু,—অধীর দুর্ব্বার—
নাই কি তোমার অন্ত—আঁধিয়ার পার ?
নাই কি, মিলন ?
তব জুড়াতে প্রাণের বেগ, আশ্রয় নিলয়
হয় নি সৃজন ?

শুধুই কি হাহাকার, ঘন ঘোর রোলে,
আকুলিছে দিগঙ্গনা অনন্তের কোলে ?

এস তবে, সিন্ধুমণি, ধীর আন্দোলিয়া
অকূল অপার—
আকাশ অঙ্কিত হিয়া মেল একবার,
হেরি চারিধার!
অনন্ত প্রকৃতি শ্যাম তব লীলাস্থান,
অনন্ত প্রকৃতি-কোলে আমার বিশ্রাম!

উন্মাদিনী ঝটিকার উন্মত্ত নর্ত্তনে,
ঘোর হাহাশ্বাসে,
মিশাইব হতাশ্বাস,—হৃদয়ের বেগে
উড়িব আকাশে।
ছুটিবে তরঙ্গ তব অনন্তের পানে,
দীপ্ত অনলোর্ম্মি ব'বে আমার এ প্রাণে!

অম্বরে জলদমালা প্রসারিবে কায়
হাসি অট্টহাস ;
হৃদে তব বাড়বাগ্নি জ্বলন্ত উচ্ছ্বাসে
হইবে বিকাশ।
ঘোর রঙ্গে ঘূর্ণাবায়ু ঘুরিয়া ঘুরিয়া,
উড়াইবে বারিরাশি আকাশ ধরিয়া।

জলধি,—

তোমার অনন্ত খেলা করি দরশন,
খুলিবে হৃদয় ;
চিন্তার কালিম ধূমে ছাইবে গগন,
হইবে প্রলয়।
নিরাশার ঘোর বহ্নি উঠিবে জ্বলিয়া ;
বিশুষ্ক হাসিতে নভঃ উঠিবে রঞ্জিয়া।

আন্তরিক তীব্রবেগে শিরায় শিরায়,
যাতনা তরল
নাচিবে বিদ্যুৎবেগে, রুধির তরঙ্গে
জ্বলিবে গরল।
সে তীব্র ঘূর্ণিবেগে হইয়া অষাড়,
শুনিব ঘুরিছে শিরে নিঝুম আঁধার।

না—না— তোমার হৃদয় নহে আমার সমান
অনন্ত দুর্ব্বার—
বহে না তোমার প্রাণে—এ প্রচণ্ড বেগ—
তপ্ত নিরাশার !—

সত্য বটে অই তব ভীম রঙ্গ দেখিতে করাল,
কিন্তু অই নীল চিত্র এত কি ভয়াল !

হের গো তোমার——
অই দূরে—অতি দূরে—অনন্তের কোলে—

থির অন্ধকার,—
নয়নে ভাসিছে শ্যাম মিলন বিকাশ
নভঃ নীলিমার !
নীলাম্বু অম্বরে কিবা হ'য়েছে মিলন !
বিজ্ঞাপিছে প্রকৃতির অনন্ত বন্ধন।

আকুল তরঙ্গকুল, কলরব করি,
চুমিছে নীরদমালা ;
তরলিয়া নীলাঞ্চল, মধুরা রজনী
দুলায় তারার মালা।
অনন্ত নীলাম্বু স্থির উরস ব্যাপিয়া,
হাসে শশী, দুলে হাসি ভাসিয়া ভাসিয়া।
সে হাসিতে হ'য়ে স্ফীত হরষে ভাসাও
তরঙ্গিণীকুল ;
কুলু কুলু রবে তারা দেয় আলিঙ্গন,
লয়ে কত ফুল।
সমীর হিল্লোলে কিবা লহরী দুলাও,
বিহঙ্গের সুমধুর গানে মেতে যাও।

কিন্তু ভাই—হের এই দগ্ধ হৃদে ছিন্নমস্তা ছবি
সঘনে ঘুরায় ;
কোথা ধ্রুব তারা মোর ?—কোথা আশালোক-
মিলন মায়ায় ?

নাই নাই—কিছু নাই—শ্মশান—শ্মশান
ওই হের নৃত্য করে পরেত নিশান !

নিমজ্জিয়া সিন্ধুশ্বাস, শত নরকের
ভীম কলরব,
শ্রবণে পশিল মোর ; দারুণ চীৎকারে
নীলাম্বু নীরব।
হুঙ্কারে মরমে যেন প্রলয় বিষাণ ;
অহো কাঁপে ঘন ঘন হৃদয় পাষাণ !

জলধি, অন্তর হও—অনন্ত নিশ্বাসে
তুলিও না আর !—
কর চূর্ণ কর ওই তব হৃদয়ের
মূরতি অমার !
হেলা'য়ে লহরীমালা শ্বেত ফেনহার,
আসিও না উথলিয়া নিকটে আমার !

উঃ, কিবা আগ্নেয় শ্বাস,—বিকট নিনাদ—
হৃদয়ে আমার !
নেহার অপাঙ্গে মোর জ্বলন্ত লহরী
তপ্ত নীরধার।
ঝরিলে একটী বিন্দু অঙ্গ হবে দাহ,
ফুটিয়া উঠিবে তব নীলাম্বু কটাহ।

অনন্ত সহস্র কোটী অগ্নি গিরি শ্বাস,
দীপ্ত প্রভঞ্জন ;
নরকের বহ্নি বাত্যা, জ্বলন্ত আকাশে
হবে সম্মিলন।
ভীম জলরাশি হ'বে মরুর আকার।
আঁধার উড়িবে শূন্যে বালুকা কণার।

শোন—শোন—মর্ম্মছেদী—কিবা ভয়ঙ্কর
যাতনার ঘাত—
উধাও প্রচণ্ড বেগ, বিঘূর্ণিত যেন
অশনি নিপাত !
কাঁপে হিয়া বেগে তার কাঁপে বায়ুস্তর,
প্রতিঘাতে কাঁপে তারা শশাঙ্ক অম্বর !

কই মিটিল না আশ !—
মর্ম্মে ফুটাইতে হাস,
উন্মুক্ত পরাণে
উড়িনু সমীর-স্রোতে,
রশ্মিরাশি ছায়াপথে,
কল্পনা-বিমানে।
যেখানে আঁচল পাতি,
শশধর রূপ ভাতি,
উজালে আকাশ ;

শ্যাম-মুখে হেম-হাস,
ভাতি' যেন নীলবাস,
রূপসীর রূপ রাশ
হইছে প্রকাশ।
নীলাঞ্চল চমকিত,
তারা রত্ন ঝলকিত,
ফুল্ল ফুল্ল হাস,
দেখিলাম তবু কই
মিটিল সে আশ ?
উচ্ছলিত ক্ষীরাম্বুধি,
অনন্তের পথ রুধি
ওই হিমালয় ;
শিরোপরে মহাব্যোম,
লুফিতেছে সবি সোম,
উর্দ্ধে করদ্বয়।
ত্রাসে ক্ষিপ্ত বহ্নি জ্বালা,
তুষারে সবিতা আলা,
ঝক্ মক্ করে খেলা
ধাঁধিয়া অম্বর ;
যেন বিস্তারি বিশাল বক্ষ,
গরুড় উন্মুক্ত পক্ষ,
আলোড়িয়া সৌর কক্ষ

উড়িল সত্বর।
ঘূর্ণিত তুষার ছুটে,
ইন্দ্রধনু চূর্ণি উঠে,
বিচিত্র বিলাস ;
কই আশার হাসি তায়
হ'লো কি প্রকাশ ?
অনন্ত উদার সিন্ধু, অনন্ত আকাশ,
অনন্ত মিলনে ভাসি নীল জলরাশ—
পরকাশ চন্দ্রমার ;
উচ্ছ্বসিত পারাবার।
নীল জলে নীলাম্বর করে টল মল,
হরষে, প্রকৃতি যেন হ'য়েছে তরল।
উজল জলধি জল,
কোটী চাঁদ ঝলমল,
অগণ্য তারকামালা,
অনন্ত তরঙ্গ-খেলা,
যেন অনন্ত কৃষ্ণের হৃদে অনন্ত মায়ায়,
অনন্ত কমলা হাসি ভাসিয়া বেড়ায়
নীলাম্বরে ঘনমালা,
দুলে দুলে চ'লে যায় ;
আবেশে তরঙ্গকুল,
চুমিবারে ঊর্দ্ধে ধায়।

সমীর-হিল্লোলে কিবা,
উর্ম্মিমালা চূর্ণি উঠে ;
ঝরে জলকণা তায়,
মুকুতা ফুটিয়া উঠে।
কত কোটী শশী তারা,
লুটোপুটি খায় ;
কই আশার হাসি রাশি
ফুটিল কি তায় ?
প্রকৃতি, তোমার ওই অনন্ত হৃদয়ে,
সুখের নিশান
হয় নি সৃজন ? অসীম ব্রহ্মাণ্ড একি
সকলি শ্মশান ?
আকাশে উঠিছে ওকি চিতা-ধূম-ছটা ?
নহে ও সুশীত প্রাণ জলদের ঘটা।
সমীরে কম্পিত ধীরে ফুল্ল ফুল বাস
বহে না হেথায় ?
পূতিগন্ধে তিক্ত বায়ু শন্ শন্ স্বনে
ঘূর্ণিপাকে ধায় ?
প্রকৃতির কলকণ্ঠ বিহঙ্গের গান
ভাসে না ক ? ওকি তবে প্রেতিনীর তান ?
প্রকৃতির হাসিরাশি খেলে নাকি ওই
বিজলী মালায় ?

প্রদীপ্ত চিতার ওকি জ্বলন্ত নিরাশ—
মৃত্যুর কায়ায় ?
লতায় পাতায় ওই শ্যামল কানন,
ওকি—জটায় জটায় বাঁধা প্রেত অগণন ?
ওই—ধীরে

আঁধারের মহাছায়া, গ্রাসিয়া আকাশ-কায়া,
বিশ্বমুখ ডুবাইতে আসে ;
প্রেতের মুরতি আঁকি, শূন্য পানে আঁখি রাখি,
ধূমময় বনরাজি ভাসে।
নিদ্রায় অলস আঁখি ঢ'লে পড়ে স্বপ্ন মাখি,
শ্রান্ত সুপ্ত জগতের পরে ;
হৃদয়ের শ্বাসে শ্বাসে আঁধার ঘনা'য়ে আসে,
ভাসা ভাসা মূর্ত্তি কত সরে।

ওই মরমের অন্তরালে আচম্বিতে হেন কালে,
দুটি আঁখি ফুটি ফুটি সরে ;
যেন স্থির নীলাকাশে চমকিত রশ্মি রাশে
দুটি তারা দপ্ দপ্ করে।
উদিল সুবর্ণ ডালা, উজল জ্যোতির মালা
কল্পনার পথে ভেসে উঠে ;
দশদিক সুপ্রকাশ, ভাসিল সুধাংশু হাস,
প্রাণ মোর শিহরিয়া উঠে।

ধীরে সেই চাঁদমুখ, আমার আকাশ বুক,
আলিঙ্গিয়া ঢলিয়া পড়িল ;
ধীরে ধীরে ঢল ঢল প্রেমফুল্ল শতদল,
প্রাণে মোর ভাসিয়া উঠিল।

দুখানি অধর তার, সরস সুধার ধার,
চুমিলাম কয়েকটি বার ;
কাননে কুসুম ফুটে, কোকিলা কুহরি' উঠে,
বলে পর প্রণয়েরি হার।

প্রিয়ে,
এই শ্বেত শিলাচলে, চারু চন্দ্র করতলে,
ভাবিতেছি তোমারি বদন ;
এখন (ও) এখন (ও) এই, প্রাণের প্রতিমা সেই,
মনে পড়ে মনের মতন ;
তব প্রেম সোহাগ স্বপন !

পত্র।

মনের কথা।

পড়ে কি মনেতে একদিন, প্রিয়ে
গভীর নিশীথকালে ;
যখন প্রকৃতি ঘুমে অচেতন,
মৃদুল পবন খেলে ;

যখন শশাঙ্ক সুধার হাসিতে
তরল জ্যোছনা ঢালে ;
সৌধ চূড়ামালা রজত-মণ্ডিত,
সুধাকর-করজালে ;
তখন প্রেয়সি, মোরা দুইজনে,
ছাদেতে বেড়াতে গিয়ে,
হাতে হাতে ধ'রে গ্রীবায় জড়া'য়ে,
হিয়ায় হিয়ায় দিয়ে,
চলি মনসুখে আহা লো তোমারে,
বাঁধি নিজ ভুজপাশে !
মল্লিকা কুসুম সদৃশ তুই রে,
আধ আধ মৃদু হাসে ;
চলিস্ সোহাগে চারু ইন্দু-মুখ
রাখি মোর বাহুমূলে।
সুধাকর ধৌত গোলাপ যেমন,
চলিস্ গুণ্ঠন খুলে।
কখন চুমিনু, কখন হৃদয়ে
ধরিনু মনের সাধে ;
কখন হেরিনু হাসি মুখখানি,
চাহিয়া চাহিয়া চাঁদে।
আহা লো, প্রেয়সি, পতির সোহাগে,
মানস হইল আলা ;

অমিয়া ছানিয়া মানস মোহিয়া,
মনের মধুর ডালা
খুলে, প্রিয়তমে, দিলে উপহার ;
হরষে সাঁতার দিনু ;
তোর মৃদুল মধুর প্রণয় সম্ভাষে,
বিহ্বল হইয়াছিনু।
সরস অধরে কতই হাসিলে,
কতই রহস্য করিলে ;
কতই নাড়িলে সুধা মুখখানি,
কতই মধুর ভাবিলে।
সে মুখভঙ্গিমা সে নয়ন-খেলা,
নিরখি' নিরখি' তোর,
মানস মোহিল, পরাণ মাতিল,
প্রেমেতে হইনু ভোর।
অমনি টানিয়া হৃদয়ে রাখিনু,
নাচিল পরাণ তালে ;
থুতিতে ধরিয়া বদন তুলিয়া,
চুমিনু তোমার গালে।
ফিক্ ফিক্ ফিক্ হাসিয়া, বদনে
ঝাঁপিলে বসন নিয়ে ;
বসন টানিতে, ছোট দুটি হাত
রাখিলে বদনে দিয়ে।

নিঠুর ভ্রমর, কনক কমল,
কিছুতে ছাড়িল না,
সেই সরস অধরে স্থরারাশি পিতে,
কিছুতে থামিল না।
আহা, চুমিতে লাগিনু মধুর অধরে,
পরাণ আবেগ ভরে;
তখন তুই রে উপায় না দেখে,
সরমে গেলি গো ম'রে।
ধীরে ধীরে ধীরে হৃদয় উপরে,
ঢলিয়া পড়িয়া র'লে;
হৃদয়-আকাশে আহা মরি মরি,
হসিত শশাঙ্ক দোলে!
ভুবন-মোহিনী হাসির তরঙ্গ,
ঠমকে ঠমকে ছোটে,
রসে ঢল ঢল অধর দুখানি,
কাঁপিয়া কাঁপিয়া ওঠে।
ছোট দুটী গালে লাজের রাগেতে
লালের আভাস ফোটে;
দেখে সেই শোভা আকাশের চাঁদ
হাসিয়া হাসিয়া ওঠে।
ভ্রমর বরণ তারকা যুগল
থাকিয়া থাকিয়া চায়;

অমনি আবার ভয়েতে যেন বা
এদিক ওদিক ধায়।
আহা সে নয়ন— মরি রে কেমন—
সরস রসেতে ভোর ;
যেন আহা আধ অলস আবেশে,
লেগেছে ঘুমের ঘোর।
বিষম লাজেতে না পারে চাহিতে ,
মুদিয়া মুদিয়া যায় ;
আবার খুলিয়া নয়ন পল্লব,
আড় নয়নে চায়।
কুসুম স্তবক দেহ সুকুমার
থর্ থর্ থর্ কাঁপে ;
হিয়ার ভিতরে দুরু দুরু দুরু,
প্রেমের বাতাস দাপে।
প্রাণ প্রিয়তমে, চাঁদের আলায়
তোমারে হৃদয়ে নিয়ে ;
দেখিতে দেখিতে তোমার বদন,
হইনু বিহ্বল হিয়ে।
তখন সহাস্যে এক হাত দিয়ে,
ধরিয়ে গ্রীবায় মোরে ;
আর হাত দিয়ে গালটী আমার
তুলিয়া তুলিয়া ধ'রে

হাসিয়া হাসিয়া বলিলে, প্রেয়সি,
"কেমন আকাশে চাঁদ" ?
আমিও অমনি বলিনু চুমিয়া,
ধরিয়া বদন চাঁদ ;
"অয়ি প্রিয়তমে, যে চাঁদ বদন
আমায় হৃদয়ে হাসে,
তাহারে দেখিলে আকাশের চাঁদ,
কোথায় যায় গো ভেসে।
আকাশের চাঁদ ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘে,
ঢাকিয়া ঢাকিয়া যায় ;
চিকুর চিকণ ঈষত্ চঞ্চল,
উড়া'য়ে মৃদুল বায় ;
ঢাকে রে বদন, চাঁদের মতন,
তথাপি আকাশ চাঁদে ;
এমন সরল মধুর কটাক্ষে,
কোথা রে পরাণ কাঁদে ?
কোথায় তাহাতে হৃদয় খেপান,
মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাস ?
হৃদয় শীতল হয় লো যাহাতে
মানস-মোহন ভাষ ?
কোথায় তাহাতে ভুরুর ভঙ্গিমা,
নলক মানসহরা ?

কোথায় তাহাতে অধর দুখানি,
রসে টলমল করা ?
এ কথা কহিতে ছোট ছোট কিল,
মারিলে সোহাগ ভরে ;
আমিও কিলের শোধ তুলে নিনু
চুমিয়া চুমিয়া তোরে।

পত্র।

উত্তর।*

দিবানিশি ভাব তুমি আমার কারণ।
লিখেছ এ কথা, সখি, কি ক'রে মনন ?
তুমি যারে ভাব, প্রাণ, আপনার ব'লে,
কত সুখে সুখী সে এ ধরণীমণ্ডলে !
গলে তার দোলে আহা মন্দারের মালা,
নয়নে খেলে লো তার চন্দ্রিকার আলা ;
হৃদয়ে সে প্রেমসূর্য্য ধরে অনিবার,
বিকশিত যার তাপে শ্রীমুখ তোমার।

* ২৭।২৮এ চৈত্র, ১২৯৭ সাল।

প্রিয়ে, তোরে লো আমার বলিতে যে পারে,
তার সম সুখী কেবা ধরণী মাঝারে ?
প্রভু করেছেন মোরে রূপ গুণ হীন,
তাঁহারি কৃপায় আমি সম্পদবিহীন।
তবে যে ভুলেছ তুমি আমারে হেরিয়া,
চাহ যে থাকিতে মম হৃদি বিহরিয়া,
সে কেবল তুমি যাই গুণেরি আধার ;
সে কারণ হেরিতে লো চাহ অনিবার।
নতুবা লো হেন নারী কে আছে ধরায়,
যে পাইতে ইচ্ছা করে নির্গুণ আমায় ?
আমি, প্রিয়ে, ভাগ্যবান তোমারে পাইয়া,
তুমি কিন্তু অভাগিনী আমারে লইয়া।

প্রথম প্রণয়,
কিবা সুখময়,
ভবে সুধাময়
আর কি আছে ?
ঢালে সুধাধার
অখিল সংসার,
কনক-আশার
মূরতি নাচে।

সরলা বালিকা মূর্ত্তি সুমধুর হাসি,
প্রফুল্ল চাহনি তোর ঢালে সুধারাশি।

সুমিষ্ট কথায় তোর ভুলে যায় মন,
শুনি যেন স্বনে প্রাণে মলয় পবন।
তুই লো যখন মোর গলা জড়াইয়া,
কহিতে গো কত কথা হাসিয়া হাসিয়া,
ধরি মম কেশগুচ্ছ বিননী বাঁধিয়া,
জড়াইতে তব কেশে কোলেতে বসিয়া ;
হেসে হেসে নেড়ে নেড়ে কচি মুখখানি,
ঘুরিয়ে তব চুড়ি পরা হাত দুখানি,
বলিতে মধুর কথা, যাইতাম ভুলে;
চুমিতাম হৃদে ধ'রে তোর কচি গালে।
আচম্বিতে হাসিরাশি ফুটিয়া উঠিত,
লুকাইতে শশিমুখ হইয়ে লজ্জিত।
রাখিয়া সে চারুমুখ বুকের ভিতরে,
উঠাইতে ছোট কিল মারিবার তরে।
কভু মৃদু অভিমানে ফুলিয়া ফুলিয়া,
স'রে যেতে ঘোম্‌টা টানি করেতে ঠেলিয়া
ধরিলে মধুর রোষে ছাড়িতে ঝঙ্কার,
ঘুরিত আনন আঁখি কিবা চমৎকার।
হেরিয়া সে মনোরম ছবি নিরুপম,
হাসিতাম তায় রোষ বাড়িত বিষম।
আবেশে আলিঙ্গি তোরে প্রগাঢ় চুম্বনে,
হায় রে সে মানবাঁধ ভাঙ্গিত কেমনে !

সে সকল কথা মনে হইলে আমার,
খেলে রে হৃদয়ে মোর আলোকের হার।
এক দিন তুমি মনে আছে কি লো প্রাণ,
যখন হইতেছিল প্রদীপ নির্ব্বাণ,
দাঁড়াইলে সে আলোক করিতে উজ্জ্বল,
দীপ কাছে ঘোম্‌টা টানি করে ঝলমল।
আমি ভাবিলাম মনে বিধি বিচক্ষণ,
নিরুপম পুত্তলিকা করিয়া গঠন,
রেখেছেন দীপালোকে দেখাবার তরে ;
চমকে চপলা রেখা হসিত অধরে।
মোহিল হৃদয় মন, সুচারুহাসিনি,
কোলে তুলে লইলাম তোরে রে তখনি।
জড়া'য়ে মুচকি হেসে ধরিলি গলায়,
অপাঙ্গ ঈক্ষণে হের চুম্বনের ঘায়।
এ সকল খেলা কি লো পড়ে এবে মনে ?
আমি কিন্তু না ভুলিব কভু এ জীবনে।
আরো কত ভাব মনে কর লো, সুন্দরি,
অক্ষম লেখনী মম বর্ণিবারে হারি।
তোর কচি মুখখানি বড় ভালবাসি,
নয়নের কাছে সদা চলে ভাসি ভাসি।
সুধামুখে মধুহাসি হেরিয়ে লো তোর,
কি এক নেশায় যেন হ'য়ে যাই ভোর।

ঈশ্বরের কাছে মম এই অভিলাষ,
চিরোদিত মম হৃদে রহে ওই হাস !

পত্র।

বিদায়।

কি মধুর মনোহর নিশীথিনী মূরতি,
কৌমুদীবসনা বালা, দোদুল তারার মালা,
হাসিতে জগত্ আলা ভেসে যায় প্রকৃতি।
সুমধুর কলরোলে, শশাঙ্ক করিয়া কোলে,
তরল তরঙ্গ তুলে' চলে' যায় যুবতী ;
সুস্নিগ্ধ সমীরে দোলে শোভাময় মূরতি।
পবিত্র যমুনা তীরে, বসিলাম ধীরে ধীরে,
হেরিলাম মনসুখে মনোহরা যামিনী ;
নীল নভে কমলিনী তারা ফুল মালিনী।
তীরে তীরে তরুলতা, রঙ্গ রসে হ'য়ে রতা,
গলে গলে বাঁধাবাঁধি আঁখি-মন-তোষিণী ;
জ্যোৎস্নাময়ী হাস্যাননী ধরারাণী মোহিনী।

দেখিতে চাঁদিনী আলা, প্রেমের প্রতিমা বালা,
হাসি হাসি শশিমুখী প্রকাশিল হৃদয়ে ;

হাসিল লো নভস্থল, হাসিল কুসুম দল,
হাসিল প্রকৃতি সতী বিকম্পিত মলয়ে ;
শিহরিল কলেবর বাঁশরীর সুলয়ে।

দেখিতে দেখিতে চিন্তা-জলধর ছাইল,
অভাগা-হৃদয়াকাশে সুধাকর ঢাকিল,
মনোদুঃখে দুনয়ন ঝর ঝর ঝরিল।

প্রিয়তমে, প্রেমময়ি, সুবর্ণ নলিনী অয়ি,
কোথায় রয়েছি আমি, কোথা তুমি বল না ?
তুমি রে, প্রেয়সি, মম বুকে ইন্দ্রধনু সম,
কষিত কাঞ্চনে কাল পাষাণ তুলনা ;
হৃদয়ের ফুলহার মনোহরা ললনা।

নীল বাসে স্বর্ণ তনু, সে সুধা বদন বনু,
জ্যোছনা সিঞ্চিত নিশি সুধাংশু বয়না।
যামিনী মধুর হাসে, মলয় সমীর শ্বাসে,
কই রে তাপিত প্রাণ তাতে তো জুড়ায় না !
ভাঙ্গা মনে চাঁদ আলো ভাসাইয়া বয় না !

পিকস্বরে মাতোয়ারা, হইয়া আপনা-হারা,
প্রকৃতি হাসিয়া সারা, মম হৃদি হাসে না !
বুঝেছি বুঝেছি সার— বিনে সেই প্রেমাধার—
অভাগা-নয়ন-ধার কভু রে শুথাবে না !

মনোরমা সুকুমারী, ফুলময়ী ফুলনারী,
কিবা রূপ বলিহারী, চপলা দাঁড়ায় না!
মোহন ফুলের মালা, হরিণী-নয়নী বালা,
হেসে দিক করে আলা, হৃদে কেন শোভে না!

দুর্ভাগ্য ঝটিকা, হায়, উড়ায়ে' দুরন্ত ঘায়,
সুদূরে নিক্ষেপি' মোরে, গরজিছে হুঙ্কারে;
পরাণের হাহাশ্বাস, ঝটিকার হাহুতাশ,
মিশে যায় এক সুরে অনন্তের মাঝারে!
প্রিয়জন সবে হায় ত্যজিয়াছে আমারে!

বিষাদ জলদ ঘোর, ব্যাপিয়াছে হৃদি মোর;
ভাসিতেছি দিবানিশি দুনয়ন আসারে!
আশার কুসুম ফুল্ল ভাসিতেছে পাথারে!

প্রতিদিন তাই, প্রিয়ে, যমুনা সৈকতে গিয়ে,
মনোদুঃখে অশ্রুবারি বরষিয়া সলিলে;
ফিরে আসি শূন্য মনে, গৃহ রূপ ঘোর বনে,
ভাবি সদা কেন বিধি সুখরাশি হরিলে!
হায় রে হৃদয়ে কেন দুঃখ-শেল বিঁধিলে?

তুমি লো আমার প্রাণ, জপ তপ ধ্যান জ্ঞান,
প্রাণের রুধির উষ্ণ, মরমের বাসনা;

হৃদয় মন্দিরে মম, তোমারি মূরতি কম
স্থাপিয়াছি, চিরতরে করিয়া লো সাধনা।
আহা কিবা চাঁদ মুখ হাসিতেছে দেখ না!

তোমার বিচ্ছেদে হায় হইতেছি শীর্ণপ্রায়,
ভেবে ভেবে দিবানিশি বুঝি প্রাণ রয় না;
এ জনমে বুঝি প্রিয়ে আর দেখা হয়না!
দারুন যন্ত্রণাজাল, করাল কৃতান্ত কাল,
বিঁধিতেছে তীক্ষ্ণ বাণ, হৃদয়েতে সয় না।
এ জনমে বুঝি প্রিয়ে আর দেখা হয় না!
না হেরিয়া পরিজনে, ফুকরিয়া শূন্যমনে,
অস্তমিত হ'বে হায় জীবনের সবিতা!
সাঙ্গ হ'বে চিরতরে শোকসিক্ত কবিতা!